

দশমঃ স্কন্ধঃ

ত্রিশাংশধ্যায়

—):*:(—

শ্রীশুক উবাচ ।

১। অন্তহিত ভগবতি সহস্রব ব্রজাঙ্গনাঃ ।

অতপ্যাস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যুথপম্ ।

১। অর্থঃ : ভগবতি সহস্রা এব অন্তহিতে (সতি) তং অচক্ষাণাঃ (অপশন্তঃ) ব্রজাঙ্গনাঃ যুথপং (করিবরং অপশন্তঃ) করিণ্যঃ (হস্তিন্যঃ) ইব অতপ্যন্ (তাপগ্রস্তা বভূবুঃ)

১। মূলানুবাদ : (পূর্ব অধ্যায়ে আর্তির উদয়ে শ্রীশুকের কথা বন্ধ হয়ে গেলেও, এই অধ্যায়ে এসে ধৈর্য অবলম্বন করে বলতে লাগলেন—) হে রাজন্, ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ সহস্রা অন্তহিত হলে তাঁকে না দেখে ব্রজাঙ্গনাগণ মত্তগজেন্দ্রের অদর্শনে করিণীগণের হ্যায় সস্তাপগ্রস্ত হলেন ।

১। শ্রীজীব বৈ° তো° ঢীকা : তদন্তর্ধান-কথনে শ্রীবাদরায়ণের প্যারিতোদয়াৎ কথাবিচ্ছেদনাধ্যায়াপাতঃ । তদেব জাতজুঃখদ্বৈপি তাসামেকাং সর্বতঃ পরমাং যামাদায় শ্রীভগবানন্তহিতঃ, তন্ত্ৰাঃ সৌভাগ্যং ক্ষণদ্বন্দ্বসঙ্ঘায় ধৈর্যমবলম্বমান আহ—অন্তরিতি । সহস্রৈবান্তহিত ইত্যন্তর্ধানস্ত প্রকারাণ্ডতর্কণাৎ ; ‘অতর্কিতে তু সহস্রা’—ইত্যমরঃ । অয়ং তাপাধিক্যে হেতুরুহঃ । ব্রজাঙ্গনা ইতি—তাসাং তদেক-প্রিয়স্বেন বিরহতাপশ্চোচিত্যমাধিক্যধাভিপ্রেতম্ । যুথপং মত্তগজেন্দ্রঃ করিণ্য ইবেতি—তদেকালম্বনস্বেন তাসাং তদ্বিচ্ছেদাতাপাধিক্যে দৃষ্টান্তঃ ॥

১। শ্রীজীব বৈ° তো° ঢীকানুবাদ : কৃষ্ণের অন্তর্ধান বর্ণন হেতু শ্রীশুকদেব গোস্বামীরও অতিশয় আর্তির উদয়ে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পূর্ব অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়ে গিয়েছে । এইরূপে তাঁর হৃদয় দুঃখ-ভারাক্রান্ত হলেও গোপীদের মধ্যে একজন যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যাঁকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হয়েছেন, সেই তাঁর সৌভাগ্য ক্ষণকাল স্মরণ করে ধৈর্য অবলম্বন করত বলতে লাগলেন—অন্তহিতে ইতি । অন্তহিত হলেন সহস্রাব—এই পদে অন্তর্ধানের রীতি প্রভৃতি যে অতর্কিত অর্থাৎ বুদ্ধির অগোচর, তাই বুঝা যাচ্ছে । —[অতর্কিত, সহস্রা—অমর] । এই অতর্কিত হওয়াটাই গোপীদের তাপাধিক্যের হেতু হল । ব্রজাঙ্গনাঃ—ব্রজের রমণী, এখানে এই পদের অভিপ্রায় : কৃষ্ণই অদ্বিতীয় প্রিয়স্বরূপ হওয়া হেতু তাঁদের এই বিরহ-তাপ ও এর আধিক্য উচিতই । করিণ্যইব যুথপং—মত্তগজেন্দ্রের অদর্শনে করিণীগণের হ্যায়—গোপীদের কৃষ্ণবিচ্ছেদ-তাপাধিক্যে এই দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই করিণীদেরও একমাত আশ্রয় এই গজেন্দ্র । জীব ৩০/১ ॥

২। গত্যানুরাগ-দ্বিত-বিভ্রমক্ষিতম্মানোরমালাপ-বিহার-বিভ্রমঃ।

আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তান্তা বিচক্ষা জগৃহুস্তদাঙ্কিকাঃ

অর্থঃ : রমাপতে: (শ্রীকৃষ্ণ) গত্যা অনুরাগদ্বিত-বিভ্রমক্ষিত: মনোরমালাপ-বিহার-বিভ্রমঃ
অক্ষিপ্ত চিত্তা: তদাঙ্কিকা: প্রমদা: তা: তা: (শ্রীকৃষ্ণনাচরিতা:) চেষ্টা: (লীলা:) জগৃহু: (অনুকৃতবত্যা:)।

২। মূলানুবাদ : রমাপতি কৃষ্ণের পূর্ব আচরিত গতি-অনুরাগ-হাসি-বিভ্রম-যুক্ত কটাক্ষ-মনোরম
আলাপ-বিহার ও বিভ্রমের দ্বারা আকৃষ্টচিত্তা প্রমদাগণ বক্ষময়ী হয়ে গিয়ে পূর্বোক্ত বিবিধ লীলা
সকলের অনুকরণ করতে লাগলেন।

১। শ্রীবিম্ব টীকা : ত্রিংশেতু বিরহোন্মত্তাঃ কৃষ্ণ পৃথ্ৱী নগান্ স্তিয়ঃ। তল্লীলামনুচক্ৰুস্তাঃ সন্তুজ্য সচ তাং
জহৌ ॥ ০ ॥ অচক্ষাণাঃ অশস্ত্যঃ।

১। শ্রীবিম্ব টীকানুবাদ : ত্রিংশ অধ্যায়ের লীলা : বিরহ-উন্মত্তা সেই গোপীগণের
তখন প্রতি বৃক্ষের নিকট কৃষ্ণের অনুসন্ধান, কৃষ্ণলীলা অনুকরণ, সন্তু ক্ত রাধাকে ত্যাগ। অচক্ষাণাঃ—
দেখতে না পেয়ে। বি^০ ১ ॥

২। শ্রীজীব বৈ^০ তো টীকা : তাপমেবাভিব্যঞ্জয়তি—গত্যেত্যাदिना पञ्चाधिकाध्यायद्वयेन। गतिः सामाज्या,
अनुरागः—स्वविययकः कान्तयोग्या भावः, श्वितं विभ्रमक्षितानि च तैः। विभ्रमः अत्र क्र-प्रभृतीनां तन्मधुवचेषैः
विहारः शृङ्गारचेषैः, उन्मत्ता विभ्रमः शृङ्गारभावविशेषः, तथा चोक्तम्—“चित्तवृत्तानवस्थानं शृङ्गाराद्विभ्रमो मत्तः” इति।
तत्रानुराग-चित्तवृत्तानवस्थाने मानसे, गति-श्वित-विभ्रम-युक्तेक्षितविहाराः कायिकाः ; आलापो वाचिक इति ज्ञेयम्।
एतदुपलक्षणत्वेनात्मेहि भावा ज्ञेयाः। अत्र च गतेः सामाज्येन पृथङ्गतिः। श्वितादिकयोरनुरागारम्भमात्र-जायमानत्वेन
तत्समुद्दिताङ्किः। आलापविहारयोर्विभ्रम-जन्मनैव जायमानत्वेन तत्समुद्दितेति। तैर्गत्यादिभिस्त्याभिः समेत-
तिरित्यादिवर्णितैः पूर्वाचरितैराक्षिप्तचित्ताः, ततश्च तदार्थिकान्तमयाः सत्याः प्रमदास्तान्ता बाह्यप्रसारेत्यादिभिः
पूर्वोक्ताः सर्वा विविधाश्चेष्टा जगृहः प्राप्ताः, तत्र प्रमदाः योगिकार्थपुरस्कारेण जातित एव प्रकृष्टमदयुक्ताः, किं
पुनस्तत्प्रमदवतास्तु इत्यर्थः। रमायाः सर्वरूप-गुण-नाधुर्गोचर्य-सम्पदधिष्ठातृशक्तेः। पतुयध्यामश्च इति—सर्वातिशायिता
सूचिता ; यहा, रमा श्रीराधा इति पूर्ववत्, इति वक्ष्यमाणतत्साहित्यं सूचितम्। तान्ता बाह्यप्रसारेत्यादिभिः
पूर्वोक्ताः सर्वा विविधचेष्टा जगृहः प्राप्ताः ॥

২। শ্রীজীব বৈ^০ তো টীকানুবাদ : গোপীদের বিরহতাপ প্রকাশ করে বলা হচ্ছে—“গত্যা”
ইত্যাদি ৩০/২ শ্লোক থেকে ৩২ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পর্যন্ত শ্লোকসমূহের দ্বারা। গত্যা—কৃষ্ণের
সাধারণ চলনভঙ্গীদ্বারা অনুরাগ-দ্বিত-বিভ্রম দৈক্ষিতঃ— ‘অনুরাগ’ স্ববিয়য়ক কান্তযোগ্য ভাব,
হাসি ও ‘বিভ্রমঃ’ ক্র প্রভৃতির সেই সেই মধুর বিলাসে মনোহর কটাক্ষের দ্বারা (আকৃষ্টচিত্তা)।
বিহারঃ— শৃঙ্গারচেষ্টা, বিভ্রমঃ— শৃঙ্গার ভাববিশেষ— [“শৃঙ্গার বশতঃ চিত্তবৃত্তির যে অবনস্থান
অর্থাৎ চাক্ষুশ্য, তার নাম বিভ্রম”]। মূলের গতি, অনুরাগ, হাস্য, বিভ্রমযুক্ত অবলোকন, মনোরম

আলাপ, বিহার ও বিভ্রম, এই সকলের মধ্যে ‘অনুরাগ ও বিভ্রম’ এ-দুটি চিত্তবৃত্তির চাকলা—মানসিক চেষ্টা। ‘গতি-হাসি-বিভ্রমযুক্ত অবলোকন ও বিহার,’ এ চারটি কায়িক চেষ্টা। মনোহর আলাপ হল বাচিক চেষ্টা। এই চেষ্টাসমূহ উপলক্ষণে বলা হেতু অথ ভাবও যে আছে, তা বুঝা যাচ্ছে। এখানে ‘গতি’ সাধারণ ব্যাপার হওয়া হেতু পৃথক উক্তি। ‘স্মিত’ ও ‘বিভ্রমযুক্ত কটাক্ষ’ অনুরাগ আরম্ভমাত্র জন্মায় বলে অনুরাগের সহিত একসঙ্গে এ-দুয়ের উক্তি। ‘আলাপ’ ও ‘বিহার’ এ-দুই ‘বিভ্রম’ জন্মালেই জন্মায় বলে এ-দুয়ের উক্তি বিভ্রমের সহিত একসঙ্গে। পূর্বের (২৯/৪৩-৪৬) শ্লোকের “তাভিঃ সমেতাভিঃ”, “বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত কৃষ্ণের পূর্ব আচরিত গতি—অনুরাগ প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্টচিত্তা প্রমদাগণ তদাত্মিকাঃ কৃষ্ণময়ী হয়ে গিয়ে বাহুপ্রসারাদি দ্বারা সেই সেই পূর্বোক্ত বিবিধ লীলাসকল জগৃহ—অধিগত করলেন অর্থাৎ ঐ সকল লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন। প্রমদা—মনোহারিণী নারী, এখানে [প্র+মদা] যৌগিক অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থ—জাতিগত ভাবেই এঁরা প্রকৃষ্ট মদযুক্ত। এই প্রমদাগণই কৃষ্ণময়ী হয়ে গিয়ে কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করেন। প্রেমবতী গোপীদের কথা আর বলবার কি আছে? রম্যপাতঃ—রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী সর্বরূপ-গুণ-মাধুর্য-ঐশ্বর্য সম্পদের অধিষ্ঠাতৃ শক্তি হওয়া হেতু তার ‘পতেঃ’ অধ্যক্ষের সর্বাতিশায়িতা সূচিত হল এই পদে। অথবা ‘রমা’ শ্রীরাধা। ‘শ্রীরাধার পতি’ এই বাক্যে বক্ষ্যমান তৎসাহিত্য অর্থাৎ তাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণের অন্তর্ধান সূচিত হল এই পদে। তাস্তাঃ—বাহুপ্রসার ইত্যাদি দ্বারা পূর্বে উক্ত বিবিধ চেষ্টা সকল। জী^০ ২ ॥

২। শ্রীবিষ্ণু টীকা : ততস্তমিতস্ততঃ কৃষ্ণেনিষ্কান্তীনাং তমপ্রাপ্তবতীনাং প্রতিক্ষণবিবর্দ্ধমানবিরহপীড়য়া যঃ খলুন্মাদঃ সঞ্চারী অভূতস্য প্রাকট্যপ্রকারং বর্ণয়তি,—গতোতি দ্বাভ্যাম্। রম্যপাতেঃ সর্বসৌন্দর্য্যসম্পত্তিস্বামীনাঃ কৃষ্ণস্য গত্যা স্বাভাবিকেন পাদবিত্তাসেন প্রথমং স্বাস্তিকাগমনং আগত্যা যানি অনুরাগযুক্তানি স্মিতানি চ বিশিষ্টো ভ্রমো ভ্রমনং তারকায়্যং যত্র তথাভূতানীক্ষিতানি চ তৈঃ। ততশ্চ মনোরম আলাপঃ,—অয়ি স্থলপদ্মিনি, অতিতৃষ্ণার্ভায়া মধুপায় স্বমকরন্দ দাস্যসি ন বা? ভো ভ্রমর, পদ্মিতা পতিঃ সূর্য্য এব নতু ভ্রমরন্তং কথং ত্বাং স্ব স্বীয়ং মধু পায়য়িস্থতি? ভোঃ পদ্মিনি, পদ্মিনীনাং ভবতীনাং স্বভাব এবায়ং যন্তাঃ স্বপতিং সূর্য্যং স্বীয়ং মধু নৈব পায়য়ন্তি কিন্তু পপতিং ভ্রমরমেবেতি। ততস্তলালাপেনৈব পরাজিতয়া বিহসন্ত্যা তয়া সহ অধরমধুপানাদি বিহারঃ। এবম্বা আং জানামি মৎসমীপস্থ নীপতরুতলং গচ্ছন্তীং ত্বাং মহাদর্পকঃ সর্পোহিদশং। তদ্বিষ তে বক্ষঃস্থলপর্যন্তমুদসর্পং তদপি ত্বং কুলবধুত্বাদেব মাং তরুপশমং ন পৃচ্ছসি তদহং দয়ালুত্বাং স্বয়মেব হৃদস্তিকমেতা তদ্বিষোপশমকং মম্বং পঠন্ করতলাভ্যাং হৃদঙ্গং সজ্জয়ামি। ভো ভো জাঙ্গলিক, ন মাং সর্পোহিদশং। যাং সর্পো দশতিস্ম তদগাত্রমেব করতলাভ্যাং সজ্জয়। ভো কুলাঙ্গনে, হৃদীয়গদগদস্বরাদেব বিষজালাকুলং তব জায়তে ইতি জ্ঞাত্বাপি যত্নং তামুপেক্ষে তদা মাং স্ত্রীবধো লগিস্থতীত্যতস্তদ্বিমূপশময়িস্থাম্যেবেত্যুক্তা তস্য বক্ষঃস্থলে নখরাপাদিকং চকার। ততো বিহারঃ সম্প্রয়োগঃ ততো বিভ্রমঃ কামোন্নততা। যত্নং,—“চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাবিভ্রমো মত” ইতি। তৈবিরহাবস্থায়ামতিশয়েন স্মৃত্যাক্রট্যেক্ষিপ্তানী,—অরে কিমিহ কুরুষে বহিভূয় প্রাণপ্রেষ্টমেষ্টুং গচ্ছতেতি তিরস্কৃত্য দেহতো নিঃসারিতানী

স্বচিন্তানি যান্ত্রিক্যঃ যতঃ প্রমদাঃ প্রকর্ষণে মাণ্ডলীতি তাঃ । ততশ্চোন্মাদং প্রাপ্য তদাভিকান্তস্যোবাঅনো মনোবুদ্ধ্যাদয়ো
যাসাং তাঃ অতস্তান্তাঃ তদীয়া বিবিধাশ্চেষ্টা জগৃহুঃ । বুদ্ধিপূর্বকগ্রহণাদনুচক্রুরিতার্থঃ ।

২। **শ্রীবিশ্বটীকাবুবাদঃ** অতঃপর গোপীগণ কৃষ্ণকে ইতস্ততঃ খুঁজতে লাগলেন, খুঁজে
না পেয়ে তাঁদের বিরহপীড়া প্রতিক্ষণ বেড়ে বেড়ে উঠতে লাগল। এই বিরহপীড়ায় তাঁদের যে
উন্মাদ নামক সঞ্চারীভাবের উদয় হল, তার প্রকট-অপ্রকট অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে, গড়েতি দুইটি
শ্লোকে। **রম্যপাতঃ**— সর্বসৌন্দর্য সম্পত্তির স্বামী কৃষ্ণের গত্যা— স্বাভাবিক পাদবিছােসে
গোপীর নিজপাশে প্রথমে আগমন। আসবার পর অনুরাগযুক্ত মধুর মুখ হাসি, বিভ্রম—নয়নতারার
ভাবব্যঞ্জক ইতস্ততঃ ঘূর্ণনযুক্ত চাউনি, এসবের সহিত অতঃপর মনোরম আলাপ, যথা— অগ্নি
স্থলপদ্মিনি! অতিতৃষ্ণার্ত মধুপকে নিজ অধরমধু দিবে কি দিবে না? এর উত্তরে গোপী—
ওহে ভ্রমর! পদ্মিনীর পতি সূর্যই, ভ্রমর নয়; তাই কি করে তোমাকে নিজের মধু পান করাব?
এর উত্তরে কৃষ্ণ—ওহে পদ্মিনি! পদ্মিনী তোমাদের স্বভাবই একরূপ যে তারা নিজ পতি সূর্যকে
নিজ মধু পান করায় না, কিন্তু উপপতি ভ্রমরকেই করায়। অতঃপর একরূপ আলাপে পরাজিতা
মধুর হাসিতে উজ্জ্বল। গোপীদের সহিত অধরমধুপানাদি বিহার। এই প্রকার বিহার অহোঃ অহো
জেনেছি জেনেছি আমার নিকটস্থ কদম্বতরুতলে গমনপর তোমাকে মহা দর্পক সর্প দংশন করেছে,
সেই বিষ তোমার বক্ষোস্থল পর্যন্ত উঠে গিয়েছে, তা হলেও তুমি কুলবধ বলেই আমাকে এর
উপশম জিজ্ঞাসা করনি, তাই আমি দয়ালু বলে নিজেই তোমার নিকটে গিয়ে সেই বিষ উপশমক
মন্ত্র পাঠ করে করতলে তোমার অঙ্গ ভাল করে ঘেঁটে দিচ্ছি। ওহে ওহে সাপুড়ে! আমাকে সাপে
কামড়ায়নি, যাকে সাপে কামড়িয়েছে, তার অঙ্গ ভাল করে ঘাট গিয়ে। ওহে কুলঙ্গনে! তোমার
গগদ স্বর থেকেই বুঝা যাচ্ছে, তোমার বিষজ্বালা-আকুলতা। এ জেনেও যদি আমি তোমাকে উপেক্ষা
করি, তবে আমাতে স্ত্রীবধ-দোষ লাগবে, তাই এই বিষ নামিয়ে দিচ্ছি, একরূপ বলে তার বক্ষোস্থলে
নখাঘাত প্রভৃতি করলেন, অতঃপর সম্প্রয়োগ বিহার। অতঃপর বিভ্রম— কাম-উন্মত্ততা, শাস্ত্রে যা
উক্ত আছে, “শৃঙ্গার হেতু চিত্তবৃত্তির অস্থিরতাকে বলে বিভ্রম।” বিরহ অবস্থাতে এই সব অতিশয়রূপে
স্মৃতিতে আকৃষ্ট হওয়ার দরুণ আক্ক্ষিপ্ত চিত্তাঃ— কৃষ্ণ আকৃষ্টচিত্তা (প্রমদা) — আরে মন, এ কি
করছ, বের হয়ে প্রাণপ্রেষ্টকে অন্বেষণ করার জন্ম যাও-না, একরূপ তিরস্কৃত হল। দেহ থেকে যেন নিঃসারিত
স্বচিন্তা যাদের সেই প্রমদাঃ— [প্র+মদাঃ] আনন্দ-মত্তা প্রমদাগণ, অতঃপর উন্মাদ দশা লাভ করে
তদাভিকাস্তাঃ— তন্ময়ী হয়ে গেলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণেরই মন-বুদ্ধি প্রভৃতি লাভ হয়ে গেল তাঁদের,
অতএব তাঁরা তদীয় বিবিধ লীলা জগৃহুঃ— বুদ্ধিপূর্বক গ্রহণ করে অনুকরণ করতে লাগলেন,
একরূপ অর্থ। ॥ বি^০২ ॥

৩। গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্যা প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ।

অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাঙ্গিকা। ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ।

৩। অর্থঃ : প্রিয়াঃ অবলাঃ গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ (‘প্রতিরূঢ়াঃ’ সদৃশীভূতাঃ ‘মূর্তয়ঃ’ ইন্দ্রিয়াদি সাংঘাতাত্মক দেহাঃ যাসাং তাঃ) কৃষ্ণবিহার বিভ্রমাঃ (কৃষ্ণ ইব ক্রীড়াবিলাসাঃ যাসাং তাঃ) তদাঙ্গিকাঃ (কৃষ্ণাঙ্গিকাঃ সত্যঃ) অহং তু অসৌ (কৃষ্ণঃ) ইতি ন্যবেদিষুঃ (নিবেদিতবত্যাঃ)।

৩। মূলবুবাদ : (এই শ্লোকে গোপীগণের কৃষ্ণময়ীভাব প্রকাশ করে বলা হচ্ছে)—প্রিয় কৃষ্ণের পূর্বোক্ত গমনভঙ্গী-মূর্ত্যাসি-কটাক্ষ-আলাপাদিতে আবিষ্টচিত্তা, কৃষ্ণবিহার তন্ময়তায় উন্মাদদশা প্রাপ্তা অবলা গোপীমূর্তিসকল রসাস্বাদ-প্রোঢ়িময়ী অবস্থা লাভ করত ‘আমি কৃষ্ণ’ এরূপ নিবেদন করতে লাগলেন পরস্পর।

৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তত্র তদাঙ্গকম্মেবাভিব্যঞ্জয়তি—গতীতি। প্রিয়স্য গতাদিষু উক্তেষু। আদি-শঙ্কাবিহারবিভ্রমৌ উক্তানুবাদিভ্যেন পূর্বোক্ততত্ত্ববিশেষণানি নোক্তানি, তেষু প্রতিরূঢ়াঃ সদৃশীভূতা মূর্তয় ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাতাত্মকদেহা যাসাং তাঃ ইত্যন্তরহিস্তদ্বাপতিক্রমজা। অবলাঃ স্মিত ইতি স্ত্রীচেষ্টানুকরণমেব যুক্তমিতি ধ্বনিতম্। তথাপি তু এব যত্র যুগ্মাকমুৎকঠা ‘অহমেবাসৌ তত্ত্ববিহারনাগরঃ’ ইতি, প্রত্যেক সৰ্বা মিথো ন্যবেদ-য়ন্ত। কীদৃশঃ সত্যঃ? কৃষ্ণবিহারে বিভ্রমো বিলাসো যাসাং কৃষ্ণবিহারস্য বিভ্রমো ভ্রান্তিধাতো বা তাদৃশঃ। তন্ময়কৃষ্ণ প্রেমলীলাভর-স্বভাবেনৈব, ন তু অহংগ্রহোপাসনাবেশেনেতাশয়েনাহ—প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেতি। প্রিয়াস্তস্মিন্ স্বাভাবিকপ্রেমবত্যাঃ, প্রিয়স্য স্তস্মিনপি স্মর্যমাণ-তাদৃশপ্রেমকস্যেত্যর্থঃ। লীলাখ্যচানুভাবোহয়ম্—‘প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যোশে-ক্রিয়াদিতিঃ’ ইত্যুক্তেঃ। যথা চ প্ররোগঃ—‘মুহুরবলোকিতমণ্ডললীলা, মধুরিপূরহমিতি ভাবনশীলা’ ইতি ॥

৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : এই শ্লোকে গোপীগণের কৃষ্ণময়ীভাব প্রকাশ করে বলেছেন—গতি ইতি। প্রিয়ের পূর্বে উক্ত ‘গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদি’ বাক্যের—‘আদি’ শব্দে বিহার-বিভ্রম উক্ত হল। পূর্বের কৃষ্ণকৃত কর্মই গোপীদের দ্বারা অনুবাদ মাত্র হওয়া হেতু সেই সেই কর্ম বিশেষভাবে এখানে বলা হল না। প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ—কৃষ্ণের ‘গতি’ প্রভৃতিতে আবিষ্ট গোপীমূর্তিসকল অর্থাৎ ‘মূর্তয়’ যাঁদের ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টিরূপ দেহ কৃষ্ণের সদৃশীভূত হয়েছে সেই গোপীগণ অর্থাৎ যাঁদের কর্মেইন্দ্রিয়াদির কার্য সকল শ্রীকৃষ্ণের গমনাদি কার্যের তুল্য হয়েছে, সেই গোপীগণ।—এইরূপে বলা হল গোপীরা অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণভাবে পরিপূর্ণ হৃদয়া হলেন। অবলাঃ—এই পদের ধ্বনি, তাঁরা স্ত্রী বলে স্ত্রী চরিত্র অনুকরণ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল, তথাপি কৃষ্ণ চরিত্র অনুকরণ করতে লাগলেন।—গোপীসকল প্রত্যেকে পরস্পর বলতে লাগলেন অসাবহং—অসৌ এব অহং অর্থাৎ যেথায় তোমাদের উৎকণ্ঠা আমিই সেই কৃষ্ণ বিহারনাগর। তাঁরা কিরূপ হয়ে নিবেদন করলেন? এরই উত্তরে, কৃষ্ণবিহার বিভ্রমাঃ—কৃষ্ণের মতো বিহারে ‘বিভ্রমাঃ’ বিলসিত হয়ে নিবেদন করলেন। বা কৃষ্ণবিহারের ভ্রান্তি জন্মে যার থেকে সেরূপ হয়ে নিবেদন করলেন। এঁদের যে

৪। গায়ন্ত্য উচ্চরস্ময়েব সংহতা বিচিক্যাক্ষয়ভববহবান্ধবম্।

পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি ভূতৈষু সন্তং পুরুষং বনম্পতীন্

৪। অর্থঃ : সংহতাঃ (সর্বাঃ মিলিতাঃ সত্যাঃ) উচ্চৈঃ অমুং (কৃষ্ণং) এব গায়ন্ত্য উন্মত্তকবং বনাং বনং (বনান্তরং) বিচিক্যঃ (অমৃগয়ন্ অপি চ) আকাশবং ভূতৈষু (সর্বত্র চরাচরেষু) অন্তরং বহিঃ (চ) সন্তং (অন্তর্ধামি-
শ্চেনামুপ্রবিষ্ট) পুরুষং (শ্রীকৃষ্ণং শ্রীকৃষ্ণবার্তাং) বনম্পতীন্ (বৃক্ষাণাং সমীপে) প্রপচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসয়ামাহুঃ)

৪। মূলানুবাদ : (অতঃপর বহুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা গোপীদের উন্মাদ নামক অবস্থা পুনরায় বর্ণন করা হচ্ছে —) ব্রজস্রীগণ সকলে একত্র মিলিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে পূতনা-বধাদি লীলাগান করতে করতে উন্মত্তবৎ বন থেকে বনান্তরে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করে বেড়াতে লাগলেন— আকাশের ছায় চরাচরের অন্তর-বাইর জুরে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বৃক্ষদের নিকট জিজ্ঞাসা করে করে।

কৃষ্ণময়তা তা প্রেমলীলাভর স্বভাবেই হয়েছে, ‘অহংগ্রহোপসনা’ আবেশ বশতঃ হয়নি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, প্রিয়াঃ—সেই কৃষ্ণেতেই স্বাভাবিক প্রেমবতী অবলাগণ হয়ে পড়লেন প্রিয়স্যা প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ—গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি যেরূপ প্রেম তদনুরূপ প্রেম ব্যবহারে তৎপর কৃষ্ণের প্রতিরূঢ়মূর্তি অর্থাৎ প্রেম পরিপূর্ণ কৃষ্ণের ‘গতি-স্মিত’ প্রভৃতিতে আবিষ্ট মূর্তি। আরও ইহা প্রেমের লীলা নামক অনুভাব “রমণীয় বেশ-ক্রিয়াদির দ্বারা যে প্রিয়ানুকরণ, তাকে লীলা বলে” এরূপ শাস্ত্রের উক্তি থাকা হেতু। শ্রীগীতগোবিন্দে এর প্রয়োগ দেখা যায়—“কৃষ্ণের মতো যে সব বিচিত্র বেশ গোপী পরেছেন, তাই বারবার দেখছেন আর তিনি ভাবছেন আমিই মধুরিপু।” ॥ ভী^৩ ৩ ॥

৩। ত্রিবিধ টীকা : তসৌবোন্মাদস্য প্রৌঢ়সে সতি তাসামবস্থামাহ, গতীতি। প্রিয়স্য গত্যাধিষু পূর্বোক্তেষু প্রতিরূঢ়া মূর্তয়ো দেহা যাসাং তাঃ। আদৌ প্রিয়স্য গতিস্মিতাদয় আসাং প্রত্যেকং মূর্তৌ চিত্তেন্দ্রি-
য়াদিমম্ব্যামারূঢ়াঃ ততশ্চেষু গতিস্মিতাদিষু আসাং মূর্তিঞ্চ প্রত্যারূঢ়া ইত্যর্থঃ। ততশ্চোন্মাদাদেকী ভাবে সতি অসৌ কৃষ্ণ এবাহং কিম্বা অহমেব কৃষ্ণ ইত্যাদিসাবধারণাং ভাবনাং বিহায় অসাবহং কৃষ্ণোহহমিতি রসাস্বাদপ্রৌঢ়িময়ীমবস্থাং প্রাপ্য তদাঙ্কিকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণতাদাত্ম্যাঃ নতু অহং গ্রহোপাসনাবশাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। প্রিয়াঃ প্রিয়স্যোত্ম্যাক্তেঃ। ন্যাবেদিষুঃ পরস্পরং নিবেদিতবতাঃ নতু বয়ং ব্রজস্রিয়ঃ মনোগপি কা অপি জানন্তি স্মেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ কৃষ্ণবিহারৈঃ স্বর্ধ-
মার্গৈর্বিভ্রম উন্মাদো যাসাং তাঃ ॥

৩। ত্রিবিধ টীকানুবাদ : সেই উন্মাদই প্রৌঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হলে গোপীদের অবস্থা বলা হচ্ছে, গতি ইতি। প্রিয়স্যা ইতি—পূর্বলোক-কথিত প্রিয়ের গতি প্রভৃতিতে প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ—প্রতিরূঢ় মূর্তি যাঁদের সেই গোপীগণ—প্রথমে প্রিয়ের হাসি প্রভৃতি গোপীদের প্রত্যেক চিত্ত-
ইন্দ্রিয়াদিময়ী মূর্তিতে আরূঢ় হল, অতঃপর সেই গতিহাসি প্রভৃতিতে গোপীদের মূর্তিও প্রতিরূঢ় হল, এরূপ অর্থ। অতঃপর উন্মাদ হেতু দুই মিলেমিশে এক হয়ে গেলে, এই কৃষ্ণই আমি, কিম্বা আমিই কৃষ্ণ, এইরূপ সনিশ্চয় বুদ্ধি ত্যাগ করে অসাবহং—আমি কৃষ্ণ, এইরূপ রসাস্বাদ-

প্রৌঢ়িময়ী অবস্থা লাভ করে তদাঙ্গিকা—কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য লাভ করলেন গোপীগণ। অহংগ্রহোপসনা আবেশেই যে একরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হল, তা নয়। ‘প্রিয়া প্রিয়স্ত’ একরূপ উক্তি হেতু ‘ন্যবেদিষু’ পদের অর্থ একরূপ হবে—পরস্পর নিবেদন করতে লাগলেন। ‘আমরা ব্রজস্ট্রী’ কেউ কিঞ্চিৎমাত্রও একরূপ জানতো না। কৃষ্ণবিহার বিভ্রমঃ—এ বিষয়ে হেতু কৃষ্ণবিহার তন্ময়তায় বিভ্রমঃ—উন্মাদ দশা প্রাপ্তি। বি^৩৩।

৪। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : ততচ্ চিরাৎ প্রাপ্তাবধানানাং তাসাং পুনরুন্মাদাখ্যামবস্থাং বর্ণয়তি—গায়ন্ত্য ইতি। গানমাত্র গোকুলে প্রসিদ্ধ পুতনাবধাদিময়ং, তচ্চ ‘বিষজলাপ্যায়ং’ (শ্রীভা ১০/৩১/৩) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণরীত্যা স্বরক্ষণাভিপ্রায়েণ, উচ্চগর্গনস্ত তং প্রতি দূরারিজার্তি-প্রাবণার্থং, কিংবা গীতপ্রিয়স্ত তস্ত তেনাকর্ষ-নার্থং, কিংবা আর্তিভর-স্বভাবাদেব। অমুমেবেতি—যতপি ত্যাগেন পরমহুঃখদোহসৌ, তথাপি তমেবেত্যর্থঃ। ‘গণ-য়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে’ ইত্যাদিবং। সংহতা অন্তোহন্ত্য মিলিতাঃ সত্যঃ, সর্বত্র সম্যাক্গণার্থম্; কিংবা সথ্যোনাথোহন্ত্যমার্ত্যুপশমনার্থং, কিংবার্তিবিশেষস্বভাবাদেব। গানাদ্বেষণয়োর্বোপশম্যমিদং গায়ন্ত্য এব ভ্রমন্তি, মধ্যে মধ্যে তু পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। বনস্পতীন্ প্রতি প্রপ্নে হেতুঃ—উন্মত্তকবদিতি স্বার্থে কন; তেন কেশাদ্যসম্মুরণং ব্যজ্যতে। পুরুষং সর্বাভ্যর্থামিরূপমপি, অতএবাকাশবদভূতেষু অন্তরং বহিষ্চ ব্যাপ্য সত্ত্বমপি পপ্রচ্ছুঃ, নিজগ্রেমাব-লখন-কেশবলনরলীলাকুপেণৈব তস্ত তৎপ্রপ্নবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, অহো বত তানামিদং সর্বং কিমরণ্যকৃদিতমেব জাতম্? নেত্যাহ—আকাশেতি। বক্ষ্যতে চ স্বয়ম্—‘ময়া পরোক্ষং ভজতা’ (শ্রী ভা ১০/৩২/২১) ইতি; যদ্বা, পুরুষং স্বায়কং পপ্রচ্ছুঃ, তচ্চ ভূতেষু স্বাবর-জঙ্গমেষু আকাশবদন্তরং বহিষ্চ সন্ত্য সাক্ষাদিব সত্ত্বা ক্ষুরন্তং পপ্রচ্ছুঃ। তাদৃশজ্ঞান-স্মৃতিচ তাসাং প্রেমবিবর্ত-বিশেষাদেব ‘বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যজয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ’ (শ্রী ভা ১০/৩৫/১২) ইতিবং। তত্র বহিঃক্ষুরণং দূরতঃ, অন্তস্ত নিকটং। তত্র চ সত্যুন্মাদেনৈবানিদ্ৰিয়েষপি বনস্পতিজাতিষু প্রপ্নো যোগ্য ইতি ভাবঃ।

৪। শ্রীজীব টীকানুবাদ : অতঃপর বহুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা গোপীদের উন্মাদ নামক অবস্থা পুনরায় বর্ণন করছেন, গায়ন্ত্য ইতি—এখানে গান হল, গোকুলে প্রসিদ্ধ পুতনা বধাদিময় গান, তা একরূপ ‘হে কৃষ্ণ! তুমি কালিয় হৃদের বিষময় জল পানে ব্রজজনদের বিনষ্ট হতে দেখে, তার থেকে ত্রাণ করেছ’—(শ্রী ভা^০ ১০/৩১/৩) ইত্যাদি বক্ষ্যমান রীতিতে গান করলেন নিজেদের বিরহ তাপ থেকে রক্ষণ অভিপ্রায়ে। উচ্চঃ—উচ্চ স্বরে গাইলেন, যাতে তাঁর প্রতি নিজেদের যে আর্তি, তা দূর থেকে শোনা যায়, কিম্বা গীতপ্রিয় তাকে ঐ গানে আকর্ষণের জন্ত, কিম্বা আর্তিভর স্বভাবেই চিৎকার করে গাইলেন। অমুমেব—তাকেই (গাইলেন), যদিও ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় সে পরমহুঃখদ, তবুও তাকেই গাইলেন। —‘প্রিয়া প্রিয়ের গুণগ্রামই দেখে, দোষ ভুলেও দেখে না’ ইতিবং। সংহতা—পরস্পর মিলিত হয়ে—সর্বত্র সম্যকরূপে অদ্বেষণের জন্ত, কিম্বা সৌহারদের দ্বারা পরস্পর আর্তি উপশমের জন্ত, কিম্বা আর্তিবিশেষ স্বভাবেই। গান ও অদ্বেষণ দুই-ই একসঙ্গেই চলতে লাগল, কৃষ্ণকথা গাইতে গাইতেই ঘুরতে লাগলেন। বনস্পতীন,—বনের বড় বড় বৃক্ষের কাছে, জিজ্ঞাসার হেতু উন্মত্তক বৎ—উন্মত্ত ব্যক্তি যে ভাবে করে সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে স্বার্থে কন, এতে কেশ-বস্ত্র-আভরণাদির এলোমেলো অবস্থা প্রকাশিত

হচ্ছে। পুরুষঃ—সর্বান্তর্যামিরূপ হলেও, অতএব আকাশ বৎ ইত্যাদি—আকাশের মতো সর্বভূতের মধ্যে ভিতর-বাইর ব্যাপে থাকলেও তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। — তাঁদের নিজ প্রেমের আশ্রয় কেবল নরলীল কৃষ্ণস্বরূপ, তাই তাঁর সম্বন্ধে সেইসব প্রশ্নের অবকাশ, এরূপ ভাব।

অথবা, অহো হায় হায় এইসব কি তাদের অরণ্য-রোদনই হল? না-না, তা হয়নি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—আকাশ ইতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আকাশবৎ সর্বভূতের অন্তরে বাইরে সন্তুষ্ট—বিরাজিত, তিনি তোমাদের কথা শুনতে পারছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরে (১০/৩২/২১) শ্লোকে নিজেও বলেছেন ‘আমি অদৃশ্য ভাবে থেকে তোমাদের ভজনা করছিলাম অর্থাৎ তোমাদের কথা শুনছিলাম।

অথবা, পুরুষঃ—নিজ নায়ক কৃষ্ণের সন্ধান (জিজ্ঞাস করতে লাগলেন)। ভূতমু—স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে আকাশের মতো অন্তর-বাইর জুরে সন্তুষ্ট—সাক্ষাৎ ভাবেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন—তাদৃশ জ্ঞান ও স্ফূর্তি তাঁদের প্রেমবিবর্ত বিশেষ থেকেই জাত “বনলতাতরুগণ নিজেদের মধ্যে বিষ্ণু বর্তমান, একথা জানাবার জগুই যেন প্রেমে পুলকিত হয়ে প্রণত হলেন”—(শ্রী ভা^০ ১০.৩৫।৯) গোপীদের এই বাক্যবৎ। এখানে বৃক্ষলতার বাইরে যে স্ফুরণ, তা দূর থেকে, আর অন্তরে স্ফুরণ নিকট থেকে। সিদ্ধান্ত এইরূপ দাঁড়ালে প্রেমোন্মাদ দশাতেই ইন্দ্রিয়হীন বনম্পতি জাতির নিকট প্রশ্ন করা সমীচীন হয়, এরূপ ভাব। জী^০ ৪ ॥

৪। **ত্রিবিধ টীকা :** যদা চ স তাসামুন্মাদঃ স্ব প্রোটিমানং বিহায় মন্দীবভূব তদা তা অর্ধবাহু-সন্ধানবতো যথা চেষ্টন্তে স্ম তদ্বর্ণয়তি,—গায়ন্ত্য ইতি। কান্তবিচ্ছেদে দুঃখী বয়ঃ ব্রজস্থিয়ন্তুমেষ্যম ইতি বাহু-সন্ধানম্। সংহতা মিলিতা বনান্বনং গচ্ছন্ত্য উন্মত্তকবলীষদ্রমভা ইব। অল্পার্থে কঃ প্রত্যয়ঃ। পুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বনম্পতিন্ পপ্রচ্ছুরিত্যুন্মাদলক্ষণম্। ননু, সর্বমুখ্যা বৃন্দাবনেশ্বর্যা সহ কৃষ্ণস্তদা স্মথেন রমত এবতি জানীমঃ, কিন্তু তদ্বিরহদুঃখো-ন্নভানামাং গোপীনামুন্মাদপ্রশ্নাদিকং স জানাতি ন বেত্যতো বিশি-ষ্টি। ভূতেষু সর্বেষেব অন্তরং বহিঃ আকাশবদ্ব্যাপ্য সন্তঃ তেন কৃষ্ণস্বরূপস্থাপরিচ্ছন্নত্বেহপি সর্বগতত্বাত্তাসাং প্রশ্নাদিকং তত্র তত্রৈবালক্ষ্যমাণঃ শৃণোত্যেবেতি জ্যোতিতম্ ॥

৪। **ত্রিবিধ টীকাবৃত্তি :** যখন গোপীদের সেই উন্মাদ নিজ প্রোটিমান ত্যাগ করত কিছুটা শান্তভাব ধারণ করল, তখন তাঁরা অর্ধবাহুদশায় কৃষ্ণানুসন্ধানপর হয়ে যে লীলা করতে লাগলেন, তা বর্ণন করা হচ্ছে, গায়ন্ত্য ইতি। কান্তবিচ্ছেদে দুঃখী ব্রজস্ট্রী আমরা তাঁকে খোঁজ করিগা, এইরূপ বাহু-অনুসন্ধান। সংহতা একত্র মিলিতা (ব্রজস্ট্রীগণ)। বন থেকে বনে গিয়ে গিয়ে ঈগুউন্মত্তের মতো (খুঁজতে লাগলেন)। পুরুষঃ—শ্রীকৃষ্ণের কথা বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ইহা উন্মাদ লক্ষণ। পূর্বপক্ষ, যাচ্ছা সর্বমুখ্য ব্রজস্ট্রী শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণ তখন স্মৃথে বিহার করে বেড়াচ্ছে, সে তো জানি কিন্তু কৃষ্ণবিরহ দুঃখে উন্মত্ত সেই গোপীদের উন্মাদ-প্রশ্ন কৃষ্ণ জানতেন কি জানতেন না? এর উত্তরে বিষয়টি খুলে বলা হচ্ছে, আকাশবৎ ইত্যাদি কৃষ্ণ সর্বভূতের অন্তর বাইর জুরে আকাশের মতো আছেন, স্মৃতরাং কৃষ্ণস্বরূপ অপরিচ্ছন্ন অর্থাৎ অসীম, এইরূপে কৃষ্ণ সর্বগত হওয়া হেতু গোপীদের প্রশ্নাদি সেই সেই স্থানে অলক্ষ্যভাবে থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন, এরূপ ধনিত। বি^০ ৪ ॥

৫। দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বথ প্লক্ষ ব্যাগ্রোধ বো মনঃ ।

বন্দস্বনুর্গতো হৃদ্যা প্রেমহাসাবলোকনঃ ॥

৫। অশ্বথ : (হে) অশ্বথ (হে) প্লক্ষ হে ব্যাগ্রোধ. প্রেমহাসাবলোকনৈঃ নঃ (অশ্বাকং) মনঃ (চিত্তং) হৃদ্যা গতঃ (পলায়িতঃ) বন্দস্বনুঃ বঃ (যুগ্মাতিঃ) দৃষ্ট কচ্চিৎ (দৃষ্টঃ কিম্ ?)

৫। মূলানুবাদ : (বিশাল বিশাল বৃক্ষরা দূরবর্তী কৃষ্ণকে হয়তো দেখে থাকবে, এই সম্ভাবনায় অশ্বথ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা—) হে অশ্বথ. হে পীলু, হে বট! শ্রীকৃষ্ণ সহাস প্রেমকটাক্ষে আমাদের চিত্ত চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে, তোমরা তাকে যেতে দেখেছ কি ?

৫। শ্রীজীব বৈ তো টীকা : বো যুগ্মাতিঃ প্রত্যেক পৃথক্ সন্দোধানং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জেনাদরাৎ । নু কিমর্থমসৌ যুগ্মাতিঃ পৃচ্ছাতে ? তত্রাহঃ—‘নো মনো হৃদ্যা গতঃ’ ইতি, হৃদয়েতি মনসো রত্নং বাজ্যতে । অতো নষ্টোদ্দেশিৎসোনাগতান্তং চৌরং সাধুন্ যুগ্মান্ পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ । নন্দস্বনুরিতি—স্ববিশ্বাসহেতুপন্থাসম্ভবাপীতার্থঃ । নন্দেতি—যৌগিকবৃত্ত্য। তন্তু প্রভৃতি সর্বব্রজানন্দহেতুস্বমেব যুজ্যতে ইতি ভাবঃ । অতএব দুঃখেন সাক্ষাৎসাক্ষ্যমোক্তিরপি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনামানুজিস্তীর্ণ্যাপি, অপিশকাচোরস্ত নাগোহগ্রাহয়েন ‘সূচকস্তাপি তত্ত্ববদিত্যুক্তেঃ’ । কচ্চিৎ প্রশ্নে, তবস্তিদৃষ্টে সতি চাস্তামেব দিশি বিহরতীত সমাখাদমাসাখ্যেবরাম ইতি ভাবঃ ॥ জী^০ ৫ ॥

৫। শ্রীজীব টীকানুবাদ : বঃ দৃষ্টঃ— তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে কি ? হে অশ্বথ, হে প্লক্ষ, এঁরা কৃষ্ণপ্রিয় বলে আদরে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ সন্দোধান । যদি বলা হয়, আচ্ছা তোমরা কেন তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছ, এরই উত্তরে, সে যে আমাদের মন চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি, এখানে ‘হৃদ্যা’ পদে তাঁদের মন যে রত্ন বিশেষ, তাই প্রকাশ পেল । অতএব নষ্টধন খুঁজতে খুঁজতে এখানে আগত আমরা সেই চোরের সন্ধান সাধু তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি ? এরূপ ভাব । বন্দস্বনুঃ— মহাসাধু মহারাজ নন্দের পুত্র, তাই বিশ্বাস হেতু এই রত্ন তাঁর কাছে স্থাপন করেছি, তথাপি চুরি করে পালাল । ‘নন্দ’ পদের অর্থ যৌগিক বৃত্তি দ্বারা ‘আনন্দ’, বস্তুত পক্ষেও নন্দ মহারাজ সমস্ত ব্রজের অনন্দজনকই বটে, তাঁরই পুত্রের নিরানন্দ হওয়াটা বুদ্ধিতে আসে না, এরূপ ভাব । অতএব দুঃখে সেই চোরের নাম সাক্ষাৎভাবে নন্দনন্দন বলে দিলেও সাক্ষাৎ কৃষ্ণনামটি কিন্তু উচ্চারণ করলেন না ঈর্ষাবশতঃই—‘সূচকস্তাপি তত্ত্ববেৎ’ এই ন্যায় বাক্যের ‘অপি’ শব্দের স্বনি চোরের নাম অগ্রাহ্য, তাই কৃষ্ণনামটি বলা হল না । কচ্চিৎ—প্রশ্নে । তোমাদের দ্বারা যদি দৃষ্ট হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে এই দিকেই সে বিহার করে বেড়াচ্ছে ; তোমাদের কাছ থেকে সঠিক আশ্বাস পেয়ে খোঁজ করব । ॥ জী^০ ৫ ॥

৫। ত্রিবিধ টীকা : প্রশ্নঃ প্রপঞ্চরতি নবভিঃ । অত্রাত্যুচ্চতরদ্বাদেতে দূরবর্তিনমপি তমবজ্ঞঃ পশ্চৈয়ুরিতি সম্ভাব্য পৃচ্ছন্তি, দৃষ্ট ইতি । প্লক্ষঃ পীলু খলিতি খ্যাতঃ ব্যাগ্রোধো বটঃ । কিমর্থং পৃচ্ছতেতি তেষামপি প্রশ্নমাশঙ্ক্যাহঃ,—নন্দস্ত সাধোঃ সূত্ররপি নোহশ্বাকং স্বীজনানাং মনো হৃদ্যা গতঃ । প্রেমণঃ সর্বলোকান্নাদকমহামোহনৌষধ-

৬। কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ ।

রামাবুজো মাবিবিবামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥

৬। অর্থঃ : হে কুরুবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ চম্পকাঃ মানিনীনাং দর্পহরস্মিতঃ রামাবুজঃ ইতঃ কচ্চিৎ (গতঃ কিম্ ?)

৬। মূল্যাবাদঃ : (অতঃপর পুষ্পোচ্চানে প্রবেশ করে চিন্তা করলেন অহো শুদ্ধান্তঃকরণ এদেরই জিজ্ঞাসা করা ঠিক, তাই কুরুবকাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন) হে কুরুবক, হে অশোক, হে নাগ, হে পুন্নাগ, হে চম্পক ! হাসির মাদকতায় মানিনীগণের দর্পহারী রামাবুজ শ্রীকৃষ্ণ এই পথে চলে গেল কি ?

বিশেষণ সহিতঃ হাস্যলোকনৈঃ প্রেষিততৈশ্চোন্নয়নৈঃ নেত্রদ্বারতোহন্তঃকরণমন্তঃপুং প্রবেশিতৈর্মনোরজঃ চোরয়িত্বা পলায়িত ইত্যর্থঃ । ক্ষণং স্থিত্বা অহো কিমেতাভিঃ ক্ষুদ্রাভিরিত্যমানবজানন্তঃ শুদ্ধা অমী প্রত্যুত্তরং ন দদতে তদল-মৈতৈঃ ক্ষুদ্রফলৈঃ পরোপকারধর্মানভিজ্ঞৈরপ্রফুল্লৈরশুভান্তঃকরণৈরিত্যে তান্ বিহায় অত্র গতাঃ । বি^০ ৫ ॥

৫। শ্রীশ্রীশ্রী টীকানুবাদ : নয়টি প্রশ্ন প্রাপ্ত করা হচ্ছে । এর মধ্যে পীলু আদি এরা অতি উচ্চ হওয়া হেতু দূরবর্তী হলেও কৃষ্ণকে দেখতে পারছে, এরূপ সম্ভাবনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, দৃষ্ট ইতি । প্রক্ষঃ—পীলু বলে পরিচিত । ব্যাখ্যাপ্রঃ—বট । কিসের জন্ম জিজ্ঞাসা করছ ? বৃক্ষদের এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে বলছেন—বৃন্দসূবু—সাধু নন্দের পুত্র হয়েও 'নো মনঃ হৃদা' আমাদের মন হরণ করে পালিয়েছে প্রেমহাস্যাবলোকনঃ—সর্বলোক-উন্মাদক মহামোহন ঔষধবিশেষ প্রেমের সহিত প্রেরিত সহাসদৃষ্টিরূপ ভূতাকে নয়নদ্বারে অন্তঃকরণরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়ে মন চুরি করিয়ে উঠা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে নন্দনন্দন । ক্ষণকাল প্রত্যুত্তরের আশায় চুপ করে থেকে গোপীগণ ভাবলেন—এই ক্ষুদ্রদের দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন—আমাদের বিষয়ে অজ্ঞ জড় এরা প্রত্যুত্তরই দিচ্ছে না, অতএব এই ক্ষুদ্রফলা, পরোপকারধর্ম-অনভিজ্ঞ, অপ্রফুল্ল, অশুদ্ধ অন্তঃকরণ এদের কাছে আর জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন, এরূপ ভেবে ওদের ছেড়ে দিয়ে অত্র চললেন । বি^০ ৫ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : মহত্তমত্বাদেতেহ্মান্ ক্ষুদ্রাঃ প্রত্যবজ্ঞয়া নূনং ন কথয়েয়ুরিতি মহাত্মান্ পৃচ্ছন্তি—কচ্চিদিতি । কুরুবকঃ শোণোন্মানঃ, নাগো নাগকেশরঃ, কিমিতো গতঃ ? যদ্বা, অত্রান্তহিতো বর্ততে ? পূর্বং দৃষ্ট ইতি পৃষ্টম, অধুনা দ্বিত ইতি, দূরতোহপি দর্শনং সম্ভবেৎ । তথাপি ন স্থলভঃ শ্রাদ্ধিতি নিকটগতস্ত সত্যোহত্রৈব তৎপদাভ্যস্ত তৈশ্চ তমেষ্বয়াম ইতি ভাবঃ । গত ইতি চ পাঠো বহুত্র, তন্মতে টীকায়ামিত ইত্যাদ্যাহত ব্যাখ্যাতম্ । রামাবুজ ইতি নন্দস্বহুরিতিবৎ । নহু মানিনীনাং যুগ্মকং কথং তেন মনো হতম্ ? তত্রাহঃ—মানিনীনামিতি তাসাং দর্পহরং স্মিতমপি যন্ত তাদৃশোহপীতি তস্তাবিশ্বশ্রুকারিহৃৎ ধ্বনিতং, দর্পো গর্ভঃ । তদানীমেব তৎকৃতেন কপটস্মিতেন মানময়গর্ভো হতঃ । অতএবানেষ্যাম ইতি—তথা তাদৃশমহামোহনস্ত বিচ্ছেদেন ক্ষণমপি জীবিতুং ন শকুম ইত্যতঃ পৃচ্ছাম ইতি ভাঃ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ** : মহত্তম বলে এই অশ্বখ প্রভৃতি বৃক্ষ ক্ষুদ্র আমাদের প্রতি অবজ্ঞাতেই নিশ্চয় কথা বলছে না, এরূপ মনে করে অশ্বদের জিজ্ঞাসা করছেন, কচ্চিৎ ইতি। হে কুরুবক—হে ঝাঁটি ফুলের গাছ। হে নাগ—হে নাগকেশর। ইতঃ—চলে গেল কি? অথবা এখানেই লুকিয়ে আছে কি? পূর্বের ৫ শ্লোকে জিজ্ঞাসা ছিল দেখেছ কি? এখন কিন্তু জিজ্ঞাসা হল—‘ইতঃ’ এই পথে চলে গেল কি? তোমাদের পক্ষে দূরে থেকেও দর্শন সম্ভব, তথাপি যদি বল স্মলভ নয়, তবে বলি, তোমাদের নিকটে যদি এসে থাকে, তবে এখানেই তাঁর পদচিহ্ন ধরে ধরে তাঁকে খুঁজবো, এরূপ ভাব। বহুস্থানে পাঠ ‘ইতঃ’ স্থানে গতঃ আছে—এই পাঠ ধরে ব্যাখ্যায় শ্রীষামিপাদ ‘ইতঃ’ ধরে নিয়ে ‘ইতঃ গতঃ কচ্চিদৃষ্ট’ অর্থাৎ এই পথে যেতে দেখেছ কি—এরূপ অর্থ করেছেন। **রামানুজ**—এর ধ্বনি সজ্জনশিরোমণি বলরামের ভাই বলেই-না বিশ্বাস করেছিলাম। পূর্বপক্ষ, যদি বলা হয়, মানিনী তোমাদের মন কি করে তাঁর দ্বারা হত হল? এরই উত্তরে, তাঁর হাসির এমনই মাদকতা যে মনিনীদেরও মানদর্প চলে যায়, এই হাসিই আমাদের মন চুরি করেছে। রমণীদের এমন হাসি দেখিয়ে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে অবিবেচক ছাড়া আর কি বলা যায়, এরূপ ধ্বনি। মান করেছি, আর অমনি তাঁর কপট হাসিতে মানময় গর্বনাশ হয়ে গেল; অতএব খুঁজে বেড়াচ্ছি, তথা তাদৃশ মহামোহনের বিচ্ছেদে ক্ষণকালও জীবন ধারণ করতে পারছি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি তোমাদের, এরূপ ভাব। জী^০ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা** : পুষ্পোচ্চানং প্রবিশ্বাহো সত্যমিমে এব শুদ্ধান্তঃকরণাঃ প্রষ্টব্যঃ যদহো স্বমকরন্দৈ-
ধ্বংসতানতিথীন সেবন্তে ইতি। বৃক্ষানাঙ্গাচ্ছঃ—কচ্চিদিতি। কুরুবকঃ শোণোহয়ানঃ। নাগো নাগকেশরঃ।
কচ্চিদতঃ কিম্বা কচ্চিদিহিব নিরুত্যা স্থিতো বেতি ভাবঃ। নহ, কিমর্থং পৃচ্ছথ্যেতাশঙ্ক্যাহঃ,—মানিনীনাং
মানধনানামস্মাকং দর্পং মানং হরতি স্মিতং যস্যোতি বয়ং নির্ধনীকৃত্য ত্রবাভূমেতি ভাবঃ। তদৈবাকস্মিকেন পবনেন
চালিতাগ্রশাখাংস্তানালক্ষ্যাহো শিরধুনেন বয়ং ন জানীম ইতি ক্রবতে তদলমমীতিঃ কঠোরৈঃ পুরুষজাতিভিরি-
তান্ততো জগুঃ!

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** : গোপীগণ পুষ্পোচ্চানে প্রবেশ করে ভাবছেন, অহো সত্যই এই শুদ্ধান্তঃকরণাদের জিজ্ঞাসা করাই ঠিক, যেহেতু এরা নিজ মধুদ্বারা অতিথি ভ্রমরদের সেবা করে থাকে। কুরুবকাদি বৃক্ষদের নিকটে গিয়ে বললেন—কচ্চিদিতি। **কুরুবক**—লাল অয়্যান। **নাগ**—নাগকেশর। **কচ্চিদ**—কোথাও চলে গিয়েছে, কিম্বা এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে বা, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ কিসের জন্ম এই জিজ্ঞাসা। এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে বলছেন, মানধনে ধনী আমাদের **দর্পং**—মান হাসিদ্বারা হরণ করে নিয়ে কৃষ্ণ পালিয়েছে, আমরা নিধন হয়ে পড়েছি, এরূপ ভাব। তখনই একটা দমকা হাওয়ায় বৃক্ষদের শাখাগ্র কেঁপে উঠলে, গোপীগণ ভাবলেন, অহো মাথা কাঁপিয়ে এরা যেন বলছে ‘আমরা জানি না’। অতএব অতি কঠোর এই পুরুষজাতিদের দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন, এই ভেবে অশ্রু চলে গেলেন। বি^০ ৬॥

৭। কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণ-প্রায়।

সহ স্থালিকালবিভ্রং দৃষ্টস্তেহতিপ্রায়ান্দ্ৰ্যাতঃ ॥

৭। অম্বয় : হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, কল্যাণি, তুলসি! অলিকুলৈঃ সহ স্বা (স্বাং) বিভ্রং (মালাদি রূপেণ ধারয়ন্) তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ দৃষ্টঃ কচ্চিৎ (কিম্)।

৭। স্থলানুবাদ : হে সৌভাগ্যবতী গোবিন্দচরণ-প্রিয়া তুলসি! উৎসেগজনক সহস্র সহস্র ভ্রমরের সহিতই তোমাকে যিনি ধারণ করেছেন, তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত সেই অচ্যুতকে দেখেছ কি?

৭। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : এতে পুরুষজাতিত্বেন প্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণপক্ষগ্রাহিণোহশ্বকং মানং বিজ্ঞানাপ্রয়া ন কিল কথয়েয়ুরিতি স্ত্রীজাতিত্বেনাপক্ষগ্রাহিণীং মন্যমানাঃ শশ্বৎ দৃষ্টতৎপ্রীত্যুন্মিতসৌভাগ্যবিশেষেণ চ তস্তাঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্য শ্রীতুলসীং পৃচ্ছন্তি—কচ্চিদিতি। কল্যাণি, হে জগন্মঙ্গলকারিণি পরমসৌভাগ্যবতীতি বা। অত্র হেতুগোবিন্দেতি, গোবিন্দ গোবিন্দঃ, তচ্চরণপ্রিয়া স্ব ‘শ্রীষং পদাশুজরজঃ’ (শ্রীভা ১০/২২/৩৭) ইত্যাদিবৎ; যদ্বা, চরণশব্দোহত্রাদরমাত্রব্যঞ্জকং, আচার্য্যচরণা বদন্তীতিবৎ। আদরশব্দাধুনা দৈত্বেন, হে গোবিন্দপ্রিয়ে ইত্যর্থঃ। ইতি তস্তাগমনাবশ্যকত্বং বিবক্ষিতম্। তৎপ্রিয়ত্বে হেতুঃ—সহেতি। ন চ তত্র তবানবধানং সম্ভবেৎ, যতস্তেহতিপ্রিয় ইতি শ্লেষণাতিক্রান্তপ্রিয়ান্দ্ৰ্যাদিহানিত্যপি ধ্বনিতম্। অলিকুলৈঃ সহ ইতি তস্তাঃ সাদৃশ্যং দর্শিতম্, অলীনাং মপ্যনি-বার্য্যত্বসূচনাৎ। যদ্বা, অতিপ্রিয়ত্বমেব বিবৃতং, তৎপ্রিয়ত্বেনৈব তে শিলীমুখা অপি ন নিবার্য্যত্ব ইতি সূচনাৎ, তথা মন্যমানাং তেষাং স্বাক্ষরেণ নিহুবাদসম্ভবত্বং চ সূচিতম্। অতোহবশ্যং স্বদন্তিকমাগতস্বয়া দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অচ্যুত ইতি শ্লেষণে কদাপি স্বভ্রো ন বিচ্যুতো ভবিষ্যতীতি তদেব দৃঢ়ীকৃতম্ ॥ জী^০ ৭ ॥

৭। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : কুরুবক-অশোক এরা পুরুষজাতি বলে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষপাতী হয়ে থাকে, আমরা যে মানিনী হয়ে এসেছি, একথা জানবার পর অসম্ভাবশতঃ আমাদের সঙ্গে আর কথাই বলেছে না। অতঃপর গোপীরা মনে করলেন স্ত্রীজাতি বলে তাঁদের নিজেদের পক্ষপাতিনী হবেন এই তুলসী—আরও দেখা যায়, ইনি নিরন্তর কৃষ্ণের প্রীতিভাজন হওয়া হেতু সৌভাগ্যবিশেষে ধৃত্যঃ সূতরাং তুলসীর কৃষ্ণদর্শন সম্ভাবনা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন—কচ্চিৎ ইতি। কল্যাণি—হে জগন্মঙ্গলকারিণি, বা হে পরমসৌভাগ্যবতি! —এ বিষয়ে হেতু, গোবিন্দচরণ প্রিয়তা, ‘গোবিন্দ’ গোবিন্দের অধিপতি, তাঁর চরণপ্রিয়া—যেমন নাকি (ভা^০ ১০/২২/৩৭) শ্লোকে বলা হয়েছে, “যে চরণরজ লক্ষ্মীদেবী লাভ করতে প্রার্থনা করেছেন তুলসীদেবীর পাশে স্থান করে নিয়ে”—অথবা, ‘চরণ’ শব্দ এখানে আদর ব্যঞ্জক, যেমন নাকি বলা হয় আচার্য্যচরণ। এই আদরও প্রকাশ পেয়েছে অধুনা গোপীদের দৈত্বে। হে গোবিন্দপ্রিয়ে তুলসি, এরূপ অর্থ। তুলসীর প্রতি তাকিয়ে যেন বলা হচ্ছে, কৃষ্ণের এখানে আসার আবশ্যকতা হল, তোমার প্রতি এই আদরবুদ্ধি, ইহাই এখানে বক্তব্য। তুলসীকে এরূপ প্রিয়াবলার হেতু—সহ অলিকুলৈঃ—অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করেছেন, এর ধ্বনি, তোমার এত সদৃশ

৮। মালতাদর্শি বঃ কচ্চিষ্মল্লিকে জাতিযুথিকে।

প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করম্পর্শেন মাদবঃ ॥

৮। অর্থঃ : (হে) মালতি, (হে) মল্লিকে, (হে) জাতি, (হে) যুথিকে! করম্পর্শেন বঃ (যুথাকং) প্রীতিং জনয়ন্ যাতঃ (গতঃ) মাদবঃ বঃ (যুথ্যভিঃ) অদর্শি (দৃষ্টঃ) কচ্চিৎ কিম্)।

৮। মূলানুবাদ : (অহো গর্বোন্মত্ত তুলসী আমাদের চেয়েই দেখছে না-যে, স্ততরাং মাদৃশী সপত্নী মালতীদের জিজ্ঞাসা করি, এইবলে অগ্র দিকে গিয়ে মালতীদের জিজ্ঞাসা করলেন—) হে মালতি মল্লিকে, জাতি, যুথিকে! তোমরা কৃষ্ণকে দেখেছ কি? করম্পর্শে তোমাদের প্রীতি জন্মিয়ে এই রাস্তায় কৃষ্ণ চলে গিয়েছে কি?

যে অলির উৎপাত সহ করেও তোমাকে ধারণ করেছেন, অলিদেরও এত লোভ তোমার চরণ-রঞ্জে যে তারা কোনও নিবারণও মানছে না, এরূপও ধ্বনি। অথবা, ‘সহ অলিকুলৈঃ’ বাক্যে তুলসীর অতিপ্রিয়ত্ব বিবৃত করা হয়েছে, তোমার প্রতি প্রিয়তা হেতু সেই উৎপাতজনক অলিকুলকেও বাঁধা দিচ্ছেন না, —আরও সেই মত্ত ভ্রমরের স্বাক্ষর শব্দ হেতু তাঁর কোথাও লুকিয়ে থাকাও সম্ভব হচ্ছে না, তৎসত্ত্বেও বাঁধা দিচ্ছেন না। অতএব হে তুলসী! প্রিয়তার আকর্ষণে তিনি নিশ্চয়ই তোমার নিকটে এসেছেন, তোমার দ্বারা দৃষ্টও হায়াছেন, এরূপ ভাব। অচ্যুত— হে তুলসি, কৃষ্ণ কখনও তোমার থেকে বিচ্যুত হয় না, অর্থাৎ তোমাকে কখনও-ই ত্যাগ করে না। যেমন নাকি আমাদের করেছে, স্ততরাং সে তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট যে হয়েছে, সেই কথাই দৃঢ়ীকৃত করা হয়েছে এই ‘অচ্যুত’ পদে। জী^০ ৭।

৭। শ্রীবিষ্ম টীকা : এতা অক্ষংপক্ষগ্রাহিণ্যঃ স্ত্রীজাতয়ঃ স্ত্রীজনহৃদয়পীড়াং বিদুষ্যঃ কৃপাবত্যো ভবিষ্যন্তি তদিমাঃ পৃচ্ছাম ইত্যাসাচ্চ তন্মধ্যে পরমমুখ্যতমাং তুলসীং পপ্রচ্চুঃ—কচ্চিদিতি। হে কল্যাণীতি বয়মকল্যাণঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদাৎ, ভ্রমেব কুশলিনী। তত্র হেতুর্গোবিন্দেতি। যদ্বা, চরণশব্দোহত্রাদরমাত্রব্যঞ্জকঃ “আচার্য্যচরণঃ বদন্তী” তিবৎ। নতু যুযমপি তচ্চরণপ্রিয়া ভবত্বৈব সত্যং তদপি সাদৃশ্যাদিক্যামেব সৌভাগ্যবতী বিচ্ছেদাভাবাদিত্যাহঃ, —আ হাং বিভ্রদেব গতঃ। তত্র তব সৌরভ্যাদিক্যামেব কারণমিতি ব্যঞ্জয়ামাস্তঃ। অলিকুলৈঃ সহৈতি পরঃসহস্র-ভ্রমরকতোদগমপাণয়িত্বা হাং বিভ্রদিতি স্বগন্ধপ্রিয়েণ তেনাস্মাকমগ্রহণমেতাদৃশ সৌরভ্যবদ্বাভাবাদেবেতি নিশ্চিন্তুম ইতি ভাবঃ।

৭। শ্রীবিষ্ম টীকানুবাদ : তুলসী-মালতি আদির নিকট গিয়ে ভাবছেন, এরা আমাদের পক্ষপাতিনী স্ত্রীজাতি, স্ত্রীজনদের কামপীড়া জেনে কৃপাবতী হবে, তাই এঁদের জিজ্ঞাসা করছি— এরূপ ভাবে তাঁদের নিকটে গিয়ে, তন্মধ্যে মুখ্যতমা তুলসীকে জিজ্ঞাসা করলেন— কচ্চিদিতি। হে কল্যাণী! এ সম্বোধনের ধ্বনি হল, তোমরা কল্যাণবিশিষ্টা, আর আমরা কৃষ্ণবিরহ হেতু অকল্যাণী অর্থাৎ কল্যাণ-রহিতা, তুলসী প্রভৃতির কল্যাণী হওয়ার হেতু গোবিন্দ-চরণপ্রিয়তা। এখানে ‘চরণ’ শব্দ আদর ব্যঞ্জক, যেমন-নাকি বলা হয় আচার্য্যচরণ। তুলসী যেন বলছেন, তোমরাও

তো চরণপ্রিয়া, এরই উত্তরে গোপীরা বলছেন—সত্যই, তা হলেও মনোরম গুণের আধিক্য হেতু তুমিই সৌভাগ্যবতী, কারণ তোমার বিরহ নেই। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ভ্রাতা—তোমাকে, ধারণ করেই চলে গিয়েছেন, এই বিষয়ে তোমার সৌভাগ্যের আধিক্যই কারণ, এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে। সহস্র সহস্র অলিকুলের সহিতই তোমাকে ধারণ করেছেন, তৎকৃত উদ্বেগও গণনা না করে। স্নগন্ধপ্রিয় তাঁর দ্বারা আমাদের অগ্রহণ, এতাদৃশ সৌরভ্যগুণের অভাব হেতুই, এরূপ নিশ্চয় করলাম, এরূপ ভাব। বি^০ ৭ ॥

৮। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : তথাপি তদাঙ্গিয়মাণত্বাভিমানাদিয়ং খলু ন কথয়েদিতি নদ্রীভূয় পুষ্পার্পণেন নুনং শ্রীকৃষ্ণসেবিকা অপি নিরতিমানা এতা এব পৃচ্ছন্তি—মালতীতি। বৈয়গ্রোণ প্রত্যেকং সম্বোধনম্। অতঃ কিমিতি তৈব্যাব্যাতম্; তত্র কিমিতি কচিদিত্যন্যোবাহুবর্তমানস্তার্থঃ। দর্শনং তাবজ্জাতমেব, তত্র স্পর্শোহপি কিং জাত ইতি বিশেষমেব পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তাসাং তদর্শনং সম্ভাবয়ন্তি—প্রীতিমিতি, করস্পর্শ-চিহ্নদর্শনাদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুশ্চ—পুষ্পপ্রিয়ত্বান্নাধবো বসন্ত ইব মাধব ইতি। করস্পর্শেনেতি—যস্যংপুষ্পাণামৃকট্টানাং শ্রীহস্ত-দ্বারাচয়নেত্যর্থঃ। যাত ইতি—সমানভূৎস্বেনাস্বভ্যং তং কথয়িতুং যোগ্যমেব চেতি ভাবঃ। এবং দাসী পুষ্পিণীষপি তাস্ব নখক্ষতাদি-স্মৃচনেন স্বেধ্যং নশ্ব চাভিপ্রেতম্।

৮। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকাবুবাদ : তুলসী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, তথাপি আদর পেয়ে পেয়ে অভিমানিনী হয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না। কাজেই এই যে সম্মুখে যাদের নত হয়ে পুষ্প-অর্পণ করতে দেখা যাচ্ছে, এরা কৃষ্ণসেবিকা হয়েও নিশ্চয়ই নিরতিমানিনী, এদেরই কৃষ্ণের খোঁজ জিজ্ঞাসা করা যাক—মালতাদর্শি ইতি। বাগ্রতাবশতঃ প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন, যথা—হে মালতি, হে মল্লিকে ইত্যাদি। শ্রীস্বামিপাদের অনুসরণে অর্থ করা হচ্ছে, পূর্ব শ্লোকের প্রশ্নবোধক ‘কচ্চিৎ’ পদটি এই শ্লোকের প্রথম চরণের সহিত অদ্বয় করে প্রথম প্রশ্ন, হে মালতি যুথি, তোমরা কৃষ্ণকে দেখেছ কি? আর এই শ্লোকের ‘কচ্চিৎ’ পদ দ্বিতীয় চরণের সহিত অদ্বয় করে দ্বিতীয় প্রশ্ন, দর্শন তো তোমাদের নিশ্চয়ই হয়েছে, স্পর্শও কি পেয়েছ? ইহাই বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করছি, এরূপ ভাব।

অথবা, এই মালতী প্রভৃতির যে কৃষ্ণদর্শন সম্ভবপর হয়েছে, তারই যুক্তি দেখাচ্ছেন—প্রীতিম্-ইতি অর্থাৎ ‘করস্পর্শে প্রীতি জন্মিয়ে’ ইত্যাদি কথায়। এই তো দেখা যাচ্ছে, কর স্পর্শের চিহ্ন তোমাদের সঙ্গে এখনও লেগে রয়েছে, ইহাই তো নিশ্চয় করে দিচ্ছে, তোমাদের কতৃক তাঁর দর্শন। এখানে এই প্রীতির হেতু তাঁর এই ‘মাধব’ নামের ‘বসন্ত’ অর্থের মধ্যেই রয়েছে—বসন্তের মতই তাঁর পুষ্প স্বাভাবিক প্রীতি, তাই করস্পর্শে—তোমাদের পুষ্পের মধ্যে যেটি যেটি উৎকৃষ্ট, তা শ্রীহস্তের দ্বারা চয়ন করে তোমাদের প্রীতি জন্মিয়ে যাত—চলে গিয়েছেন কি? চলে যাওয়াতে তোমরা এবং আমরা সমভূৎস্বঃ দুঃখী, তাই তোমাদের পক্ষে আমাদের দর্শন তোমাদের নিশ্চয়ই হয়েছে, স্পর্শও কি পেয়েছ? ইহাই বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করছি, এরূপ ভাব। এই প্রকারে পুষ্পিনী দাসীগণের সঙ্গে নখক্ষতাদি চিহ্নের কথা বলে ঈর্ষা যুক্ত পরিহাস করাই উদ্দেশ্য এখানে। জী^০ ৮ ॥

৯। চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বক-বিশ্ব-বকুলাস-কদম্ব-নীপাঃ।

যথো পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতান্নবাং নঃ।

৯। অর্থঃ : হে চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বক-বিশ্ব-বকুলাস-কদম্ব-নীপাঃ! অত্রে (চ) যে পরার্থ-ভবকাঃ (পরার্থ এব জন্ম যেষাং তে) যমুনোপকূলাঃ! [ভবন্তঃ] রহিতান্নবাং [শূচ্যেতনানাং] নঃ [অশ্রুকাং] কৃষ্ণপদবীং [কৃষ্ণমার্গাং] শংসন্তু [কথয়ন্তু]।

৯। মূলানুবাদ : হে লতা আম্র, পিয়াল, কাঠাল, পীতসাল, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিশ্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, ধূলিকদম্ব! হে নারকেলাদি অত্রাত্ত তরুগণ! তোমরা পরের উপকারার্থেই জন্ম নিয়ে যমুনার উপকূলে বাস করছ; কাজেই কৃষ্ণবিরহে মৃতপ্রায় আমাদের কৃষ্ণের গমনপথের খোঁজ দেও।

৮। শ্রীবিষ্ম টীকা : অহো সৌভাগ্যগর্ভেণোন্নতৈরম্মান শশ্রুতি, তদেতাদৃশসৌভাগ্যরহিতা এতৎসপত্নীমাদৃশীরিমাঃ প্চ্ছাম ইত্যাত্তো গত্বা আলং,—মালতীত। যুগ্মপুষ্পাবচয়নার্থং যংকরেন ঃস্পর্শস্তেন বর্ষা শরদতিপ্রফুল্লত্বিন্ধেন মালতীজাতোরবাস্তুরভেদো দ্রষ্টব্যঃ। বি^০ ৮ ॥

৮। শ্রীবিষ্ম টীকানুবাদ : অহো সৌভাগ্য গর্বে উন্নত। এই তুলসী আমাদের চেয়েই দেখছে না, তাই ত্রতাদৃশ সৌভাগ্যরহিত এই মাদৃশী সপত্নী মালতিদের জিজ্ঞাসা করছি, এই বলে অত্ৰদিকে গিয়ে বলছেন, মালতি ইতি। যেহেতু পুষ্পচয়নের জন্তু কৃষ্ণ তোমাদের হাত দিয়ে ছুঁয়েছেন, এতে বুঝা যাচ্ছে বর্ষা ও শরতে মালতী-জাতি অতিশয় প্রফুল্ল হয়ে উঠে—জাতি অর্থাৎ চামেলি মালতীর অন্তঃপাতী একপ্রকার পুষ্প। বি^০ ৮ ॥

৯। শ্রীজীব-বৈ^০ তো^০ টীকা : শ্রীকৃষ্ণদাস এতাঃ শঙ্কয়া তং বত ন কথয়েয়ুরিতি মুনিপ্রায়ত্নোপা-নত্যান্ প্চ্ছন্তি—চূতেতি; চূতো লতাজাতিঃ, আম্রো বৃক্ষজাতিঃ। পূর্বত্রেব নতাত্রে কবিভিলতাং প্রযুজ্যতে, মধ্যদেশাদৌ লতাকারান্ত তে দৃশ্যন্ত ইতি, নীপশ্চ ‘নীপো ধূলিকদম্বো স্ত্রাং’ ইতি বিশ্লেষণাৎ, প্রাগপ্রধানো মহাপুষ্পোহসৌ জ্ঞেয়ঃ। প্রিয়ালঃ, অসৈব বীজং চাকবীজতয়া খ্যাং ভুজ্যতে, পনসঃ কটকিফলঃ, অসনঃ পীতসালঃ, কোবিদারো যুগপত্রকঃ কোয়িলাব ইতি বিদ্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ, কাঞ্চনারতুলাঃ কাঞ্চনারভেদোহয়মকৌহতিনিকৃষ্টোহপি পষ্ট ইতি তাসামুৎকর্থাতিশয়ঃ স্পষ্টীকৃতঃ। নহু যুমান্ প্রতি তংকথনেন কিমন্তংপ্রয়োজনম্? তত্রাহঃ—পরেতি। অত্র শ্রীস্বামীপাদ-মতে ভবকা ইতি ইকার-রহিতঃ পাঠঃ, ভবো জন্মেতি ব্যাখ্যানাৎ। বহুব্রীহৌ কঃ, ইকারযুক্তপাঠস্ত সর্বত্র দৃশ্যতে, ততশ্চ ভবিকং মঙ্গলমভ্যদয় ইত্যর্থঃ, তস্তাপ্যর্থঃ স এব, তথাপি যমুনোপকূলা ইতি তীর্থবাসিন্ধেন সত্য-বাদিহাং কৃপালুহাচ সত্যমেব শংসনীয়ং, ন তু বঞ্চনীয়মিতি ভাবঃ। উপ সমীপে কূলং যেষাং তে উপকূলাঃ, যমুনায় উপকূলা যমুনোপকূলা ইতি তু বিগ্রহঃ। নহু স্বয়মেব যুগ্মভিরদ্বিগু গৃহতামিত্যাশঙ্ক্য নিজাভিজ্ঞাপনেন কৃপা জনয়ন্ত্যঃ সকাভ্যমালং—রহিতান্নবাং, বিরহ-হতজ্ঞানানামিত্যর্থঃ; অতো মৃতপ্রায়াঃ স্বয়মেষ্টুং ন শক্লুম ইতি ভাবঃ। পূর্বং সর্বেষু প্রায়ো দর্শনং পৃষ্টম, এষু তু পূর্বপূর্বেষু প্রত্যুত্তরালাভেন চাতুর্ধ্যানিচ্চিত্যৈব কেবলং তদ্ব্যবদেশ-প্রার্থনম্। জী^০ ৯ ॥

৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : শ্রীকৃষ্ণদাসী মালতি-যুগি ভয়ে তাঁর খোঁজ হায় হায় দিচ্ছে না, অতএব মুনিপ্রায় হওয়া হেতু বিশ্বস্ত অগ্রদেব জিজ্ঞাসা করছি—হে চূত ইতি। হে চূত হে আত্ম—চূত ও আত্ম দুইই আমগাছ (পাদপ)। ভেদ হচ্ছে, ‘চূত’ লতা জাতীয় আমগাছ, আর ‘আত্ম’ বৃক্ষজাতীয় আমগাছ। প্রাচীনকালে কবিগণ ‘নত আত্ম’ পদে লতা শব্দের প্রয়োগ করেছেন মধ্যদেশাদিতে লতার আকারে আত্ম বৃক্ষ দেখা যায়। লীপ—ধূলি কদম্ব—পরাগ-প্রধান মহাপুষ্প এটি, এরূপ জানতে হবে। প্রিয়াল—পিয়াল, এর বীজ বাদামের মতো ভক্ষ্য, তাই এর বীজ ‘চারুবীজ’ বলে বিখ্যাত। পবসঃ—কাঠাল। অসবঃ—পীত সাল। কোবিদার—জোরাপত্রক রক্ত কাঞ্চনের গাছ, ইহা বিদ্বাচলাদি দেশে প্রসিদ্ধ। অর্ক—আকন্দগাছ, অতি নিকৃষ্ট হলেও এর কাছেও জিজ্ঞাসা করলেন অতি উৎকণ্ঠা হেতু। এতে এদের উৎকণ্ঠা আতিশয্য স্পষ্টীকৃত হল। আচ্ছা যদি বলি তোমাদের কাছে তাঁর খবর বলে দেওয়ায় আমাদের কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে, পরার্থভবকা—পরের জন্মেই-যে তোমাদের জন্ম। এখানে পাঠ ভেদ আছে—শ্রীশ্বামিপাদের মতে পাঠ, ‘পরার্থভবকা’—এই পাঠ অনুসারেই এখানে ব্যাখ্যা করা হল। অগ্র পাঠ ‘পরার্থভবিকা’ এ পাঠও সর্বত্র দেখা যায়—এতে অর্থ হবে, পরার্থের জন্মেই ‘ভবিকা’ জন্ম যাদের সেই তোমরা। দুই পাঠে অর্থ একই। তথাপি তোমরা যম্মনোপকূলাঃ এইরূপে তীর্থবাসী হওয়া হেতু সত্যবাদী এবং কৃপালু তোমরা, স্মৃতাং তোমাদের সত্যই বলা উচিত, আমাদের বঞ্চনা করা উচিত নয়, এরূপ ভাব। ‘যম্মনোপকূলাঃ’ [উপ] সমীপে কূল যাদের, তাঁরা হল ‘উপকূলাঃ’—যম্মনার উপকূলে তোমরা—এরূপেই সঠিক অর্থের প্রকাশ হচ্ছে। আচ্ছা তোমরা নিজেরাই খুঁজে বের করে নেও-না, এরূপ কথার আশঙ্কা করে নিজের আর্তি জানিয়ে কৃপা জন্মিয়ে সকাতে বলছেন—রাহিতাত্মনাং—বিরহ-হত জনদের, অতএব মৃতপ্রায় আমরা নিজেরা খুঁজতে পারছি না, এরূপ ভাব। পূর্বে সকলের কাছে প্রায় জিজ্ঞাসা ছিল, তারা দেখেছে কিনা। সেই পূর্বপূর্বদের কাছ থেকে প্রত্যুত্তর না পেয়ে চতুর্থ বর্ষে এবার নিশ্চয়ভাবে কেবল কৃষ্ণপদবীং—কৃষ্ণের গমন পথের খোঁজ প্রার্থনা করলেন। জী° ৯ ॥

১০। শ্রীবিশ্ব টীকা : অহো এতাঃ স্বদপদ্যাস্তলস্তাস্মাং কৃষ্ণাচ্চ ভীত্যা জানন্তোহপি ন ক্রতে তদলমেতাভিঃ পরতন্ত্রাভিরিতান্ততো গন্তা সত্যমিমে এব যম্মনাতীর্থবর্তিনো নিম্পদন্তেনৈবাত্মীয়মানবিষ্ণুস্বরূপবন্তো ভবন্তাতো ন মুষা বদিস্তন্তীতি বিশ্বস্তাহ—চূ°তেতি। চূতাত্ময়োল’তাবৃক্ষজাতিত্বেন ভেদঃ। নীপো ধূলিকদম্বো বৃহৎপুষ্পঃ। কদম্বঃ ক্ষুদ্রপুষ্পোহতিস্মৃগন্ধঃ ॥ প্রিয়ালঃ শালভেদঃ আসবঃ পীতশালঃ কোবিদারঃ কাঞ্চনারভেদঃ। অর্কো নিকৃষ্টোহপি গোপীশ্বরপ্রিয়ত্বাৎ তৎসমীপে সদা বর্তমানঃ অগ্রে নারিকেলগুণ্বাকাদয়ঃ তে ভবন্তঃ আত্মশূন্যানাং নঃ কৃষ্ণমার্গং কথয়ন্তঃ। নতু কষ্টে প্রয়োজনায় কথ্যামস্তদ্রাহঃ, পরার্থম্বেব ভবিকমভ্যুদয়ো যেষাং তে। যম্মনা উপকূলে যেষাং তে ইতি গড়াদি। বি° ৯ ॥

১০। কিং তে কৃতং ক্ষতি তপো বত কেশবাজ্জি স্পর্শাৎসাব্যপুলকিতান্নক্কোহবিভাসি
অপ্যাজ্জিসম্ভব উক্কমবিক্রমাং, আহো বরাহবপুষঃ পরিরন্তেণে।

১০। অর্থঃ : ক্ষতি (হে ক্ষিতে!) তে (তয়া) কিং তপঃ কৃতঃ? বত (হর্ষে) কেশবাজ্জি স্পর্শাৎ-
সবা (কেশবস্তা চরণ স্পর্শেন উৎসবঃ স্বস্তাঃ সা) উৎপুলকিতা (কৃতঃ?) অঙ্গরূহৈঃ (তৃণাঙ্কুরৈরুদগচ্ছন্তিঃ) বিভাসি
(শোভসে) (অয়মৎসবঃ) অজ্জিসম্ভবঃ (অজ্জিস্পর্শ সম্ভূতঃ) অপি (কিং?) উক্কমবিক্রমাং (ত্রিবিক্রমস্ত
চরণবিক্ষেপণ সর্বাঙ্গমণাং) বা, অহো (অথবা নৈতাবদেব অপিতু ততোহপি পূর্বং) বরাহবপুষঃ পরিরন্তেণে
আলিঙ্গনেন কারণেন বভূব, তৎ কথং ইতি শেষঃ।

১০। মূলানুবাদঃ : (পথের কথা বলতে বলতে পথের স্মরণে ভূমিতে দৃষ্টিপাত হেতু তাতে
উদগত স্নিগ্ধ দুর্বাঙ্কুরকে কৃষ্ণচরণস্পর্শন-জাত মনে করে বলতে লাগলেন—)

হে ধরিত্রি! অহো তুমি কি তপস্তা করেছ, যার ফলে কেশবের চরণস্পর্শ-জাত মহা আনন্দে
দুর্বাঙ্কুররূপ রোমাঞ্চ ধারণ পূর্বক অপূর্ব শোভায় শোভিত হয়ে আছ। (পৃথিবীকে নিরন্তর দেখে
বিচারে প্রবৃত্ত হলেন—) এই আনন্দ কি অধুনা কৃষ্ণচরণ স্পর্শজাত, কিম্বা বামনদেবের চরণ-
বিক্ষেপে স্বর্গমর্তপাতাল-আক্রমণ জাত, কিম্বা অহো বরাহবপুর্ আলিঙ্গন জাত?

৯। শ্রীবিষ্ণু টীকাবুবাদঃ : এই মালতী-জাতির। নিজ সপত্নী তুলসী ও কৃষ্ণের ভয়ে জেনেও
কিছু বলছে না। সুতরাং পরতন্ত্র এদের দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন? একরূপ বলে অগ্রত
গিয়ে অহো ঠিক ঠিক এই তো সম্মুখে যমুনাতীর্থবর্তী চূত-পিয়ালাদি, এদের নিষ্পন্দ হয়ে
দাঁড়িয়ে থাকা থেকে অনুমান হচ্ছে, এরা বিষ্ণুস্মরণে মগ্ন হয়ে আছে, এরা মিথ্যা বলবে না,
একরূপ বিশ্বাস করে বললেন—চূত ইতি। চূত—লতাজাতীয় আমগাছ। নীপঃ—ধূলি কদম্ব
গাছ, বড় বড় ফুল। কদম্ব—এর ফুল ছোট, অতি সুগন্ধী। পিয়াল—ভিন্নপ্রকার শালগাছ।
আসন—পীতশাল। কোবিদার—কাঞ্চনার থেকে অগ্নি এক প্রকার। অর্কঃ—তুচ্ছ হলেও সদা বর্তমান।
অব্যো—নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি গাছ, তোমরা মহানুভব, আশ্বহারা আমাদের কৃষ্ণপথ বলে দেও।
এরা যেন উত্তর দিচ্ছে, কোন্ প্রয়োজনে তোমাদের বলে দিব। এরই উত্তরে পরার্থভবকা—পরের
উপকারের জন্মই যে তোমাদের জন্ম। আর তোমরা যে যমুনা-উপকূল তীর্থবাসী। বি^০ ৯ ॥

১০। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : এবং পদবী-প্রার্থনে পদবী-স্মরণাদভূমৌ দৃষ্টিং নিধার তস্তা। সর্বব্যাপকত্বেনা-
বস্ত তদর্শনং সম্ভাব্য তস্তাং স্নিগ্ধদুর্বাঙ্কুরাদ্যদগমং পুলকজাতং মহা, তচ্চ শ্রীকৃষ্ণস্ত পাদাঙ্গস্ত স্পর্শাৎসবনৈব সম্ভাব্য তস্ত
সর্বোৎকৃষ্টতাং সূচয়ন্ত্যন্তস্তাঃ সৌভাগ্যমধিকং বর্ণয়ন্তি—কিন্তু ইতি। তপোহত্র পুণ্যজনকং কন্ম। অপীতি—অজ্জিসম্ভবো-
হয়মৎসবঃ। অপি কিং ‘ত্রেণা বিষ্ণুবিচক্রে’ ইতি শ্রুতি বর্ণিতস্ত ত্রিবিক্রমস্য লোকত্রয়াক্রমণার্থং প্রকটিতৈশ্বর্যস্য শ্রীবিষ্ণো-
শ্চরণবিক্ষেপেণ সর্বাঙ্গমণাদ্ভূব, অপি তু নৈব, তদানীমীদৃশোৎসবশোভাবিশেষাসম্পত্তেঃ। আহো ন ভবতু বা পাদস্পর্শমাত্রাং,
অতুকার্থং প্রকটিত মহাবরাহমূর্ত্তেভগবতঃ সাক্ষাৎসন্তোগেহপি ন সিদ্ধ ইত্যাহঃ—আহো ইতি। যদ্বা, তপ এব বিকল্পয়ন্তি—

কেশবাজ্জি স্পর্শসম্ভব উৎসবস্ত্রবিক্রমপাদস্পর্শঃ কারণাৎ, কিংবা বরাহমূর্তিপরিরম্ভণেন কারণেন বভূব, তৎ কথ্যেতি শেষ ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য তৎ তমতক্রিয়া মাহাত্ম্যাবিশেষঃ স্মৃতিতঃ, অতন্তদ্বিরহং কথং সহেমহীতি। কিংবা স্ব পরমস্বভগা, বয়ঃ চ তদ্রহিতা দুর্ভগা এবেতি কৃপয়া তৎপদবীং সম্যক দর্শয়েতি ভাবঃ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** এইরূপে কৃষ্ণের গমন-পথের জিজ্ঞাসা থেকে ঐ পথের স্মরণ হেতু ভূমিতে দৃষ্টিপাত করে এর সর্বব্যাপকতার দরুণ কৃষ্ণের দর্শন সম্ভবনা করত এতে স্নিগ্ধ ছুঁবার-উদগমকে পুলকজাত মনে করলেন। এই পুলকও শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-স্পর্শ থেকে জাত, এরূপ সম্ভাবনা করে সেই চরণ-স্পর্শের সর্বোৎকৃষ্টতা প্রকাশ করত সেই ভূমির সৌভাগ্যভর বর্ণনা করছেন, কিংহেতু ইতি—হে ভূমি, তুমি কি তাপা—তপস্বী করেছ। — এই তপস্বী কি পূজ্যজনক কর্ম? অপি—প্রশ্নে। বা অজিহ্মসম্ভব—এই উৎসব কি কৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শজাত? অথবা, ‘ত্রেধা বিষ্ণু বিচক্রে’ এই ঋতিবর্ণিত ত্রিবিক্রমের অর্থাৎ লোকত্রয় আক্রমণের জন্ত প্রকটিত-ঐশ্বর্য বামনরূপী বিষ্ণুর চরণবিক্ষেপে সর্বাক্রমণ হেতু নিশ্চয়ই তা হয় নি, কারণ তদানীং ঈদৃশ উৎসব-শোভাবিশেষ (ছুঁবার-উদগম) জাত হয় নি। বা—বা অহো পাদস্পর্শমাত্র হেতু উৎসব শোভাবিশেষ জাত না হয়তো না হোক। কিন্তু তোমাকে প্রলয়পয়োধি জল থেকে উদ্ধারের জন্ত প্রকটিত মহাবরাহমূর্তি ভগবানের আলিঙ্গন রূপ সাক্ষাৎ সম্ভোগে কি জাত হয়নি এই উৎসব-শোভাবিশেষ? এই আশয়ে, অহো ইতি—বরাহ অবতারে বরাহবপুর আলিঙ্গনে কি?

অথবা, কোন্ তপস্বী অর্থাৎ স্মৃতিতে হে পৃথিবি, তুমি কৃষ্ণচরণ-স্পর্শ পেয়েছ? এই প্রশ্নেরই বিচার করা হচ্ছে, ‘অপাজ্জি’ ইত্যাদি কথায়। কেশবের চরণস্পর্শ জাত উৎসবের কারণ কি পূর্বের বামনরূপী বিষ্ণুর পাদস্পর্শরূপ, কিম্বা বরাহমূর্তির আলিঙ্গনরূপ স্মৃতি বল, হে পৃথিবি, সে কথাটা বল-না আমাদের। —এইরূপে বামনরূপী বিষ্ণু ও বরাহমূর্তির মহিমাকে অতিক্রম করে-যে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যাবিশেষ প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রকাশ করা হল এখানে। অতএব এমন মহিমাময়ের বিরহ কি করে সহ্য করব? কিম্বা হে পৃথিবি, তুমি পরমসৌভাগ্যবতী, আর আমরা তদ্রহিতা, দুর্ভাগ্যবতী, অতএব কৃপা করে তাঁর চলার পথ ভালভাবে দেখিয়ে দেও, এরূপ ভাব। জী° ১০ ॥

১০। **শ্রীবিষ্ণু টীকা :** অহে কিমেতে বিষ্ণুসমাধিমহাদম্ভংপ্রশং ন শৃষন্তি কিম্বা তীর্থবাসিনোহপ্যমী কঠোরা এব যতঃ কিমপি ন প্রতিবদন্তি। হংহো কে জানন্তি কে বা তং ন জানন্তীত্যানিশ্চিততত্ত্বাস্তীর্থবাসিনোহমী কথং বুধা নিন্দান্তে। যো জনস্তমৎপ্রশং জানাত্যেবেতি নিশ্চিততত্ত্বো ভবতি, স পৃচ্ছাত্যমিতি কয়াচিহ্নে প্রিয়সখি স এব জনঃ খলু কন্তঃ কিং স্ব জানাসীতি সর্বাভিঃ পৃষ্টা সা তজ্জ্ঞাত্বা পৃথিবীং দর্শয়ামাস। ততশ্চ সত্যমেব স্ব ক্রমে যত্র তত্র স বর্ততে সা পৃথিব্যেবেতি পৃথিব্যা অস্তান্তদ্বিচ্ছেদো নাস্তীতি কৃষ্ণস্ত পিতৃবর্গ-সখিবর্গ-প্রিয়দীর্ঘ-দাসবর্গেভ্যোহপি বিরহদুঃখানভিজ্জহাৎ পৃথিব্যেব ধন্ত্যতোহস্তাৎ পূর্বপূর্বেষিৎ প্রশ্নো ন ঘটতে। কিন্তুশ্চ:

প্রাচীন তপ এব জিজ্ঞাস্য? যং কৃষ্ণা কৃষ্ণবিরহাত্যাত্তাববত্যো। বয়মপি ভবাম ইতি বিমুঞ্চ পৃচ্ছন্তি কিমিতি।
 হে ক্ষিত্তি ক্ষিতে, যয়া কিং তপঃ কৃতং যতন্তু কেশবস্যাঙ্গিম্পর্শেন উৎসবো যন্ত্যাঃ সা স্বং বিভাসি যতোহঙ্গ-
 কহৈন্তু গাঙ্কুরৈরুদগচ্ছদ্বিকংপুলকিতা উৎকৃষ্টপুলকযুক্তা যত্র তত্র স বর্ততে তত্রৈব হামঙ্ঘ্রি ভ্যাং স্পৃষ্টেব তিষ্ঠতীতি কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ-
 স্ত্বং তব রাত্রিন্দিবং ব্যাপ্যাব যতোহভূতপো বক্তুমহঁসি বয়ং বিরহিন্যো দুর্ভাগান্তচ্ছূতাপিকৃতার্থীভবাম ইতি ভাবঃ।
 তদব্রবাণাং তামভিলক্ষ্য পুরাবৃত্তস্মরণাং স্বয়মেবাভ্যাহন্তি—অণীতি। উৎকৃষ্টস্য ত্রিবিক্রমদেবস্য বিক্রমাং যোহঙ্ঘ্রি-
 সম্ভবঃ অঙ্ঘ্রিপ্রাপ্তিঃ। ভূপ্রাপ্তৌ সম্পূর্কঃ তত্র তদীয়মহাভারসহনলক্ষণং যতপন্তদেব কিমিত্যর্থঃ। বৈ ইতি নিশ্চয়ে
 পাদপূরণে বা। অহোষ্মি মহাবরাহপুংসঃ পরিরন্তুগেন তদীয়দৃঢ়পরিরন্তুগোৎখপীড়াপ্রাপ্তিলক্ষণং যতপন্তদেব কিমিত্যর্থঃ।
 অন্ত্যভির্ভূতং তবৈতদ্ব্যসবপ্রাপ্তিসাধনং যতপন্তদপি স্রিয়াস্তবপুরুষসঙ্গলক্ষণদ্বাং স্ত্বমেয়মেবেতি নাস্তি স্বভোহন্ত্যা
 যন্তেতি ভাবঃ।

১০। **শ্রীবিম্ব টীকানুবাদ :** অহো এরা কি বিম্বসমাধিমগ্ন বলে আমাদের প্রশ্ন শুনেছে
 না, কিম্বা তীর্থবাসী এরা কঠোরই হয়ে থাকে, যেহেতু আমাদের কিছু বলছে না। একধার
 পৃষ্ঠে কোনও গোপী বলে উঠলেন, হং হো কে জানে, কে বা না জানে, এই তত্ত্ব নিশ্চয় না
 করেই কেন তোমরা এই তীর্থবাসীদের নিন্দা করছ। যে জন তাকে দেখেছে জেনেছে, সেই
 নিশ্চিত-তত্ত্ব হয়ে থাকে, তাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। হে প্রিয় সখি! সে কে? তুমি কি
 তাঁকে জানো, একরূপ সকলে জিজ্ঞাসা করলে সেই গোপী আঙ্গুল দিয়ে পৃথিবী দেখিয়ে দিলেন।
 অতঃপর গোপীরা সেই সখীকে বললেন, হ্যাঁ তুমি সত্যই বলেছ, যত্র তত্র যেখানেই কৃষ্ণ থাকুন-না
 কেন সে তো পৃথিবীতেই হবে, এই পৃথিবীর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ নেই; তাই কৃষ্ণের পিতৃবর্গ, সখীবর্গ
 প্রেয়সীবর্গ ও দাসবর্গের মধ্যেও এ বিরহ দুঃখ-অনভিজ্ঞ হওয়া হেতু এ-ই শম্ভা; কাজেই পূর্ব-
 পূর্বের নিকট যেমন হয়েছিল সেরূপ এর নিকট কৃষ্ণবাতা জিজ্ঞাসা নয়, এর নিকট কিন্তু জিজ্ঞাস্ত
 প্রাচীন তপস্তা কি তাঁর? জানলে, তাই আচরণ করে আমরাও কৃষ্ণবিরহ থেকে চিরতরে
 মুক্তি পেতে পারি, একরূপ চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলেন—কিং তে। হে পৃথিবী! তুমি কি তপস্তা
 করেছ? কেশবাজ্জি ইত্যাদি—যেহেতু তুমি কেশবের চরণস্পর্শজাত উৎসব—মহা আনন্দে
 বিভাসি—অপরূপ শোভা ধারণ করেছ; উৎপুলকিত অঙ্গকাহঃ—রোমাঞ্চরূপ তৃণাকুর-উদগম
 লক্ষণে তুমি যেহেতু উৎপুলকিতা—অতি পুলকযুক্তা হয়ে আছ, তাতে বুঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণ যেখানে
 খুশি সেখানে অবস্থান করুক তোমাকে চরণের দ্বারা স্পর্শ করেই থাকবে; যার ফলে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্ব
 তোমার রাত্রিদিন সর্বক্ষণ জুরেই হয়, সেই তপস্তা কি, তা তোমার বলা উচিত, দুর্ভাগা বিরহিনী
 আমরা তা শুনেও কৃতার্থ হয়ে যাব, একরূপভাব। পৃথিবীকে নিকটের দেখে পুরাবৃত্ত স্মরণ হেতু
 গোপীরা বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, অপি ইতি। উৎকৃষ্টম—বামনদেবের বিক্রম হেতু স্বর্গ-মর্ত-পাতাল
 জুরে তাঁর পদক্ষেপ-কালে সেই পদ বক্ষে ধারণ ব্যাপারে তদীয় মহা ভার-সহনের যে
 শক্তি দেখা গেল তোমার, তাই বা কোন অপস্তায় লাভ হয়েছে? বা—নিশ্চয়ে, অথবা পাদ-

১১। অপ্যোণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাঈত্রস্তম্ভন দৃশ্যঃ সখি স্মুবিদ্ব'তিমচ্যুতো বঃ ।

কান্তাঙ্গসঙ্গ কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতাঃ কুন্দশ্রজঃ ক্লপাতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥

১১। অর্থঃ : (হে) সখি-এণপত্নি! (মৃগস্য পত্নি) প্রিয়য়া (সহ) অচ্যুতঃ গাঈত্রৈঃ (সুন্দরৈঃ মুখ-
বাহ্বাদিভিঃ) বঃ (সুখ্যাকং) দৃশ্যঃ স্মিবিদ্বতি (নিরতিশয়ানন্দং) তন্ম (বিস্তারেণ জনয়ন্) ইহ (উপ'নে)
উপগতঃ অপি ইহ (অগ্নি স্থানে) ক্লপতে: (গোকুলনাথস্য) কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুম্ভ-রঞ্জিতায়া কুন্দশ্রজঃ (কুন্দপুষ্প-
মালায়াঃ) গন্ধঃ বাতি (প্রসরতি)।

১১। মূল্যাবাদ : (আহো ধ্বজ-ব্রজাদি চিহ্নযুক্তা, বিহারমত্তা, স্বাধীন ভক্তৃকা এই পৃথিবী কেন
আমাদের চেয়ে দেখবে? একপ মনে করে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে হরিণী দেখে বলছেন—)

হে সখি হরিণপত্নি! নিজ সুন্দর মুখ-বাহু প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা তোমাদের নয়নের আনন্দ
বিস্তার করতে করতে কৃষ্ণ তোমাদের নিকট এসেছিল কি? এই তো এখানে কান্তাঙ্গসঙ্গ থেকে
লেগে যাওয়া কুচকুম্ভে রঞ্জিত গোপীকুল-রমণের কুন্দমালার গন্ধ আসছে।

পূরণে। মহাবরাহবপুর পরিব্রজণেন— আলিঙ্গনে অর্থাৎ তদীয় দৃঢ় আলিঙ্গনোথ পীড়াপ্রাপ্তি-লক্ষণ
তপস্ত্যাই বা কি? অধুনা অস্ত্রের ছল'ভ তোমার এই মহানন্দ প্রাপ্তির সাধন যে তপস্ত্য, তাও
ত্রীলোক তোমার এই পুরুষসঙ্গলক্ষণ হওয়া হেতু সুখময়ই। তোমার থেকে বেশী বস্তু অন্য কেউ
নয়, একপ ভাব। বি° ১০

১১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অথাত্রেতি বিচার্যতে—কামপ্যাদায় শ্রীভগবান্ অন্তর্হিতঃ? ইতি
ব্যাক্তিভবিষ্যদপি পূর্বাঃ স্বয়মীক্সঃ স্বয়ং ন স্মৃৎমুক্তবান্, তস্যায়মভিপ্রায়ঃ—সংস্থপি নানাতত্ত্বপরিচয়ৈবমু মম স্বয়ংভগবতি
শ্রীকৃষ্ণায়া এব তস্মিন্নাগ্রহবিশেষ ইতি, তথা সংস্থপি নানাতত্ত্বপরিচয়েষু শ্রীব্রজবাসিষেব স ইতি, তথা সংস্থপি তেষু
শ্রীব্রজদেবীষেব ততোহপাধিকতরঃ স ইতি, রহস্যং সর্কেহপি জ্ঞাতবন্ত এব; কিন্তু তাংপি সতীষু শ্রীরাধিকার্যামেবা-
ধিকতমঃ স ইতি ন জ্ঞাতবন্তঃ, তদেতন্মদাগ্রহতারতম্যঞ্চ তত্ত্বত্বকর্ষতারতম্যাদেব, অস্তাঃ পরমরহস্যায়ান্তদেতন্
সাক্ষাৎজ্ঞাপয়িতুঃ সঙ্কুচতি, মচ্চিত্তং জ্ঞানখলতাভিয়া বিজ্ঞাপয়িতুমপীচ্ছতি, তন্মাদস্যঃ সখীনাং বচনাত্তদ্বাপ্রতীতৌ
চ প্রতিপক্ষাণামপি বচনাদ্ব্যজ্ঞনয়ৈব বৃত্ত্যা যথাবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটয়িত্বামঃ। যদি চ জাতু স্বয়মপ্যাবেশবশাৎ
প্রকটয়িত্বামঃ, তদা নাম তু তস্যঃ সাক্ষাৎ বক্ষ্যামঃ। এতস্তাস্তং পুনরাস্তাম্, অন্ত্যাসামপি ন। কিন্তু, ব্যঞ্জনারুজিরেব
সর্বত্র নানারসপ্রকাশিনী, ন তু মুখ্যা; সা চ যদি প্রসঙ্গে অবধারিতে বিশেষব্যঞ্জনার্থমভ্যদয়তে, তদাতীত চমৎকারিণী
সাদৃশিঃ; তদেতদভিপ্রেতা প্রথমং সখীদ্বারেদং জাপয়তি। যদা তামাদায় শ্রীভগবান্ সহসান্তর্হিতস্তদা তস্যঃ সখ্যস্ত
সংশয়ানা এবাসন্, কিন্তু কেবল-বলাহুজ্যেষণপরাভিস্তাভিঃ সহচারিত্বেহপি কিস্কিন্দ্রাদধারিত্বেহপি তন্নিখুনােষণব্যগ্রতয়া
পৃথগবস্থিত-স্বযুথতয়া তদবধানদূরক্ষুরদীহাঃ সত্যঃ পশ্যতিবত্যা বক্ষ্যমাণং তৎপাদচিহ্নদর্শনং বিনাপি কচিৎ কিস্কিন্দ্র-
পল্লবত্যাচ। তথা হি তাসাং বাক্যম্—অপ্যোণপত্নীতি। অত্রাখণ্ডস্য বাক্যস্য নিখিলপদানামপ্যন্তমোদনব্যঙ্গক এবার্থঃ
প্রতিপত্ততে। ততঃ সখ্যমেবাসাং তন্নিখুনমন্তুলক্ষ্যতে, তদদর্শনোৎকণ্ঠা চ তত্র বাক্যার্থঃ। অপীতি সম্ভাবনার্যাম।
তদিকং সম্ভাবন্যাম ইত্যর্থঃ। অপবা অপীতি প্রপ্নে। তদেতৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। কিন্তু? তত্রাহঃ—হে সখি!

অচ্যুতো বো যুগ্মাকমুপগতঃ সমীপং প্রাপ্তঃ । নহু বনবিহারিণস্তস্য বজ্রানামস্মাকং সমীপপ্রাপ্তৌ কিমাশ্চর্য্যম ? তত্রাহঃ—
 প্রিয়য়া সহৈতি ॥ নহু তৎ খল্লাশ্চর্য্যমেব, কিন্তু যত্র তস্য দর্শনং, তত্র তস্যাঃ সহযোগেন কিমাশ্চর্য্যমধিকং স্মৃৎ
 নাম তত্রাহঃ—তয়ৈব সহ গাত্রৈস্তাদৃশানন্দব্যঞ্জকনানাহুভাববিচিত্রৈর্দৈর্ঘ্যৈঃ যুগ্মাকং ভবত্যা ভবৎসম্বন্ধিনীনাঞ্চ দৃশাং
 স্থনিবৃত্তিঃ কেবলস্ত তস্ত দর্শনাদপি তৎসাহিত্যদর্শনে পরমানন্দং তদ্বন্ বিস্তারয়ামিতি তদিদঞ্চ নাশ্বাস গোপয়িতু-
 মর্হসি, যয়ং হি তদন্তরঙ্গ-ধর্মবিদঃ সহচর্য্যাস্তদগন্ধবাহমাত্রোণপি তদীয়ং সর্বং জ্ঞাতুং শক্যম ইত্যাহঃ—কান্তাহেতি ।
 প্রথমং তাবৎ কুলপতেস্তস্য, তত্র কান্তায়ান্তস্যান্তত্র তদঙ্গসঙ্গস্য, তত্র তৎকুচসঙ্গি-কুঙ্কুমস্য, তত্র চ তল্লিপ্তকুন্দশৃঙ্গঃ
 স এষ গন্ধঃ স্ফুটমত্রায়তি । স চাভ্যন্তরাদ্যভিরূপলভ্যত ইত্যর্থঃ । অথ দ্রষ্ট-দৃষ্টি-দৃশ-প্রশংসয়া তদহুমোদনব্যঞ্জকপদা-
 নামর্থঃ । অতএব প্রথমমপীতি সকারুণস্তাবনগিরা তত্রোৎকর্ষণং ব্যানজুঃ । এণপত্তীতি জাতৈব দৃষ্টিপ্রশংসা ।
 এণ-পত্তীত্যানেন ‘পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগঃ’ ইতি পানিনিষ্মুতেরেণানাং যাজ্ঞিকজং, তস্যা যজ্ঞপত্তীজং ব্যঞ্জিতমিতি
 দ্রষ্ট-প্রশংসা । উপগতঃ সমীপমপি প্রাপ্ত ইতি তদ্রূপপ্রশংসা, তত্রাপি প্রিয়য়েতি দ্রষ্টদৃশয়োদয়োরপি
 প্রশংসাতিশয়ঃ । গাত্রৈর্মিথঃ সঙ্গমেনাসাধারণতাং প্রাপ্তিরিতি পূর্ববদেব ‘তদ্বন্ দৃশাং সখি স্থনিবৃত্তি’তি ইতোভির্দৃষ্টেচ
 তদতিশয়ঃ । অচ্যুত ইতি—প্রিয়য়া সহ বিচাররাহিতেন পুনর্দৃশ্যপ্রশংসা ; ব ইতি—যত্র ভবতীদৃশী, তত্র ভবৎসঙ্গী-
 নীনামপি দৃশ্যং যুক্তমিতি দ্রষ্ট-প্রশংসা । অথ কান্তেতিদৃশ্যাস্তস্যাস্তদঙ্গসঙ্গৈতি লক্ষণভস্য দৃশ্য কুঙ্কুমস্য ;
 তদ্রঞ্জিতায়া ইতি তৎসঙ্গেন লক্ষণোভাতিশয়ায়া দৃশ্যায়ঃ কুন্দশৃঙ্গঃ শুভ্রতয়া তদ্রূপশোভাযোগ্যায়ঃ স্বরূপেণ চ তস্যা
 এব । কুলপতেরিতি দৃশ্য কান্তস্য ; ইহেতি, লক্ষ্যতদগন্ধসৌভাগ্যস্য দৃশ্যস্য তৎস্থানস্য, বার্তাতি—বাতমপ্যাস্তদ্যাকৃত্য
 স্বয়মেব সর্বতশ্চলতীতি গন্ধবিলসিতস্য । গন্ধ ইতি—তদ্বিশেষযোগাতস্য চ প্রশংসাবগতেতি ॥ জী^০ ১১ ॥

১১ । শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : অতঃপর এখানে একটি বিশেষ কথা বিচার
 করা হচ্ছে—কাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন রাসমঞ্চ থেকে ? এই প্রশ্নের উত্তর পরে
 প্রকাশ হয়ে পড়লেও পূর্বে শ্রীমুনীন্দ্র নিজে উহা পরিস্ফুট করে বলেননি । এ বিষয়ে শ্রীমুনীন্দ্রের
 অভিপ্রায় একরূপ—নানা ভগবদাবির্ভাব থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ নামক এই স্বয়ং ভগবানেই আমার আসক্তি-
 বিশেষ । তথা শ্রীকৃষ্ণর নানা পরিকর থাকলেও শ্রীব্রজবাসিদের প্রতিই আমার আসক্তিবিশেষ ।
 তথা সেই ব্রজবাসিদের মধ্যেও ব্রজসুন্দরীদের প্রতিই আমার পূর্বের থেকেও অধিকতর আসক্তি
 বিশেষ । এই পর্যন্ত রহস্য সকলেরই জ্ঞান আছে ; কিন্তু এই ব্রজসুন্দরীদের মধ্যেও যে শ্রীরাধি-
 কার উপরই আমার অধিকতম আসক্তিবিশেষ, তা জগতে জানা নেই । আমার এই আসক্তি-
 তারতম্যও সেই সেই পাত্রের উৎকর্ষ-তারতম্যেই হয়েছে । পরম গোপনীয় শ্রীরাধার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ
 ভাব-কিন্তু সাক্ষাৎ প্রকাশ করতে আমার চিত্ত সঙ্কুচিত হচ্ছে, আবার জ্ঞানখলতা ভয়ে প্রকাশ
 করতেও ইচ্ছা হচ্ছে, সুতরাং শ্রীরাধাসখীদের ‘অপ্যেণপভ্যুপগত’ অর্থাৎ ‘হে হরিণপত্নীগণ, কৃষ্ণ
 কি প্রিয়ার সহিত এখানে এসেছিলেন’ ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে রাধার সেই ভাব সঠিক বুঝা
 না গেলেও তাঁর প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বাক্যমধ্যে ব্যঞ্জন বৃত্তিতে যথাবসর মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত
 হয়ে পড়বে । আর কদাচিৎ নিজেও যদি আবেশ বশে ঐ ভাব প্রকাশ করে ফেলিতো ফেলব ।
 তা হলেও তাঁর নাম-কিন্তু তখনও সাক্ষাৎ ভাবে বলব না । শ্রীরাধার নাম প্রকাশ করা তো

দূরে থাকুক, অতীত গোপীদের নামও প্রকাশ করব না। আরও বলবার কথা, ব্যঙ্গনা বৃত্তিই (শব্দাদির বৃত্তিবিশেষ যার দ্বারা গূঢ় অর্থ প্রকাশ পায়) সর্বত্র নানারস-প্রকাশিনী হয়ে থাকে, মুখ্যাবৃত্তি নয়, [মুখ্যাবৃত্তি—শব্দ শোণামাত্র সহজে অর্থবোধ]। আরও সেই ব্যঙ্গনাবৃত্তি যদি প্রসঙ্গক্রমে নির্ধারিত হয়, তবে বিশেষ ব্যঙ্গনার্থ প্রকাশিত হয়, তখন অতীব চমৎকারিণী হয়; সুতরাং এরূপ অভিপ্রায়েই শ্রীশুকদেব প্রথমে ললিতা-বিশাখাদি সখীমুখে “অপোণপত্ন্যুপগত” ইত্যাদি শ্লোক প্রকাশ করলেন। যখন রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হলেন, তখন রাধার সখীগণ-কিন্তু সন্দেহাঙ্কিত হলেন, আমাদের রাধাকে নিয়েই বোধহয় অন্তর্হিত হয়েছে। এরা কিন্তু কেবল কৃষ্ণের অন্বেষণপরা গোপীদের সহিত একসঙ্গে চললেও, কিঞ্চিৎ উন্মাদদশা ধারণ করলেও সেই রমণ-রমণী যুগলের অন্বেষণ-উৎকর্ষায় স্বযথবদ্ধভাবে আলাদা হয়ে, সেই উন্মাদদশা দূরকারী স্মৃতি ইচ্ছা করে চলতে থাকলে বক্ষ্যমান ৩২-৩৩ শ্লোকোক্ত কৃষ্ণপদচিহ্ন দর্শন বিনাও কচিৎ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি লাভ করেন—সেই উপলব্ধি সূচকই তাঁদের এই বাক্য—অপ্যপত্তি ইতি—হে হরিনি! হয়-তো বা কৃষ্ণ প্রিয়ার সহিত তোমাদের নিকট এসেছে। এখানে এই ১১/১২ শ্লোকস্থ অথও বাক্যের নিখিল পদই ‘রাধাসঙ্গে কৃষ্ণের অন্তর্হিত হওয়ারই অনুমোদন সূচক, এরূপ অর্থই প্রতিপাদিত! অতঃপর এই ললিতাদির সখ্যতা রাধাকৃষ্ণ যুগলের প্রতিই উদ্দিষ্ট। তাঁদের দর্শনোৎকর্ষাও এই যুগলবিষয়েই, (একল কৃষ্ণ বিষয়ে নয়) —এই শ্লোক দুটির বাক্যার্থ থেকে এরূপই বুঝা যায়। অপি—সম্ভাবনায়, এই যুগলের এখানে আসা সম্ভব, এরূপ অর্থ। অথবা, ‘অপি’ প্রশ্নে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। কি কথা? এরই উত্তরে, হে সখি! অচ্যুত বা—তোমাদের উপগতঃ—নিকটে এসেছে কি? যদি বলা যায়, বন-বিহারী সেই কৃষ্ণের বন্য আমাদের নিকটে আসার মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে? এরই উত্তরে, প্রিয়ার সহিত এসেছেন কি? পূর্বপক্ প্রিয়া সহ আসা তো আশ্চর্যের বিষয়, প্রিয়া সহ কেন আসবেন? কিন্তু প্রশ্ন হল, যেখানে সাক্ষাৎ তাঁর দর্শন হচ্ছে, সেখানে রাধার সহযোগে দর্শনে কি এমন বেশী আশ্চর্যের হবে, আর সুখই বা কি বেশী হবে? এরই উত্তরে গাত্রৈঃ—রাধাসঙ্গে মিলিত তাদৃশ আনন্দব্যঞ্জক নানা অনুভব-বিচিত্র অঙ্গের দ্বারা বঃ—তোমাদের ও রাধাসম্বন্ধী রমণীদের দৃশ্যং—নয়নের স্মৃতিবৃত্তিঃ—পরমানন্দ, যা একল কৃষ্ণদর্শন থেকে রাধা সহ কৃষ্ণ দর্শনেই অধিক, তা ভগ্নব—বিস্তার করতে করতে, তোমাদের নিকটে এসেছিল সম্ভবত। কাজেই ইহা আমাদের নিকট থেকে গোপন করা তোমাদের উচিত নয়—আমরাই তাঁর অন্তরঙ্গ ধর্মবিদ্য সহচরী, তাঁর বাতাস মাত্রের তার সম্বন্ধে সবকিছু জানতে পারি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কান্ত্য ইতি—প্রথমে তাবৎ কুলের পতি কৃষ্ণের গন্ধ, এর মধ্যেও আবার সেই কুঙ্কুমলিপ্ত কুন্দমালার গন্ধ—এত সবার মিলিত গন্ধ স্পষ্টই তো আসছে দেখছি। এই গন্ধ সম্বন্ধে আমরা অভ্যস্ত হওয়া হেতু অনুভব করতে পারছি, এরূপ অর্থ।

অতঃপর রাধাকৃষ্ণের বিহারের দৃষ্টা, দৃষ্টি (চক্ষু) ও দৃশ্যের প্রশংসার দ্বারা এ বিষয়ে স্বপক্ষীয় সখীদের অনুমোদন ব্যঙ্গক পদসমূহের অর্থ প্রকাশ করা হচ্ছে, যথা—প্রথমে অপি—এই পদে সকা কু বাক্যে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করা হয়েছে। এণপত্নী—হরিনী। জাতিগত ভাবেই এদের প্রশংসা। হরিনের পত্নী, এখানে ‘পত্নী’ যজ্ঞসংযোগ’ এই পাণিনিম্মত অনুসারে শাস্ত্রীয় রীতিতে বিবাহ বিনাও অনুরাগের দ্বারা যে হরিন-হরিনীর বিবাহ বন্ধন, তা শাস্ত্রীয় বলে স্বীকৃত হওয়ায় দৃষ্টা হরিনীর প্রশংসা। উপগতঃ—নিকটে এসেছেন, এতে দৃষ্টার ভাগ্যের প্রশংসা; এরমধ্যেও আবার প্রিয়ার সহিত আসা, এতে দৃষ্টা (হরিনী) ও দৃশ্য (রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ) এ দুয়েরই প্রশংসা-অতিশয়। গাত্রঃ—পরস্পর সঙ্গমে অসাধারণতা প্রাপ্ত গাত্রের দ্বারা চক্ষুর পরমানন্দ বিস্তার, এর দ্বারা চক্ষুর প্রশংসা-অতিশয়। অচ্যুত—[ন+চ্যুত] প্রিয়ার সহিত বিহারে কোনও অবস্থায় চ্যুতি নেই—অর্থাৎ সচ্ছন্দভাবে বিহার, এইরূপে এই ‘অচ্যুত’ পদে পুনরায় দৃশ্যের প্রশংসা। বঃ—তোমাদের, এখানে বহুবচন ব্যবহারে হরিনীর সঙ্গিনীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, হে হরিনি! যেখানে তুমি ঈদৃশী, সেখানে তোমার সঙ্গিনীদেরও ঈদৃশ প্রশংসনীয় হওয়া যুক্তিযুক্তই, এইরূপে এই ‘বঃ’ পদে দৃষ্টার প্রশংসা। অতঃপর কাস্তা—কৃষ্ণের কাস্তা, এইরূপে এই পদে দৃশ্য রাধার প্রশংসা। অঙ্গসঙ্গ—সেই রাধার অঙ্গসঙ্গ গুণে লব্ধ ছলভদ্রা কাস্ত কৃষ্ণের প্রশংসা। কুচকুক্ষুম—কুচসংযোগে লব্ধভাগ্য দৃশ্য কুক্ষুমের প্রশংসা। রঞ্জিতায়াঃ—এই কুক্ষুম সম্বন্ধে শোভাতিশয়-প্রাপ্ত দৃশ্য কুন্দমালার প্রশংসা। শুভ্রতা হেতু কুন্দমালা নিজেই শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠার যোগ্য, তাই স্বরূপেই এর প্রশংসা। কুলপাতঃ—গোপীকুলপতি,—এই পদে দৃশ্য কাস্তের প্রশংসা। ইহ—এইস্থানে, এই পদে অপূর্ব কুন্দমালার গন্ধলাভে সৌভাগ্যশালী দৃশ্য স্থানের প্রশংসা। বাতিগন্ধঃ—বায়ু নিজে ঐ গন্ধ আত্মসাৎ করত সর্বত্র বহিছে—এইরূপে গন্ধবিলাসী বায়ুর প্রশংসা। —কুচকুক্ষুমাди ও রাধাকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ ইত্যাদি সংযোগে এই গন্ধের অপূর্বতা, তাই এর প্রশংসা। জী^০ ১১ ॥

—১১। ত্রিবিধ টীকা : তত্শাহো হন্ত তেন স্বকান্তেন ধ্বজবজ্রাক্ষুশাদিভির্হৈর্বচিচিত্রিতাকী বিরহন্তী স্বাধীনভর্তৃকা মহাগর্ভাক্ষা কথমস্মাস্তমেবাচক্ষাতেত্যাগ্রতো গত্বা কামপি হরিনীমালক্ষ্যাহঃ,—অপীতি। হে সখি, এণপত্নি প্রিয়য়া ত্বয়া কিং উপগতঃ। স্বদমীপে স প্রাপ্তঃ। সখোষনপদসাহচর্যাদেবাত্ত স্বয়েতি লভ্যতে। এণস্য পত্নী ভবন্ত্যপি অমস্মন্তুল্যা তস্যৈব প্রিয়া তমেব প্রিয়ং মন্যসে ইতি ভাবঃ। যতোগাত্রৈর্মুখবাহাদিভির্বা দৃশ্যঃ স্থনিবৃতিমত্যানন্দং তন্ম ন ন বা ইতি দৃশ্যমিত্যাদরে বহুস্ম। অচ্যুত ইতি স্বদগানন্দলোভাস্বয়া তদনুগমনাদেব স ন বিচ্যুত ইতি ভাবঃ। তত্শাগ্রতঃ স্বভাবাদেব গচ্ছন্তী তামালক্ষ্য হংহো সদৃষ্ট ইতি কিং ব্রবীমি তং বো দর্শয়াম্যেব মদনুপদ মাগচ্ছতেতি ক্রবাণেবাগ্রত ইয়ং গচ্ছন্তী গ্রীবাং পরাবৃত্য মুহুরন্থান পশুতি। তদীয়মেবাত্ত নির্দয়ে বৃন্দাবনে দয়াবতীতি তদনুগচ্ছন্ত্যা দৈবাৎ ক্বাপি গতং তামদৃষ্টা হংহো কৃষ্ণ দর্শয়িষ্যন্তী হরিনী কিং ন দৃশ্যতে ইতি পৃষ্টাঃ কশ্চিদাহঃ, তর্হি কৃষ্ণোহত্রৈব ক্বাপি বর্ততে। হরিনী তু কৃষ্ণাভিভ্যতীতি স্বীয়শৃঙ্খলদোষা-

১২। বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্থলসিকালিকুলার্ঘ্যদানঃ ।

অস্বীয়মান ইহ বস্ত্রবঃ প্রণামং কিং বাভিনন্দতি চরন্ শ্রণয়াবলোকঃ ॥

১২। অস্বয় : হে তরবঃ! মদাক্ষৈঃ তুলসিকালিকুলৈঃ (তৎকীড়াবন তুলসীনাঃ ভ্রমরনৈকরৈঃ) অস্বীয়মানঃ (অল্পগম্যমানঃ) গৃহীতপদ্ম রামানুজঃ প্রিয়াংস (প্রিয়ায়াঃ স্তম্ভে) বাহুং উপধায় ইহ চরন্ (ভ্রমণ সন্) বঃ (যুগ্মক প্রণামং কিং বা প্রণয়াবলোকৈঃ অভিনন্দতি (প্রণামং কিং প্রণয়াবলোকনৈঃ স্বীকরোতি নবা?)

১২। স্থলানুবাদ : (কাতর নয়নে চেয়ে থাকা হরিণীদের দেখে গোপীগণ মনে করলেন, আমাদের বিরাহাতিতে এদের আর্তিভরের উদয় হয়েছে, কথা বলার ক্ষমতা নেই ; তাই এদের ত্যাগ করে ফলভারে নত বৃক্ষদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—)

হে তরুগণ! রামানুজ কি প্রিয়ার কাঁধে বাহু স্থাপন করে তুলসীর গন্ধে পাগল হয়ে পিছে পিছে চলমান অলিকুলে পরিবেষ্টিত হয়ে লীলাকমল দক্ষিণ হাতে ধরে এ-স্থানে ঘুরতে ঘুরতে সপ্রণয় দৃষ্টিপাতে তোমাদের প্রণতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে?

পলাপার্থ্য কাপি নিহুতাভূদিতি বিতর্কয়ন্ত্যো দৈবাদায়াতং সৌরভামহুভূয়াহো সত্যং সত্যমেতদেব তত্ত্বমিতি সহং মূহুরাহঃ, কান্তায়া অঙ্গসঙ্গতন্তুংকুচকুক্ষুমেদ রঞ্জিতায়াঃ কুন্দপুষ্পশ্রো গন্ধো বাতি আগচ্ছতি। অত্র কান্ত্যোগাঙ্গ-দ্বয়শ্চ চ কুচয়োশ্চ কুক্ষুমশ্চ কুন্দশ্চ চ গন্ধস্তাসাং নাসাভ্যামেব নিশ্চীয়তে স্মেতি ভাবঃ। কুলপতের্গোপীকুল-রমণশ্চেতি কুলপতিত্বনিষ্ঠাং পরিত্যজ্য সম্প্রত্যেকর্যেব কয়াচিৎ কান্তয়া রমমাণশ্চ তস্তান্নায়াং পশ্যতেতি ভাবঃ।

১১। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ : অতঃপর কোনও সাড়া না পেয়ে বলছেন, অহো! হায় হায় ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদি চিহ্নে বিচিত্র দেহা স্বাধীন ভর্তৃকা নিজকান্তের সতিত বিরহমত্তা মহাগর্বাঙ্কা এই পৃথিবী কেন আমাদের চেয়ে দেখবে? একরূপ মনে করে সম্মুখে গিয়ে কোনও হরিণী দেখে বলছেন—অপি ইতি। হে সখি হরিণপত্নি! প্রিয়য়া [ভূয়া] উপগতঃ কিম্—প্রিয় ‘ভূয়া’ তোমার দ্বারা স্বসমীপে কৃষ্ণ কি সম্প্রাপ্ত হয়েছিল? অর্থাৎ তোমার নিকটে কৃষ্ণ এসেছিল কি? —সম্বোধন পদের সাহচর্য্য হেতুই এখানে ‘ভূয়া’ পদ অস্থিত হল। বা গাত্র মুখবাহু প্রভৃতি দ্বারা দৃশ্যং—চক্ষুর সুবিবৃতিম্—আনন্দ বিস্তার করে। ‘দৃশ্যং’ আদরে বহুবচন। অদ্যুতঃ—নিজ নয়নানন্দ-লোভ হেতু হে হরিণপত্নী তুমি তাঁর পিছে পিছে চলায় তোমার থেকে কৃষ্ণ কখনও বিচ্যুত হয় না। একরূপ ভাব। অতঃপর স্বভাববশেই আগে আগে চলমান হরিণীকে দেখে গোপীগণ বলে উঠলেন হং হো এ কৃষ্ণকে দেখেছে,—‘মুখে বলবার কি আছে, তাঁকে আমি তোমাদের দেখিয়েই দিব, আমার পিছে পিছে আস’—একরূপ বলতে বলতে যেন সে আগে আগে যাচ্ছে, যেতে যেতে ঘাড় বেকিয়ে বারবার আমাদের দেখেছে, তাই মনে হচ্ছে, এই নিদর্শ-বৃন্দাবনে এই একমাত্র দয়াবতী, একরূপে হরিণীর পিছু পিছু চলমান গোপী-গণ দৈবাৎ কোথাও চলে-যাওয়া তাকে না দেখে বলে উঠলেন হং হো কৃষ্ণকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্তু যে-হরিণীটি পথ দেখিয়ে চলছিল তাকে কেন আর দেখা যাচ্ছে না? —এইরূপ জিজ্ঞাসিত

হয়ে কোনও গোপী বললেন, তা হলে কৃষ্ণ এখানেই কোথাও আছে, কৃষ্ণ থেকে এ ভয় পেয়েছে, তাই দেখিয়ে দেওয়ার দোষ অপলাপের জন্ত কোথাও লুকিয়ে পড়েছে, এরূপ বিতর্ককারিণী সেই গোপী দৈবাৎ আগত এক স্নগন্ধ অমুভব করে বললেন—ঠিক ঠিক, এ তারই অঙ্গগন্ধ, আনন্দের সহিত পুনরায় বললেন কান্ত্যঙ্গ ইত্যাদি—কান্ত্যঙ্গ অঙ্গসঙ্গ থেকে লেগে যাওয়া কুচকুস্কুমে রঞ্জিত তাঁর কুন্দপুষ্প-মালার গন্ধ 'বাতি' আসছে—এখানে রমণ-রমণীর দুটি অঙ্গের, কুচদ্বয়ের, কুস্কুমের ও কুন্দের গন্ধ গোপীদের নাসায় প্রবেশ করে এখানেই কৃষ্ণের অবস্থিতি নিশ্চয় করে তুলল, এরূপ ভাব। ক্লমপাতঃ—যিনি গোপীকুল-রমণ, তার পক্ষে ক্লমপতি-ভাবের নিষ্ঠা পরিত্যাগ করে সম্প্রতি কোনও একজন কান্ত্যঙ্গ সহিত রমমান হওয়া অত্যা, তোমরাই দেখ-না এরূপ ভাব। বি° ১১॥

১২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অথ তস্তা মৌনময়বিলোকনাভিনিবেশোনাশঙ্কিতামিজবিরহাতি-দৃষ্ট্যর্তিভরোদয়াং স্তব্রতাং মত্বা তাং বিহায় ফলপুষ্পাদিভরনয়নান্ বক্ষান্ বীক্ষ্য বিনয়ভর-প্রণতান্ মত্বা সর্বানুব তান্ পৃচ্ছন্তি—বাহমিতি। ইহাপি তত্ত্বপ্রশংসয়াহুমোদনং ব্যক্ত্যম্। তত্র বাক্যার্থেন যথা—হে তরবঃ রামানুজো বো যুম্মাকং প্রণামং, কিং বা প্রণয়াবলোকৈরভিনন্দতি? ইতি সম্মেহস্ত তৎকৃপায়াচ্চ যোগ্যতাস্পদতাং সূচয়িত্বা তেষাং দ্রষ্টৃণাং গুণপ্রশংসা। কথং নাভিনন্দেদিত্যাশঙ্ক্য তত্র তস্ত তয়া সহ মধুরবিলাসাবেশধারণমাহঃ, তজ্জ্ঞানে চ কারণং গন্ধমাত্রাণ পূর্ববমিজ-তদন্তরদ্বন্দ্ববিজ্ঞতামাহঃ—বাহমিত্যাদিনা। তত্রানভিনন্দনে সামান্ততঃ কারণম্—চরমিতি, তত্ত্বক্লীড়াবনগমনব্যগ্র ইত্যর্থঃ। নহু সদা সর্বত্র ভ্রমতি পশ্চতি চান্মান্ অথ বা কো বিশেষস্তত্রাহঃ—বাহু প্রিয়াসে উপধায়েতি; প্রিয়ায়াঃ স্বমিন্ পরমস্নিহায়া অংসে স্নহে উপধায় কোমলৈয়মিতি যৎ কিস্কিধাধায়েতি। নহু তামেবান্মান্ দশয়িতুমাগতঃ, কথমস্মৎপ্রণামং নাভিনন্দেৎ? ইত্যশঙ্ক্যাহঃ—তুলসিকালিকুলৈরদীয়মানঃ গৃহীতপদ্মঃ প্রিয়ায়াস্তম্ভিবায়িতুং দক্ষিণেন ভুজেন লীলাপদ্মধূননাসক্ত ইত্যর্থঃ। তর্হি কথমভিনন্দেদিতি ভাবঃ। অত্র তু তুলসি-কালিকুলৈরিতি তৎক্লীড়াবনতুলসীনাং সর্বস্নগন্ধিত উৎকর্ষ এব ছোতিতঃ। তথা বস্তুতে—‘দিব্যগন্ধতুলসীমধুমন্ভৈঃ’ (শ্রীভা ১০।৩৫।১০) ইতি। অতএব মদাক্ষেপ্তসপানমদেনাক্ষেপিতৈরদীয়মান ইতি প্রিয়াঙ্গসম্বন্ধেণ পরিমলবিশেষ-প্রকাশো দর্শিতঃ, ইতিখমত্রাপি পূর্ববত্তত্ত্বপ্রশংসা দর্শিতা। অথচ ‘মালাং বিভ্রদৈজয়ন্তীম্’ ইতি বা বৈজয়ন্তী প্রোক্তা মধ্যে ‘কচ্চিত্তুলসি’ (শ্রীভা ১০।৩০।৭) ইত্যাদৌ বা বিভ্রদিত্যনেন তৎপ্রাশস্ত্যাতিশয়স্য প্রস্তুতত্বাং বা তু তুলসীমালা সূচিতা, পুনশ্চ ‘কুন্দশৃঙ্গঃ’ ইত্যনেন বা কুন্দশৃঙ্গ চ দর্শিতা, সম্প্রতি তস্তাস্তস্তাঃ স্মরণহেতবো বিহায়াচ্চ ব্যঞ্জিতাঃ। তদ্বিধং বাক্যার্থেন তত্ত্বপ্রশংসয়াহুমোদনমেব ব্যঞ্জিতম্। অথ পদানামর্থৈরপি পূর্ববদমুসন্ধেয়ং, তদেব বস্ত্রীণাং সখ্যমেব লক্ষম্। ‘তস্তা অমুনি নঃ ক্ষোভম্’ (শ্রীভা ১০।৩০।৩০) ইত্যাদৌ বিরোধমুখেন চ তদেব হি নিশ্চেতব্যম্॥

১২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদ : অতঃপর নীরবে চেয়ে থাকা ঐ হরিণীদের দিকে গোপীদের অভিনিবেশ পড়াতে ওরা ভয়ে জড়-সড় হয়ে গেল—তাদের এই অবস্থা দেখে গোপীরা মনে করলেন, আমাদের বিরহ-আর্তি দেখে ওদের চিন্তে অতিশয় আর্তির উদয় হয়েছে, তাই ওরা স্তব্রদশা প্রাপ্ত হয়েছে, বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই ওদের ত্যাগ করে ফলপুষ্পাদি-ভারে নত বৃক্ষদের দেখে তাদের কৃষ্ণের চরণে যিনয়ভরে প্রণত মনে করে তাদের

সকলকেই জিজ্ঞাসা করলেন—বাহু ইতি। এ শ্লোকেও সেই সেই প্রশংসা দ্বারা রাধাকৃষ্ণের এই বিহারের অনুমোদন করছেন স্বপক্ষীয়া গোপীগণ বাঞ্ছনা বৃত্তিতে। এখানে পদের অর্থ একরূপ, যথা—হে তরবঃ ইত্যাদি—হে তরুণগণ! রামানুজ কি তোমাদের প্রণামকে প্রণয়-অবলোকনের দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছে?—এইরূপে তরুণগণকে কৃষ্ণস্নেহ ও কৃষ্ণকুপার যোগ্যপাত্র রূপে প্রকাশ করে দ্রষ্টা তাদের গুণের প্রশংসা করলেন। কেন-না অভিনন্দন জানাবে? একরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে এই অভিনন্দন না-জানানো বিষয়ে যে কারণ, যথা—রাধাসঙ্গে কৃষ্ণের মধুরবিলাস-আবেশ তা, এবং এই মধুর বিলাস সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের যে কারণ, যথা গন্ধমাত্রে নিজেদের কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ধর্মসম্বন্ধে বিজ্ঞতা, তা বলা হচ্ছে, ‘বাহু ইতি’ শ্লোকে। এখানে অভিনন্দন না-জানানো বিষয়ে সামান্যভাবে কারণ—চরণ ইতি—ভ্রমণ করতে করতে, অর্থাৎ সেই সেই বিহারস্থানে গমন-বাগ্রতা। যদি বলা যায়, তিনি সদা সর্বত্র ঘুরে বেড়ান, কিন্তু তারই মধ্যে এই বৃক্ষদের দিকে ধ্যানও দেয়ে থাকেন, আজ এমন কি বিশেষ হল, এরই উত্তরে, প্রিয়াংসু—আজ-যে প্রিয়ার স্কন্ধে বাহু ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ইহাই বিশেষ। প্রিয়ার নিজ পরমস্নিগ্ধ স্কন্ধে বাহু উপপ্রায়—ধারণ করে, এ স্কন্ধটি কোমল তাই আলতোভাবে ধারণ করে। যদি বলা যায়, তার প্রিয়াকে আমাদের দেখাতেই তো এখানে এসেছেন, তবে কেন আমাদের প্রণামে আনন্দ প্রকাশ না-করবেন। এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলছেন—তুলসিকা ইত্যাদি—তুলসীর গন্ধে পাগল অলিকুল তাঁর পিছে পিছে ধাওয়া করেছে, গৃহাত পদ্ম—প্রিয়ার নিকট থেকে এই অলিকুলকে তাড়াবার জন্তু দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ধারণ করে আছে। এই লীলাপদ্ম ঘুরাতেই আসক্ত, অত্ৰ্য দিকে মন দেওয়ার অবসর কোথায়, একরূপ অর্থ—অতএব কি করে অভিনন্দন জানাবে একরূপ অর্থ। এখানে কিন্তু ‘তুলসিকালিকুলৈঃ’ পদে কৃষ্ণের ক্রীড়াবন-তুলসীর সর্বসুগন্ধ গুণের উৎকর্ষই ধ্বনিত হল। —এই কথার সমর্থন পরে (শ্রী ভাঃ ১০।৩৫।১০) শ্লোকে পাওয়া যায়, যথা—“দিবাগন্ধতুলসীর মধুপানে মত্ত ভ্রমর সমূহের, ইত্যাদি।”

মদ্যাক্লঃ—তুলসীর রসপানের মত্ততায় দৃষ্টিশক্তিহীন হলেও তারা ধাওয়া করেছে কৃষ্ণের পিছু পিছু—এইরূপে প্রিয় কৃষ্ণের অঙ্গ-সম্বর্ষণে যে পরিমল বিশেষের প্রকাশ হয়, তাই দেখান হল—আরও এইরূপে এখানে পূর্ববৎ তুলসী প্রভৃতির প্রশংসা দেখান হল। এই শ্লোকে শুধু ‘তুলসী’ পদের উল্লেখ, অথচ পূর্বের (শ্রী ভাঃ ১০।২৯।৪৪) শ্লোকের “মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীম্,” বাক্যে বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণ ‘বৈজয়ন্তী’ মালা ধারণ করেই রাসমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন, আবার (শ্রী ভাঃ ১০।৩০।৭) শ্লোকে যে তুলসী ধারণের কথা পাওয়া যায়, তা যে তুলসীমালা, এ প্রকাশ পাচ্ছে শ্লোকস্থ ‘বিভ্রৎ’ পদে তুলসীর প্রশস্তি-অতিশয় ধ্বনিত হওয়ায়। আবার (ভা° ১০।৩০।১১) শ্লোকে তাঁর গলে যে কুন্দমালা ছিল তাও দেখা যায়। তিনটি মালার মধ্যে এই শ্লোকে মাত্র তুলসীমালার উল্লেখ থাকায় সম্প্রতি বৈজয়ন্তীমালা ও কুন্দমালার স্থলন বুঝা যাচ্ছে, যা ইঙ্গিত করছে রাধাসঙ্গে তাঁর

বিহার—বিহারকালে পিষ্ট হয়ে এ ছুটি মালার স্থলন। সুতরাং এইরূপে এই শ্লোকের বাক্যার্থের দ্বারা স্বপক্ষীয়গণের সেই সেই প্রশংসা মুখে বিহার অনুমোদনই প্রকাশিত হচ্ছে। অতঃপর এই শ্লোকের পদ সকলের অর্থের দ্বারাও পূর্ববৎ অনুসন্ধান। এইরূপ অনুসন্ধান দেখা যাচ্ছে, এই শ্লোকেরও বক্তা হলেন ললিতাদি স্বপক্ষীয়া সখীগণ। আবার (শ্রী ভা° ১০।৩০।৩০) শ্লোকের “ঐ ভাগ্যবতীর পদচিহ্ন দেখে আমাদের মনে ক্ষোভের উদয় হচ্ছে” ইত্যাদি কথা যে বিপক্ষ পক্ষীয়া চন্দ্রাবলী প্রভৃতির তাও নিশ্চয় হচ্ছে। জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীবিষ্ম টীকা :** তস্য তত্রৈব বর্তমানত্বেহতথপি লক্ষণং মিথো জ্ঞাপয়ন্ত্যন্তরূপ ফলপুষ্পভারনয়ান্ প্রণতান্ মত্তা সবিতর্কমাতঃ, বাহুমিতি। হে তরবঃ, ইহ চরন্ কৃষ্ণঃ ফলপুষ্পাদিকরপ্রদায়িনাং বঃ প্রজারূপাণাং প্রণামঃ কিং প্রণয়পূর্বকাবেলৌকিকভিনন্দতি নবা ? হস্ত হস্ত যুগ্মদ্বিধেযু সাদৃশ্যসাধুলোকেযু কৃতস্তস্য প্রীত্যাবলোকনাবকাশ ইতি সাস্বয়মাতঃ—রামাত্মজো মত্তঃ তত্রাপি প্রীয়ায়া অংসে বাহুং বামভুজং উপধায়েতি সম্প্রয়োগশ্রমবশাৎ শ্লথদুর্বলঃ প্রিয়াস্বন্ধার্ণিতং বাহুমেব কোমলমুপধানং কৃষ্ণা তস্তা মুখগন্ধেনোৎপতিষ্ণুণাং ভ্রমরাণাং বিজ্রাবণার্থমেব দক্ষিণপাণিগৃহীতনীলকমলঃ। অতন্তুংসেবৈকতানমানসস্য তস্য নাগত্ৰ দৃষ্টিপাতসম্ভব ইতি ভাবঃ। তুলসিকানাং কোমলতুলসীকাননস্য অলিকুলৈঃ অস্বীয়মানঃ তুলসিকঃ পরিত্যজ্য ইহ অত্রৈব স অধিগত ইত্যতঃ স কচিদত্রৈব নিরুতো বিহরতীতি ভাবঃ। নহু, তর্হি অলিকুলানামেবাত্মপদং গচ্চামন্তত্ৰাহঃ—মদাক্ষেরিতি। ন হি মদাক্ষানামহু-গতির্ভব্যজনৈঃ কর্তৃমুচিতৈতি ভাবঃ ॥ বি° ১২ ॥

১২। **শ্রীবিষ্ম টীকানুবাদ :** কৃষ্ণ যে এখানেই আছেন, এ সম্বন্ধে অত্ন কোনও লক্ষণ পরস্পর আলোচনাকারিণী গোপীগণ ফল পুষ্পভারে ঝুঁকে পড়া বৃক্ষদের কৃষ্ণচরণে প্রণত মনে করে বিতর্কের সহিত বললেন—বাহুমিতি। হে তরুসকল! এখানে বিহার করে বেড়ানো কৃষ্ণ ফলপুষ্পাদিরূপ করদায়ী প্রজারূপ। তোমাদের প্রণাম কি প্রণয়পূর্বক অবলোকনের দ্বারা অভিনন্দিত করেছিল কি করেনি? হায় হায়! তোমাদের মত সাদৃশ্য সাধুলোকের প্রতি কি করে তাঁর প্রীতি-অবলোকনের অবকাশ হবে? এইরূপে অসূয়ার সহিত বললেন—‘রামাত্মজ’ (বলরামের মদমত্ততা ভাগবতে প্রসিদ্ধ) এপদের এখানে ধ্বনি হল ‘মত্তকৃষ্ণ’—একে তেঁা মত্ত তাতে আবার প্রিয়ার কাঁধে বাহুং—বামবাহু, উপাধায় ইতি—সম্প্রয়োগ-শ্রমবশে শিথিল-দুর্বল প্রিয়ার স্বন্ধে বাম বাহুকেই কোমল বালিশরূপে স্থাপন করে দক্ষিণ পাণিতে গ্রহণ করলেন নীল কমল—প্রিয়ার মুখ-গন্ধে উড়ে এসে পড়া ভ্রমরকুলকে তাড়বার জ্ঞ। অতএব প্রিয়ার সেবায় একতানমন তাঁর এখন অত্ন তাকাবার সম্ভাবনা নেই এরূপ ভাব। তুলসিকা—কোমল তুলসীকাননের ভ্রমরকুল অস্বীয়মানঃ—তুলসিকা পরিত্যাগ করত কৃষ্ণের পিছু পিছু চলমান হয়ে ইহ—এখানেই এসেছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণ এখানেই কোথাও লুকিয়ে বিহার করছে। আচ্ছা তা হলে কি ভ্রমরকুলেরই পিছে পিছে যাব, এরই উত্তরে বলি হয়েছে, মদাক্ষে ইতি। মদাক্ষদের পিছে পিছে যাওয়া ভব্যজনের পক্ষে অনুচিত, এর ভাব। বি° ১২ ॥

১৩। পৃচ্ছাতম্মা লতা বাহুবপ্যাপ্লিষ্টা বনস্পাতেঃ ।

বৃনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যাংপুলকান্যাহা ॥

১৩। অন্বয় : (কাশ্চিদাহ হে সখ্যঃ) ইমাঃ লতাঃ পৃচ্ছত (শ্রীকৃষ্ণবর্তীং জিজ্ঞাসত) (যতঃ) বনস্পাতেঃ বাহুব্ অপ্লিষ্টাঃ (আলিঙ্গিতাঃ) অপি নৃনং (নিশ্চিতং) তৎকরজস্পৃষ্টাঃ (তস্মা কৃষ্ণস্ত করজৈঃ নথৈঃ স্পৃষ্টাঃ এব) উৎপুলকানি বিভ্রতি (বিভ্রত্য এবাসতে) । অহো (ইত্যপূর্বং)

১৩। মূলানুবাদ : (অহো এই তরুগণকে জিজ্ঞাসা করছ কেন, নিজ স্ত্রী এই লতাগণে আলিঙ্গিত অবস্থায় এরা তো পরস্পরীর সঙ্গে কথা বলবে না । অতএব এই লতাদেরই জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে । এই আশয়ে কোনও গোপী বললেন—)

হে সখি সকল ! নিজপতি বনস্পতির শাখাকে আলিঙ্গন করে থাকলেও এই লতাদেরই জিজ্ঞাসা কর । মনে হয় এরা কৃষ্ণের নখস্পর্শ পেয়েছে—দেখ-না এরা নব নব অঙ্গুর উদগম-রূপ রোমাঞ্চ ধারণ করে আছে, এতো পূর্বে কখনও-ই দেখা যায় নি ।

১৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তদেতৎ সর্বং ‘কস্মাঃ পদানি চৈতানি’ (শ্রীভা ১০।৩০।২৭) ইতি যা বক্ষ্যন্তি, তাসামবধানাস্পদমেব ন বভূবেতি লভ্যতে, সংশয়াসম্ভবাৎ । কাশ্চিত্তু কিঞ্চিংকৃতাবধানা অপি রাগ-দেহাভাবাৎ তদ্রূপেই স্বাভীষ্টমেব দর্শয়ন্তি । মুনীন্দ্রশাশ্বত পূর্বাভ্যস্তাসাং বাসনাভেদ-দর্শনায় তদুদাসীনতাং ব্যঞ্জয়তি—পৃচ্ছতেমা লতা ইতি । বনস্পতিরূপস্ত পতুর্বাহুবপ্যাপ্লিষ্টা এতা এব লতাঃ পৃচ্ছত । নথৈবক্কেভিঃ কথমাংসং তৎসঙ্গতিস্বক্যেত ? তত্রাহঃ—নৃনং বিতর্কে, তস্মা শ্রীকৃষ্ণ করজৈঃ স্পৃষ্টা ইতি । নহু তদিদমপি কথং ন জ্ঞাতম্ ? তত্রাহঃ—উৎ উচ্চৈঃ পুলকান্গুররূপাণি বিভ্রতি বিভ্রত্য এবাসতে, অহো ইত্যপূর্বতয়াং, ন ত্বৈবং পুরেত্যর্থঃ ॥

১৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : পরবর্তী “এ আবার কোন্ রমণীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে”—(শ্রী ভা° ১০।৩০।২৭) শ্লোকের এই কথা যে-গোপীদল বললেন, তাঁরা স্বপক্ষীয়াদের পূর্ববর্তী ‘বাহুং প্রিয়াংস’ ইত্যাদি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন নি, যদি শুনতেন তবে ‘কোন্ রমণীর পদচিহ্ন’ এরূপ সংশয় সম্ভব হত না । কেউ কেউ কিঞ্চিং মনোযোগ দিয়ে শুনলেও শ্রীরাধা-সম্বন্ধে রাগদেহ বিহীন অর্থাৎ উদাসীন হওয়া হেতু শুনেনও শুনেন নি; এঁরা নিজ অভীষ্ট কৃষ্ণজের চিহ্নই দেখালেন—এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট গোপীদের বাসনাভেদ দেখাবার জন্য শ্রীমুনীন্দ্র এখানে তাঁদের উদাসীনতা ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে প্রকাশ করছেন—পৃচ্ছাতম্মা লতা ইতি,—নিজপতি বনস্পতির শাখাকে আলিঙ্গন করে থাকলেও এই লতাদেরই জিজ্ঞাসা কর । যদি বলা যায়, এরা তো পতি-আলিঙ্গিত তবে কি করে কৃষ্ণের সহিত এদের সংযোগ অনুমানের মধ্যে আনা যায় ? এরই উত্তরে, বৃনং—বিতর্কে । মনে হয় এরা কৃষ্ণের নখের স্পর্শ পেয়েছে । যদি বলা যায়, কি করে এ আমরা বুঝলাম ? এর উত্তরে, উৎপুলকানি—বুঝলাম এদের গায় রোমাঞ্চ দেখে—দেখ-না নব নব অঙ্গুর-উদগমরূপ পুলক (দীপ্ত রোমাঞ্চ) ধারণ করে আছে—অহো এতো অপূর্ব, পূর্বে কখনও এরূপ দেখা যায় নি । জী° ১৩ ॥

১৪। ইত্যুন্মত্তবচো গোপাঃ কৃষ্ণাশ্বেষণকাতরাঃ ।

লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাশ্রিতাঃ ॥

১৪। অশ্বয়ঃ : কৃষ্ণাশ্বেষণকাতরাঃ উন্মত্তবচো গোপাঃ (উন্মত্তবচস্তা গোপাঃ ইতি (এবং প্রকারঃ) তদাশ্রিতাঃ (কৃষ্ণাশ্রিতাঃ সত্যঃ) ভগবতঃ তাঃ তাঃ লীলাঃ অনুচক্রুঃ (অনুসৃতবত্যাঃ)

১৪। মূলানুবাদ : (৪র্থ শ্লোকের উক্তির বিস্তার করা হল পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে, এবার ২ শ্লোকের উক্তির বিস্তার, কৃষ্ণাশ্রিতা গোপীগণের কৃষ্ণলীলাভূকরণ বলা হচ্ছে—)

এইরূপে উন্মত্তবৎ কথা বলতে বলতে যাঁরা কৃষ্ণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেই গোপীগণ অতঃপর কৃষ্ণ অশ্বেষণেও অসমর্থ হয়ে পড়লেন। গাঢ় কৃষ্ণাসক্তা তাঁরা তখন কৃষ্ণের পূতনাবধাদি সেই সেই লীলা অনুকরণ করতে লাগলেন।

১৩। শ্রীবিষ্ণু টীকা : অতদপি লক্ষণং অন্য দর্শয়ন্ত্য আহঃ,—পৃচ্ছতেতি । হে সখ্যঃ, ইমা লতা এব কৃষ্ণসঙ্গমলক্ষণধারিণীঃ পৃচ্ছতঃ, নচ স্বপতিসঙ্গতো তৎসঙ্গতিতুর্ঘটেতি বাচ্যং যতো বনস্পতেঃ পতুর্বাহ্ন সম্যগাশ্রিতা অপি অহো কামোদ্রেকঃ, নুনং তন্নথৈঃ স্পৃষ্টা এব উৎপুলকানি বিদ্রতি । নহি স্বপতিসঙ্গতাবীদৃক্ পুলকঃ শ্র্যাৎ । অত এতলক্ষণশ্রাস্তাদ্ভ্যমানত্বাৎ পূর্বপূর্বা ইব ন বয়ং, তমদ্রাস্মেতি মিথ্যা বক্তুং প্রভবিয়ন্তীতি ভাবঃ । বি^০ ১৩

১৩। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ : এখানেই থাকার অত্ন কিছু লক্ষণও অত্নগোপীদের দেখাতে দেখাতে সেই গোপী বলছেন—পৃচ্ছত ইতি—হে সখীগণ ! কৃষ্ণসঙ্গমলক্ষণ-ধারিণী এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা কর। এরূপও বলতে পারবে না যে নিজপতি বৃক্ষদের আলিঙ্গন করে থাকতে এদের কৃষ্ণমিলন সম্ভব হয়নি ; কারণ দেখা যাচ্ছে, পতি বৃক্ষদের শাখা সম্যক্ আলিঙ্গন করে থাকা অবস্থাতেও এদের কামোদ্রেক হয়েছে—নিশ্চয়ই কৃষ্ণ নখের দ্বারা এঁদের স্পর্শ করেছে, দেখ-না রোমাঞ্চ ধারণ করেছে, নিজপতি মিলনেও এরূপ পুলক ছিল না এদের। এই লক্ষণ আমরা দেখে ফেলাতে পূর্ব-পূর্বের শ্রায় এরা মিথ্যা বলতেও পারছে না, ‘আমরা কৃষ্ণকে দেখি নি,’ এরূপ ভাব। বি^০ ১৩ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : ইতি পূর্বোক্তপ্রকারকম্মত্তস্ত বচ ইব বচো যাসাং তাদৃশো গোপাঃ কৃষ্ণাশ্বেষণে কাতরাঃ বিরহহৃৎথেন তদপি কত্বমসমর্থ্য ইত্যর্থঃ । তথা সত্যো ‘গায়ন্ত উচৈঃ’ (শ্রীভা ১০। ৩০। ৪) ইত্যাত্মনুসারেণ গানাত্মবৃত্তিপ্রাপ্তা যা যাঃ পূতনাবধাদি-লীলাস্তাস্তা অপি মধ্যে মধ্যেহনুচক্রুরিত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ—তদাশ্রিতাঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ গাঢ় তদাসক্তা ইত্যর্থঃ । তত্র কৃষ্ণানুকরণং স্মৃতিমেব তদাত্মকতয়া ; তত্র চ স্বভাবাপরিত্যাগেন নাতিতদভেদস্মৃতিঃ । ‘বতন্ত্যমিদধেহধরম্’ (শ্রীভা ১০। ৩০। ১২) ইত্যত্র যত্ন-কথনাৎ ‘কৃষ্ণোহহং পশুত গতিম্’ (শ্রীভা ১০। ৩০। ১১) ইতি স্বস্মিন্ কৃষ্ণত্ব-সাধনার্থং তচ্ছব্দপ্রয়োগাচ্চ । পূতনাভূকরণঞ্চ কৃষ্ণবিষয়ক তদেতুকভয়েনেতি তদাত্মকতয়েব । যথা স্ববিষয়কভয়োন্মত্তস্ত ব্যাত্মাত্মকরণম্, অতো ন তদীয়প্রেমবিরুদ্ধ-ভাবযোগঃ । কস্তাশ্চিৎ শ্রীশোদাত্মকরণঞ্চ ন স্নেন রত্যাখ্যেন ভাবেন, তস্ত বাল্যভাবনয়া বৃত্তত্বাৎ, কিন্তু প্রীতিসামান্যাতী-শয়াল্লক্কৃষ্ণভাবত্বেন ততো ভয়াদেব, ততস্তত্ত্বাভাবেন ন মাতৃভাবস্পর্শঃ, কিন্তু কৃষ্ণভাবেনৈবেতি ন মিথঃ স্পর্শ-হুচিতিস্মোভাবয়োযুতিঃ । সর্বমেতত্তাস্ত তদানীমুন্মাদস্তান্নগতত্বাৎ সহসৈব সমপশুত নাভদেবেতি চ জ্ঞেয়ম্ ॥ জী^০ ১৪

১৪। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : ইতি—পূর্বোক্ত প্রকার উন্মত্ত বচো—উন্মত্তের বাক্যের মত বাক্য যাঁদের তাদৃশ গোপীগণ কৃষ্ণের অশ্বেষণে কাতরাঃ—বিরহহৃৎথেন সেই অশ্বেষণ

করতেও অসমর্থ হয়ে পড়লেন, এরূপ অর্থ। এরূপ অবস্থায় পূর্বের (৩০।৪) শ্লোকে যা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে পূতনাবধাদি যে যে লীলা উচ্চস্বরে গান করছিলেন, তাই তাই মধ্যে মধ্যে অনুকরণ অর্থাৎ নাট্যাভিনয় করে দেখাতে লাগলেন। এখানে হেতু তদাত্মকা—কৃষ্ণে গাঢ় আসক্তি—[তৎ+আত্মিকাঃ] ‘তৎ’ সেই কৃষ্ণে ‘আত্মা’ চিত্তে যাঁদের সেই গোপীগণ। এখানে কৃষ্ণানুকরণ স্পষ্টভাবেই গাঢ় কৃষ্ণাসক্তি হওয়া হেতুই, আরও এখানে নিজের ভাব পরিত্যাগে কৃষ্ণের সহিত অতি-অভেদ ক্ষুণ্ণি নয়।—এরূপ সিদ্ধান্ত করার হেতু—“যত্ন সহকারে পরিধেয় বস্ত্র উর্ধ্ব ধারণ করলেন।”—(শ্রী ১০।৩০।২০) শ্লোকে ‘যত্ন’ শব্দটি প্রয়োগ, অভেদ ক্ষুণ্ণি হলে এই ‘ধারণ’ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যেত, যত্ন লাগত না, আরও “আমি কৃষ্ণ, আমার গমনভঙ্গী দেখ”—(শ্রী ভা° ১০।৩০।১৯) এখানে নিজেতে কৃষ্ণের ভাব সিদ্ধির জন্ম ‘কৃষ্ণ’ নাম উচ্চারণ। এবং পূতনাদির অনুকরণ, পূতনাদি থেকে কৃষ্ণবিষয়ে ভয়ে গাঢ় কৃষ্ণাসক্তি হেতু—
—যেরূপ না-কি নিজবিষয়ে ভয়ান্নমত্ত ব্যক্তির ব্যাভ্রাদির অনুকরণ। অতএব কৃষ্ণে গোপীদের যে জাতীয় প্রেম, তার বিরুদ্ধ কোন ভাবের সংযোগ হয় না এই লীলানুকরণে। আরও কোনও গোপী যে যশোদার অনুকরণ করলেন তা তাদের নিজস্ব মধুর ভাবে নয়; করলেন, শ্রীকৃষ্ণের বালাভাবনায় তখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায়, কিন্তু তাও করলেন প্রীতি সামাগের (কেবল শুদ্ধপ্রীতির) আতিশয্য বশতঃ কৃষ্ণভাব লাভ করত যশোদার শাসন ভয়েই। অতএব ব্রজদেবীদের নিজস্ব মধুর ভাবের সহিত মাতৃভাবের স্পর্শ হয়নি, কিন্তু কৃষ্ণভাবের সহিতই হয়েছিল। সুতরাং পরস্পর স্পর্শ-অনুচিত ভাবের সংযোগ কোথাও হয়নি এই লীলানুকরণে সব কিছুই তাদের সম্বন্ধে সেই সময়ে উন্মাদ-দশার অনুগত ভাবেই সহসাই ঘটেছিল, অত্ৰ কিছু কারণ নেই, এরূপ বুঝতে হবে। জী° ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণু টীকা : ইমা আনন্দজাড্যান কিমপি ক্রবতে ইত্যেবমচেতনেষপি প্রশ্নকামাদির্দর্শনাভ্যামুভানাং বচাংসীব বচাংসি যাসাং তাঃ। ততশ্চ তস্ত্রাঘেষণেহপি কাতরাস্তম্মধ্যে কাশ্চিদেবং প্রত্যেকঃ পরামমুগ্ধঃ সংপ্রত্যহমেব স্বরূপচেষ্টাত্মকরণেনান্যান্যং কৃষ্ণাকারঃ দর্শয়িত্বা অপি কাতরাণামাসাং স্বস্ত চ মৌহুর্ভিক্,মপি নিবৃত্তিং নিষ্পদয়ামেতি মনসি কৃষ্টা তস্ত সর্বং এব লীলাঃ ক্রমেণ স্মৃত্যাকটীকৃত্য পূতনাবধলীলামল্লচক্রুস্তস্মিন্নেবাআমনো যাসাং তাঃ। তত্র চ প্রতিকূলানামল্লকরণং যোগমায়ৈব তন্মধ্য এব গোপীস্বরূপা ভূত্বা তত্তল্লীলাসিদ্ধার্থং চকার, অল্লকূলানুকরণন্ত গোপাশ্চক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্। “নো নঃ কথা বদ সদঃস্বিতি তন্নিষিক্কেহপ্যানন্দনিয় ইহ তা যদবোচমেব। নামনি তু প্রথয়িতাশ্চি তদত্র নাসামিথং মুনির্মনসি সম্প্রতি নিশ্চিকারঃ”। বি°১৪ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ : ইত্যুন্মত্তবচাগোপ্যাঃ—এই লতাসকল কৃষ্ণস্পর্শের আনন্দে জাড্য বশতঃ কিছু বলছে না—ইত্যাদি রূপে অচেতনের নিকটেও প্রশ্ন করছেন তাদের ভিতরও কামাদি দর্শন করছেন—ইহা উন্মত্তেরই লক্ষণ এইরূপ উন্মত্তবৎ কথা বলতে বলতে যাঁরা কৃষ্ণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেই গোপীগণ অতঃপর কৃষ্ণ খোঁজায়ও অসমর্থ হয়ে পড়লেন। এর মধ্যে কোনও গোপী প্রত্যেককে এইরূপ পরামর্শ দিলেন—সম্প্রতি আমিই কৃষ্ণের স্বরূপ-চেষ্টাদি অনুকরণের দ্বারা নিজেকে কৃষ্ণাকার রূপে দেখিয়ে অতি কাতর এদের নিজেরও এক মুহুর্তের জন্ম পরমা

১৫। কস্যাশ্চিৎ পুতবায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যাপিবৎ স্তবম্ ।

তোক্যিহ্না রুদতাব্যা পদাহব্ শকটায়তীম্ ॥

১৫। অর্থঃ : অনুকরণমেব প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ—পুতবায়ন্ত্যা ইতি । কৃষ্ণায়ন্তি (কৃষ্ণদাচরন্তী কাচিৎ গোপী) পুতবায়ন্ত্যাঃ (পুতবায় আচরন্ত্যাঃ) কস্যাশ্চিৎ (গোপ্যাঃ) স্তবং অপিবৎ । অত্যা (গোপী) তোকারীত্যা (তোকবৎ আত্মনং কৃত্বা) রুদতী (সতী) শকটায়তীম্ (অত্যাং শকটায়মানাং গোপীং) পদা অহন্ (তাড়িতবতী ইত্যর্থঃ) ॥

১৫। মূল্যাবুদাদ : (কৃষ্ণায়ন্তিকা হয়ে গোপীগণ কে করুপ অনুকরণ করতে লাগলেন, তাই বলা হচ্ছে—)

কৃষ্ণের আয় আচরণকারিণী কোন গোপী পুতনার আয় আচরণকারিণী কোনও গোপীর স্তন পান করতে লাগলেন । অত্যা কোনও গোপী কৃষ্ণের বালগোপালের অনুকরণ করতে করতে শকটাসুরের আয় অবস্থিত কোনও গোপীকে পদাঘাত করলেন ।

শাস্তি আনয়ন করব, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করে কৃষ্ণের সব কিছু লীলাই ক্রমে ক্রমে স্মৃতিতে নিয়ে এসে পুতনাবধলীলা অনুকরণ করতে লাগলেন তদাত্মিক—কৃষ্ণেতেই মন যাঁদের সেই গোপীগণ । এর মধ্যে প্রতিকূল ভাবের অনুকরণ যোগমায়াই করলেন, সেই সেই লীলা সিদ্ধির জন্ত, ঐ গোপীদের মধ্যেই গোপীস্বরূপ হয়ে । অনুকূল জনের অনুকরণ তো গোপীগণই করলেন, এরূপ বুঝতে হবে ।

আমাদের কথা সভামধ্যে বলা না, গোপীদের কতৃক এরূপ নিষেধ প্রাপ্ত হয়েও আমি আনন্দ-মগ্ন হয়ে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ এখানে বলে ফেলেছি, তা হলেও এঁদের নাম বিস্তার করব না, সম্প্রতি মনে মনে এরূপ নিশ্চয় করলেন শ্রীশুকদেব । বি^০ ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : তদাত্মকত্বেনানুকরণশ্চ প্রপঞ্চমাং—নবভিঃ, পুতবায়ন্ত্যা ইতি । তথাপি স্বভাবস্থিতত্বেন পুতনাবদাচরন্ত্যা এব, ন তু তত্তদ্বিকল্পভাবায়া ইত্যর্থঃ । কৃষ্ণায়ন্তীতি তু ‘কৃষ্ণার্ভ ভাবনাম্’ ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ ভাবতোহপি তদাচরন্তীতি লভ্যতে । এবমুত্তরত্রাপি ‘স্তনমপিবৎ’ ইতি চানুকরণমাত্রম্, তন্মাত্রস্তা-পেক্ষিতত্বাৎ, শকটায়তীং শকটায়মানাং, তাদৃশত্বং হস্তপাদাভ্যাং ভুবমবষ্টভ্যাধোমুখতয়ৈবোচ্চৈরবস্থানম্ জী^০ ১৫ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকাবুদাদ : “তদাত্মক ভাবে যে অনুকরণ, তাই প্রপঞ্চিত করা হচ্ছে—নয়টি শ্লোকে । পুতবায়ন্ত্যা ইতি—পুতনার অভিনয় করলেন বটে, তথাপি নিজ মধুর ভাবে স্থিত থেকেই পুতনার মতো আচরণ করলেন, পুতনার সেই সেই বিরুদ্ধভাবে স্থিত হয়ে নয় কিন্তু । কৃষ্ণায়ন্তী—কোনও গোপী কৃষ্ণের অভিনয় করলেন, এখানে কিন্তু কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হয়েই “কৃষ্ণের অভিনয় করলেন—এ বিষয়ে প্রমাণ পরবর্তী ১৬ শ্লোকের বাক্য “কৃষ্ণের বাল্যভাবে আবিষ্ট অত্যা এক গোপী ।” তাই পরে আছে, স্তবং অপিবৎ—স্তন পান করলেন এখানেও অভিনয় মাত্র, যেহেতু এখানে অভিনয় মাত্রই প্রয়োজন । আরও কোন গোপী নিজেকে

১৬। দৈত্যায়িত্বা জহারণ্যামেকা কৃষ্ণাভভাবনাম্ ।

রিত্যায়াস কাপ্যজ্জী কৰ্ষন্তী ঘোষনিঃস্রবঃ ।

১৬। অর্থঃ : একা দৈত্যায়িত্বা (তৃণাবর্তদৈত্যবৎ আত্মানং কৃতা) কৃষ্ণাভ ভাবনাং (কৃষ্ণস্য 'অভঃ' বালং ভাবয়তি যা ত্বাং) অত্যাং জহার । কাপি অজ্জীকৰ্ষন্তী (জাহ্নুদ্বয়ং ভূমৌ ঘৰ্ষতী সতী) ঘোষনিঃস্রবৈঃ (কিঙ্কিনীরবৈঃ) রিত্যায়াস ॥

১৬। মূলানুবাদ : কোনও গোপী তৃণাবর্ত' দৈত্যের অনুকরণ করতে করতে কৃষ্ণের বাল্যসংস্কারযুক্তা অত্ গোপীকে হরণ করলেন । কোনও গোপী কিঙ্কিনীর রুণুবুণু ধ্বনি তুলে হামাগুড়ি দিতে লাগলেন ।

শিশু কৃষ্ণের ত্রায় করে কাঁদতে কাঁদতে শকটায়তীম্, শকটের ন্যায় আচরণকারিণী অর্থাৎ অধোমুখী হয়ে হাত-পা দ্বারা মাটি অবলম্বন করত দেহ উর্ধ্বে উঠিয়ে শকটাকৃতি ধারিণী অত্ গোপীকে পদাঘাত করলেন । জী^০ ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিম্ব টীকা : এবমনুকরণঞ্চতুর্ভিরাহ,—পুতনায়ন্ত্যাঃ পুতনাবদাচরণ্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরণ্তী স্তনমপিবৎ, পানমহুচক্রে । তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃতা । বি^০ ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিম্ব টীকানুবাদ : এই লীলা অনুকরণ চারটি শ্লোকে বলা হচ্ছে—পুতনায়ন্ত্যাঃ—কোনও গোপী পুতনার মত আচরণ করতে লাগলেন, কৃষ্ণায়ন্তী কৃষ্ণবৎ আচরণকারিণী কোনও গোপী (স্তন পান করতে লাগলেন) । তোকায়িত্বা—নিজকে শিশুর মত করে ক্রদন্তী—কাঁদতে কাঁদতে পদাঘাত করলেন শকটের মতো আচরণকারিণীকে । বি^০ ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : কৃষ্ণা আভ-ভাবনা বাল্যবাসনা, সৈব সা যন্তাত্মাং জহার, তন্ত্রা-বেশেন তদ্রূপমহুকৃত্য দর্শিতবতীত্যর্থঃ । ঘোষঃ কিঙ্কিন্যন্তেয়াং নিঃস্রবৈঃ কৃতা সহিতা সেবিতা বা । তচ্চ সাক্ষাদেব তাসামপি পাদেষু নৃপূরসম্ভাবাৎ । এতচ্চ ঘোষ-প্রঘোষ-রুচিরমিত্যুক্ত রিত্যায়লীলানুকরণম্ । জী^০ ১৬ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : কৃষ্ণাভভাবনাম্—কৃষ্ণের বাল্য সংস্কারই সংস্কার হয়েছে যার সেই গোপীকে অর্থাৎ কৃষ্ণের বাল্য-সংস্কার যুক্তা গোপীকে—জহার—হরণ করলেন, দৈত্য আগমন ভাবনায় কৃষ্ণের জত্ যে ভয় তার আবেশে কৃষ্ণ-হরণ লীলা অভিনয় করে দেখালেন । ঘোষনিঃস্রবঃ—কিঙ্কিনীর রুণুবুণু শব্দের সহিত, বা ঐ শব্দের দ্বারা সেবিতা কোন গোপী হামাগুড়ি দিতে লাগলেন । এই শব্দের প্রসঙ্গ করার কারণ ঐ গোপীদের পায় সাক্ষাৎ ভাবেই তো নূপুর পরাই ছিল । এটি হল (শ্রীভা^০ ১০।৮।২২) শ্লোকে বর্ণিত রামকৃষ্ণের নূপুরাদির ধ্বনিতে মনোহর হামাগুড়ি লীলার অভিনয় । জী^০ ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিম্ব টীকা : দৈত্যায়িত্বা তৃণাবর্তদৈত্যবদাচরণ্তী একা কৃষ্ণা আভঃ বাল্যং ভাবয়তি যা ত্বাং ।

১৭। কৃষ্ণরামায়িতে হে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন । ৩৬

বৎসায়তীংহস্তি চাবা তাত্রকা তু বকায়তীম্ ॥

১৮। আত্ময় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তম্ভবর্ভতীম্ ।

বেণুং ক্ৰণস্তাং ক্রীড়ন্তীমব্যাঃ শংসন্তি সাদ্ধিতি ॥

১৭। অর্থঃ : হেতু (গোপ্যো) কৃষ্ণরামায়িতে (কৃষ্ণরামো ইব চিত্রীড়তুঃ) কাশ্চন (গোপ্যঃ) গোপায়ন্ত্যঃ চ (গোপবালকবৎ চিত্রীড়, চ কারাৎ বৎসবৎ চ চিত্রীড়তুঃ) তত্র (স্থলে) অত্রা (কৃষ্ণায়মানা) বৎসায়তীং (বৎসাস্থবৎ আচরন্তীং) হস্তি (হননানুকরণং অনুকরোতি) একাতু (কৃষ্ণায়মানা) বকায়তীং চ (বকাস্থবৎ আচরন্তীং, চ কারাৎ অবায়মানাঞ্চ হস্তি) ॥

১৮। অর্থঃ : অতঃ (গোপ্যঃ) দূরগা (দূরস্থিতাঃ গাঃ) যদ্বৎ (যথা কৃষ্ণ তথা) আত্ময় তং (কৃষ্ণং অনুকূর্বতীং বেণুং ক্ৰণস্তীং (বংশীং বাদয়ন্তীং) ক্রীড়ন্তীং (কাশ্চন গোপীং) সাধু ইতি শংসন্তি (প্রশংসন্তি) ।

১৭। মূলানুবাদ : ছই গোপী কৃষ্ণরামের খেলার অভিনয় করতে লাগলেন, সেখানেই অপর কতগুলি গোপী রাখাল বালকদের খেলার অভিনয় করতে লাগলেন। অত্র কোনও কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী গোপী বৎসাস্থরের অভিনয়কারিণী গোপীকে হননের অভিনয় করলেন।

১৮। মূলানুবাদ : শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী কোনও গোপী দূরস্থিতা গাভীদের বেণুরব দ্বারা আহ্বান করে ক্রীড়া করতে লাগলেন। নিজেদের গোপমাননাকরিণী অত্র গোপীগণ কৃষ্ণানুকরণকারিণী এই গোপীকে 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন।

১৬। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ : দৈত্যায়িত্বা একা—তৃণাবত' দৈত্যের মতো আচারণবতী কোনও এক জন। কৃষ্ণার্থ ভাবনাম্—কৃষ্ণের বাল্যভাব ভাবুকা কোনও এক গোপীকে (চুরি করে নিল)। বি° ১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : হে চিত্রীড়তুস্তত্র কাশ্চন গোপায়ন্ত্যো গোপবালকায়ন্ত্যচিত্রীড়তুঃ। তদানীং বালকৈরেব বৎসচারণাৎ। তন্ত্রামেব সভায়াং লীলাস্তরমাহ—বৎসেতি। অত্রা কৃষ্ণায়মানা, তত্র তস্মিন্ সতি, একা চ কৃষ্ণায়মানা হস্তি হননানুকরণমনুকরোতি অহমিত্যর্থঃ ॥ জী° ১৭

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : কৃষ্ণরামায়িতে হে—ছই গোপী কৃষ্ণরামের খেলার অভিনয় করতে লাগলেন—সেখানে অপর কতগুলি গোপী গোপায়ন্ত্যঃ—গোপবালকগণের খেলার অভিনয় করতে লাগলেন। সেই সময়ে বালকবিশোধারিণী গোপীগণের দ্বারা বৎসচারণ লীলা অভিনীত হওয়া হেতু সেই সভাতে অত্র লীলার অবতারণা করা হচ্ছে—বৎসায়তী। অব্যা—অত্র কোন কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী গোপী বৎসায়তীং—বৎসাস্থরের অভিনয়কারিণী গোপীকে হননের অভিনয় করলেন। এবং এক গোপী কৃষ্ণের অভিনয় করতে করতে বকাস্থরের অভিনয়কারিণীকে বধের অভিনয় করলেন। জী° ১৭ ॥

১৯। কস্যাঙ্কিং স্বভূজং বাস্য চলন্ত্যাহাপরা বনু ।

কৃষ্ণাহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তথ্যবাঃ ॥

১৯। অর্থঃ : অপরা (কাচিৎ গোপী) কস্যাঙ্কিং (কস্যাঃ অপি গোপ্যাঃ স্বকৃদেধে) স্বভূজং বাস্য (সংস্থাপ্য) চলন্তী তন্ননাঃ (কৃষ্ণগতচিত্তা সত্যী হে গোপ্যাঃ) অহং কৃষ্ণঃ (মম) ললিতাং (মনোজ্ঞাং) গতিং (গমনভঙ্গীং) পশ্যত ইতি আহ ॥

১৯। মূলানুবাদঃ : কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্তা অথ কোন গোপী অপর এক গোপীর স্বক্কে নিজবাহু স্থাপন করত চলতে চলতে বললেন—হে গোপীগণ দেখ আমি কৃষ্ণ, আমার ললিত গমনভঙ্গী দেখ ।

১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তদেবমহুকরণমাত্রমুক্তম্, অধুনা প্রলম্ববধ-প্রাক্তন-গ্রীষ্মকৃত-বিচিত্রলীলানু-
করণে শৃঙ্গারালম্বনরূপ-তদীয়-কৈশোরাবির্ভাবাৎ, পুনরপি প্রিয়ানুকরণরূপং লীলাধ্যমনুভাবমাহ—আহুয়তি স্বাভ্যাম্ ।
দূরগা ইতি সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ দূরগবীরিতার্থঃ । অত্যাঃ গোপস্বভাঃ ॥ জী° ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : এইরূপে এতক্ষণ অনুকরণমাত্র বলা হল, এখন
প্রলম্ব-বধের পূর্বের গ্রীষ্মকালে কৃত বিচিত্র লীলা-অনুকরণ কালে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসের আলম্বন-
স্বরূপ কৈশোরের আবির্ভাব হওয়া হেতু পুনরায় প্রিয়ানুকরণরূপ লীলা নামক ‘অনুভাব’ বলা
হচ্ছে—আহুয় ইতি দুটি শ্লোকে । দূরগা—দূরে অবস্থিতা গোসকলকে অত্যাঃ—নিজেদের গোপ
মাননাকারিণী অথ গোপীগণ । জী° ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিম্ব টীকা : দূরগাঃ দূরবর্তিনীগাঃ যদং কৃষ্ণ আহুয়তি তদ্বদেবাহুয় তং কৃষ্ণমহুবর্তীম্ । অনু-
কূর্বতীমিতি চ পাঠঃ । বি° ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিম্ব টীকানুবাদঃ : দূরগাঃ ইত্যাদি—গো সকল দূরে চলে গেলে কৃষ্ণ যেমন
বেণু ধ্বনিতে ডেকে তাঁদিকে পিছে পিছে চালনা করতেন সেইরূপ ইত্যাদি । বি° ১৮ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : গতিং নৃত্যলীলাম্ ॥ জী° ১৯

১৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : গতিং—নৃত্যলীলা । জী° ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিম্ব টীকা : ততশ্চাভ্যাপি লীলা অনুচরীকীর্ণস্তীনামপি তাঙ্গাং তদ্ব্যনাদিকাবশেনোন্মাদসঞ্চা-
রিপ্রাবল্যেন চান্নানুসন্ধানাপগমাৎ কৃষ্ণতাদাত্ম্যমাহ,—চতুর্ভিঃ কস্যাঙ্কিদিতি । অহং স্ববলস্বক্কার্পিতভূজঃ কৃষ্ণঃ প্রসিদ্ধ-
স্তন্যায়ম্ ললিতামতিরমণীয়াম্ ॥ বি° ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিম্ব টীকানুবাদঃ : অতঃপর অনুধরণের লীলাও অনুকরণ করণে ইচ্ছুক সেই
গোপীদের সেই লীলাধ্যান-আধিক্যবশে ও উন্মাদ নামক সঞ্চারিভাবের প্রাবল্যে ‘আমি কে’
সেই অনুসন্ধান একেবারে লোপ হেতু যে কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হল, তাই বলা হচ্ছে চারটি
শ্লোকে—কস্যাঙ্কিং ইতি । কৃষ্ণ-তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা কোনও গোপী বলছেন—‘আমি কৃষ্ণ স্রবলের স্বক্কে
বাহু স্থাপন করে চলেছি, আমার ললিতাং—রমণীয় চলনভঙ্গী দেখ হে দেখ ।’ বি° ১৯ ॥

২০। মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তভ্রাণং বিহিতং ময়া ।

ইত্য়াজ্ঞৈরকন হাস্তন যতস্ত্যস্মিদপ্লেঃস্বরম্ ॥

২১। আক্কাহাকা পদাক্রম্যা শিরস্যাহাপরাং নৃপ ।

দুষ্ট্যাহ গচ্ছ জাতোহং খলানাং ননু দণ্ডধ্বক্ ॥

২০। অন্বয়ঃ : বাতবর্ষাভ্যাং মা ভৈষ্ট (ভয়ং মাক্কাষ্ট) হি (যতঃ) ময়া তভ্রাণং (তাভ্যাং বাতবর্ষাভ্যাং রক্ষণং) বিহিতং ইত্যুক্তা যতন্তী একেন হস্তেন অন্বয় উন্নিদধে (উদ্ধং ধৃতবতী) ॥

২১। অন্বয়ঃ : (হে) নৃপ! অপরা (ক্ಷয়মানা গোপী) পদা শিরসি আক্রম্য আরুহ একাং (কালিয়বৎ আচরন্তীং গোপীপ্রতি) আহ (হে) দুষ্টাহে! (কালীয়া!) গচ্ছ নহু অহং খলানাং দণ্ডধ্বক্ জাতং (অস্মি) ।

২০। মূলানুবাদঃ : (গোবর্ধন-ধারণ লীলার আবেশ বশতঃ সাক্ষাৎ ঝড়বৃষ্টির ক্ষুতি হওয়ায় এই গোপী বললেন—) হে ব্রজজন, ইন্দ্রকৃত ঝড়বৃষ্টি থেকে তোমরা ভয় কর না, আমি তোমাদের রক্ষার উপায় করছি, এই বলে অতিষত্রে এক হাতে নিজেব উত্তরীয় বস্ত্র উপরে তুলে ধরলেন ।

২১। মূলানুবাদঃ : হে রাজন্! কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী অত্র এক গোপী পায়ের দ্বারা আক্রমণ করত অপর এক গোপীর মস্তকে উঠে পাড়ে বললেন—অরে দুষ্ট কালিয়, দূর হয়ে যা, অত্রথা দণ্ড বিধান করব। দেখ, দুষ্টের দণ্ডদাতারূপে আমি অবতীর্ণ হয়েছি ।

২০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : বাতবর্ষাভ্যামিতি তত্তলীলাবেশেন সাক্ষাৎস্বাদিস্থূর্তেঃ। এবমগ্রে দাবাগ্নি পশুতঃ ইত্যপি অত্র ত্রাসাতিরেকেন শৃঙ্গাররসসঙ্কোচান লীলোদাহরণম্ ॥ জী° ২০

২০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : বাতবর্ষাভ্যাং ইতি—ঝড়বৃষ্টি থেকে (ভয় কর না) সেই সেই লীলা-আবেশে সাক্ষাৎ ঝড়বৃষ্টির ক্ষুতি হেতু-ভয়ের উদাহরণ স্বরূপে গোবর্ধন ধারণ লীলার অভিনয় বলা হল কিন্তু পরবর্তী ২২ শ্লোকে “দেখ দেখ দাবাগ্নি” এরূপ উক্ত হলেও এই দাবাগ্নিপান লীলার অনুকরণ করা হয়নি, অতিশয় ভয়ে শৃঙ্গার রস সঙ্কোচিত হয়ে যাওয়া হেতু । জী° ২০ ॥

২০। শ্রীবিষ্ণু টীকাঃ : যতন্তী প্রযত্ন কুর্ষতী অন্বয় উত্তরীয়বস্ত্র উন্নিদধে উদ্ধং ধৃতবতী । বি° ২০

২০। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদঃ : যতন্তী ইত্যাদি—গোবর্ধনধারণ লীলাটি উত্তম রূপে ফুটিয়ে তুলবার জন্য প্রযত্নশীলা এক গোপী নিজ উত্তরীয়বস্ত্র বা হাতের উপরে উঠিয়ে ধরলেন কৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ ভঙ্গীতে । বি° ২০ ॥

২১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : পদাক্রমণপূর্বকমারুহ ইত্যর্থঃ । নহু নিশ্চয়ে সস্বোধনে বা । নৃপেতি পার্শ্বে আশ্চর্য্যেণ সস্বোধনম্ । দুষ্টা হে ইতি কালিয়শ্চ ত্রাক্ষরেন সস্বোধনম্ । গচ্ছ ইতো নিঃসর, অত্রথা দণ্ড করিষ্যে, ইত্যাহ—জাত ইতি । নহু নিশ্চিতং তল্লীল্যামেতৎসাক্ষাৎস্বাদিপ্যনুকরণং, তত্রস্থশ্চ বাক্যশ্চ শেষেণ তাৎপর্য্যেণ বা ॥ জী° ২১

২২। তত্রৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যাতোল্লগম্।

চক্ষুঃশ্রাব্যাপিদধ্বং বা বিপ্রাস্যে ক্ষেময়জ্জসা ॥

২২। অন্বয় : তত্র (তাসাং গোপীনাং মধ্যে) একা (কৃষ্ণায়মানা গোপী, গোপবৎ আচরমানাঃ গোপী প্রতি) উবাচ হে গোপাঃ! উন্নয়ং (দৃশ্যং) দাবাগ্নিং পশ্যত, আশু চক্ষুঃশ্রাব্যাপিদধ্বং (নিমীলয়ত) বঃ (যুগ্মকং) ক্ষেমং (কুশলং) অজ্জসা বিপ্রাস্যে (করিষ্যামি অহমিতি)।

২২। মূলানুবাদ : (কালিয়-দমনলীলা অভিনয় সময়ে নিজেকে কৃষ্ণভাবনাকারিণী গোপী অত্যাশ্রয় গোপীদের গোপ-ভাবনায় বললেন—) হে গোপগণ! দেখ-দেখ সম্মুখে ঐ চোখ-বলমানো দাবাগ্নি! চোখ বোজ, অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের মঙ্গল বিধান করছি।

২১। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : পদাক্রম্য—পায়ের দ্বারা আক্রমণ করত আক্রমণ—আরোহন করে, বনু—নিশ্চয়ে বা সম্বোধনে। ‘নূপ’ পাঠে আশ্চর্যে সম্বোধন ‘হে নূপ’। দুফটাহে—শুক্রারে কলিয়ের সম্বোধন। গচ্ছ—দূর হে যা, অত্যাশ্রয় দণ্ড বিধান করব, এই আশয়ে জ্ঞাত ইতি—আমি খলের দণ্ডদাতা হয়ে জন্মেছি। কালিয়দমন লীলায় ‘গচ্ছ’ ইত্যাদি বাক্য নেই, তবুও যে এখানে অভিনয়ে বলা হল, তা সেখানে বাক্যের শেষে আছে, এই নিশ্চয়ে বা লীলার তাৎপর্য গ্রহণ হেতু।

২১। শ্রীবিম্ব টীকা : দুফটাহে হে কালিয়। বি^০ ২১

২১। শ্রীবিম্ব টীকানুবাদ : দুফটাহে—রে দুফট কালিয়। বি^০ ২১ ॥

২২। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : তত্র চেতি চকারেণাশ্রয়ঃ। কালিয়দমনলীলাভুক্তরণে স্থিতার্থঃ। তত্রৈকোবাচ—হে গোপা ইতি, পাঠস্ত বহুত্রৈব। রে-শব্দকৃত্যদ্ব্যাহ্বাদ্রিয়তে। এবং শ্রীকৃষ্ণেনাপি তত্র চক্ষুঃপিধানমা-দিষ্টমিতি গম্যতে। দাবাগ্নিং পশ্যাতোল্লগমিতি তু তত্র হেতুবাক্যম্; উন্নয়ং চক্ষুঃস্তোজোহরমিতার্থঃ, তচ্চ নিমীলনার্থ্যবাজাদেব। এবং মুঞ্চাটবী-সম্বন্ধ্যপি সম্বন্ধনীয়মিতি পৃথগ্ ন বর্ণিতমিতি জ্ঞেয়ম্। অপিদধ্বমিতি—‘দধন্তথোশ্চ’ ইতি স্মরণাদভ্যাসস্ত ভব্ ভাবপ্রাপ্তেরপি ধ্বমিতি বক্তব্যেহপি দধ্বমিতি পাঠ আর্থঃ, লেখকপ্রমাদজো বা। ভব্ভাবো বর্গচতুর্থম্; অজ্জসাহন্যাসেনৈব ॥ জী^০ ২২

২২। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : তত্র চ—কালিয়দমন লীলা অভিনয় সময়ে। বহুস্থানে পাঠ ‘তত্রৈকোবাচ হে গোপা’ আছে, রে’ শব্দ রুচি সম্মত না হওয়ায় ‘তত্রৈকা চাহ রে’ পাঠ আদৃত হয় নি। এ-শ্লোকে এইরূপে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ মাননাকারিণী কোনও গোপী চোখ বুজতে আদেশ দিয়েছেন, এরূপ বুঝা যায়। ‘চক্ষু বলমানো দাবাগ্নি দেখ’ একথা সেক্ষেত্রে হেতুবাক্য। উপলব্ধ—চক্ষু বলমানো, ছলে চোখ বোজানোর জ্ঞাত একথা বললেন। মুঞ্চাটবী লীলা এই লীলার অনুরূপ বলে আর পৃথক বলা হল না, এরূপ বুঝতে হবে। চক্ষুঃশ্রাব্যাপিদধ্বং—চোখ বোজ। ‘অপিদধ্বম’ বক্তব্য স্থানে বলা হল ‘অপিদধ্বং,’ ইহা আর্থ প্রয়োগ, বা লেখক প্রমাদজ। চোখ বোজায় ধ্যানযোগে হৃদয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাবে চুঃসহ বিরহাগ্নি জ্বালার উদয়, তাতেই বাইরে দাবাগ্নি দর্শন। অজ্জসা—অন্যাসে ॥ জী^০ ২২ ॥

২৩। বন্ধাবায়া শ্রজা কাচিং তদ্বী তত্র উলুখলে।

বন্ধায়ি ভাঙভভারং হৈয়ঙ্গবম্মস্তিত্তি।

ভীতা সুদৃকপিধায়াস্যাং ভোজ ভীতি-বিড়ম্বনম্ ॥

২৩। অর্থঃ : তত্র (গোপীনাং মধ্যে) অগ্নয়া (ভাবনা লক্ষ্যয়া শ্রীব্রজেশ্বরীমহাকুর্বত্যা গোপ্যা কত্র্যা) ভান্ডভেভারং হৈয়ঙ্গবম্মং (নবনীত অপহারকং) বন্ধায়ি (ইত্যুক্তবা) শ্রজা (মালয়া) উলুখলে (উলুখলাহুকারিণ্যাং কণ্যাক্ষিং (গোপ্যাং) বন্ধা কাচিং তদ্বী ভীতা সুদৃক্ আশ্রয় পিধায় (হস্তাভ্যাং আচ্ছাদ্য) ভীতিবিড়ম্বনং (ভয়ানুকরণং) ভেজে (আচচার)।

২৩। মূলানুবাদঃ : ‘দধি-মহন-ভাণ্ড ভগ্নকারী এই ননী চোরকে আমি এই বন্ধন করছি’—মা যশোদার লীলাহুকারিনী কোনও গোপী এরূপ বলে কৃষ্ণলীলাহুকারিণী কোনও গোপীকে উদু-খলের আকারে বসা কোনও গোপীর সহিত মালা দ্বারা বন্ধন করতে নিলে সেই কৃষ্ণাবিষ্টা গোপী ভয়ের অভিনয়ে চূপসে গিয়ে চকিত চকিত চাইতে লাগলেন ও হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে কাকুবাক্য বলতে লাগলেন।

২৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অগ্নয়া পূর্বমুক্তৈব্রজেশ্বরীচেষ্টামাত্রঃ কুর্বত্যা, তদ্বী বিরহাভ্যাস্য সত্ত্ব এব কাশ্যং প্রাপ্তা অত্রানুকরণে। উলুখল ইতি উলুখলাহুকারিণ্যাং কণ্যাক্ষিদিত্যর্থঃ। সুদৃগিতি দৃগ্ভ্যামপি চকিতবিলোকনাদিনা ভয়মহুচকারেত্যর্থঃ। মুখং পিধায় হস্তাভ্যামেষ বালকভয়-স্বভাবঃ। ভীতিঃ কৃষ্ণা ভয়কার্য্যং কণ্পাদি, কিঞ্চিদ্রোদনবাক্যাদি চ, তদনুকরণং ভেজে। এবমত্মাসামপি লীলানুকরণং যথাহংমুহম্ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : অব্যয়া—পূর্বের উক্তি অনুসারে ব্রজেশ্বরীর ক্রিয়াগুলি করে যাচ্ছিলেন যিনি, সেই অগ্ন এক গোপী দ্বারা (কোন এক তদ্বী বন্ধা হলে)। তদ্বী—বিরহ-আর্তিতে কৃশতাপ্রাপ্তা ছিলেনই—সদ্যও অভিনয়ে কৃশতাপ্রাপ্তা দেখালো। উলুখলে—হাত-পা গুটিয়ে উলুখলের আকৃতি অনুকরণকারিণী কোনও গোপী। সুদৃক্—স্ননয়নী, চকিত চকিত চাউনি দ্বারা ভয়ের অভিনয়কারিণী। পিধায়াস্যাং—হাত দিয়ে মুখ ঢেকে, ভয় হলে এরূপ করাই বালকের স্বভাব। ভীতি—মায়ের থেকে কৃষ্ণের যে ভয়জনিত কণ্পাদি ও কিঞ্চিং কাঁদ-কাঁদ কথা, ভোজ—তার অভিনয় করতে লাগলেন। এইরূপে অগ্ন যে সব লীলা, তারও অনুকরণ যথাযোগ্য করলেন। জী° ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিম্ব টীকা : অতশ্চাক্ষাভ্যাদস্ত প্রাপ্ত্যে শান্তে সতি কৃষ্ণতাদাত্ম্যস্তাপি শৈথিল্যমভূততশ্চ অহং গোপীত্যাগ্নানমহুসন্দধানাং কাঞ্চিদ্রোদন-হৈয়ঙ্গবমোষণ-লীলাহুকারণোদ্যতামালস্য যোগমায়ৈব শ্রীযশোদায়মানা তদুচিত্তঞ্চকারেত্যাহ,—বন্ধেতি। হৈয়ঙ্গবম্মস্ত বন্ধায়িত্যুক্তা অগ্নয়া কাচিং শ্রজা বন্ধা সুদৃক্ আশ্রয়মাচ্ছাদ্য ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং ভেজে ইত্যর্থঃ।

২৩। শ্রীবিম্ব টীকানুবাদ : : অতঃপর অকস্মাৎ উন্মাদের প্রাবল্য শান্ত হয়ে এলে কৃষ্ণ-তাদাত্ম্যেরও শৈথিল্য হল। অতঃপর ‘আমি গোপী’ এরূপ নিজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রাপ্তাদের মধ্যে কোনও গোপীকে দধিভাণ্ড ভগ্নন, ননীচুরি লীলা অনুকরণে উত্তত দেখে যোগমায়াই যশো-

২৪। এবং কৃষ্ণঃ পৃচ্ছমাচা বৃন্দাবনলতান্তরং ।

ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাস্তবঃ ॥

২৪। অর্থঃ : (গোপ্যঃ) এবং (পূর্বোক্ত প্রকারেণ) বৃন্দাবনলতান্তরং কৃষ্ণঃ পৃচ্ছমাচা বনোদ্দেশে (বনপ্রদেশে) পরমাস্তবঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত পদানি (পদচিহ্নানি) ব্যচক্ষত (অপশ্ন) ॥

২৪। স্মলাবুবাদ : গোপীগণ এইরূপে বৃন্দাবনস্ত বৃক্ষ-লতাদিকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে বনের একস্থানে রাখার পরমপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল দেখতে পেলেন ।

দার ভাব অভিনয় করে তহুচিত কর্ম করতে লাগলেন । এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বদ্ধেতি । হে ছুটু ছেলে তুমি ননী চরি করে পালাচ্ছ, তোমাকে আমি বেঁধে রাখবো, যশোদার অভিনয়-কারিণী গোপীরাপিণী যোগমায়া এরূপ বললে মালার বন্ধনে বাঁধা কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী কোনও স্ননয়নী গোপী ছই করকমলে মুখ আচ্ছাদন করে ভয়ের অনুকরণ করতে লাগলেন । বি^০ ২৩ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : এবং তত্ত্বলীলানাং পুনঃপুনঃ গানানুকরণয়োঃ প্রকারেণ তৎপ্রকার-বিশিষ্টং প্রশ্নং কুর্বাণা ইত্যর্থঃ । পরমাস্তবঃ সর্বেষামপি মূলধরুপস্ত পদানি বনোদ্দেশে ব্যচক্ষতেত্যর্চ্যে । যত্র মুনয়ো বেদেহপি যথাকথঞ্চিদেব স্মৃচকতয়া শব্দরূপাণ্যেব পদানি তর্কয়ন্তি মাত্রম্, তস্মৈব তাঃ স্ববিহারবনোদ্দেশে সাক্ষাচ্চরণচিহ্নরূপাণ্যেব পদানি ব্যচক্ষত ইতি । অহো এতন্মাত্রাংশেহপি বয়ং সর্বেষহপি মুনয়ো ন তাসাং সাম্যং প্রাপ্তুমঃ, কিং পুনস্তাদৃশপ্রেম-বিশেষাসাদিত-নিত্যতদীয়-প্রেয়সীভাবাংশ ইতি ভাবঃ । অন্তর্হিত ইত্যাদি-প্রকরণে তেষাং ব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং গানসহিতাশ্বেষণং, তৃতীয়ং পূতনাবধাত্তকরণং, চতুর্থং পুনরপ্যশ্বেষণং, পঞ্চমং পদদর্শনমিতি ক্রমঃ । স্বব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং বাহুপ্রসার ইত্যাত্তকরণং, তৃতীয়ং গানসহিতাশ্বেষণং তত্রৈব মধ্যে মধ্যে পূতনাত্তকরণং, চতুর্থং পদদর্শনমিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ জী^০ ২৪ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকাবুবাদ : এবং—সেই সেই লীলার পুনঃ পুনঃ গান ও অভিনয়ের রীতিতে সেই বিশিষ্ট প্রশ্ন পৃচ্ছমাচাঃ—জিজ্ঞাসা করতে করতে পরমাস্তবঃ—সকলের মূলধরুপের পদসকল বনপ্রদেশে ব্যচক্ষত—দেখতে পেলেন, এই শব্দে আশ্চর্য ভাব ধ্বনিত হচ্ছে—মুনিগণ বেদেও যথাকথঞ্চিৎই সঙ্কেতে শব্দরূপেই যাঁর চিহ্নসমূহ বিচারমাত্র করে থাকেন, স্ববিহার-বনপ্রদেশে গোপীগণ সেই তাঁরই পদানি—চিহ্নসমূহ সাক্ষাৎ চরণচিহ্নরূপেই দেখতে পেলেন । —এই মাত্র অংশেই আমরা সকলে মুনি হলেও এই গোপীদের সমান নই—তাদৃশ প্রেমবিশেষে প্রাপ্তা নিত্যতদীয় প্রেয়সীভাবাদি অংশে যে সমান নই, এতে আর বলবার কি আছে ? এরূপভাব । এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ‘অন্তর্হিত’ ইত্যাদি প্রকরণে শ্রীহামিপাদ তাঁর ব্যাখ্যায় লীলাক্রম এরূপ দেখিয়েছেন, যথা—(১) তাপমাত্র (২) গানের সহিত অশ্বেষণ (৩) পূতনা-বধাদি লীলা অভিনয় (৪) পুনরায় অশ্বেষণ (৫) শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন । নিজ ব্যাখ্যায় এরূপ ক্রম দেখান হচ্ছে, যথা—(১) তাপমাত্র (২) ‘বাহু বিস্তার করে কৃষ্ণের দ্বারা আলিঙ্গন’ (২৯/৪৬) ইত্যাদি লীলার অভিনয় । (৩) গানের সহিত অশ্বেষণ, সেখানেই মধ্যমধ্যে পূতনাবধাদি লীলা অভিনয় । ৪) শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন । জী^০ ২৪ ॥

২৫। পদানি বাক্তব্যতাবি নন্দসুতোষহাসনঃ ।

লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাভ্যাজ-বজ্রাক্ষয়বাদিভিঃ ॥

২৫। অর্থঃ : (ততশ্চাত্তোহমাহঃ—পদানি ইতি) মহাত্মনঃ নন্দসুতোঃ (শ্রীনন্দনন্দনস্য) এতানি পদানি (পদচিহ্নানি ভবন্তি) হি (যতঃ) ধ্বজাভ্যাজবজ্রাক্ষয়বাদিভিঃ ব্যক্তং (ক্ষুটমেব) লক্ষ্যন্তে (দৃশ্যন্তে) ।

২৫। মূলানুবাদঃ : এই পদচিহ্ন সকল দেখে ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর বলতে লাগলেন— এই পদচিহ্ন সকল নিশ্চয়ই মহাত্মা নন্দসুতেরই হবে, কারণ ওগুলো অনায়াসেই চেনা যাচ্ছে প্রসিদ্ধ ধ্বজ-পদ্ম-বজ্র-অক্ষয়-যবাদি চিহ্নের দ্বারা।

২৪। শ্রীবিষ্ণু টীকা : এরমনে প্রকারেণ কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা ইত্যমত্র প্রকারঃ । বৈপ্রলম্বিকশ্রোত্নাদস্ত প্রৌঢ়িমনি আত্মবিস্মৃতি সত্যং স্বপ্রেষ্ঠতাদাত্ম্যমেব স্মৃৎ । যদুক্তং “প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিক্রম্যুর্ভয়ঃ অসাবহস্বিত্তি” “কৃষ্ণেহহং পশুত গতি” মিত্যাди তস্মৈব মধ্যম্নে যৎকিঞ্চিদাত্মানুসন্ধানবধ্নে সত্যানুকরণম্ । যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদচরিতে —“কচিৎকৃত্বানাত্মকৃত্তম্নায়োনুচকার হে”তি । অত্রাপ্যুক্তং “কৃষ্ণায়ত্ম্যপি ৎস্তন”মিত্যাदि । তস্মৈব মান্দ্যে আত্মানুসন্ধানস্ত প্রায়িকত্বে অচেতনেষপি তরুণ্যাদিষু প্রশ্নঃ । বি° ২৪

২৪। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদঃ : এবং—এই প্রকারে গোপীগণ কৃষ্ণকে বনে বনে খুঁজতে লাগলেন । এখানে বলবার বিষয় হচ্ছে, এই প্রকার বিপ্রলম্ব দশায় যে উন্মাদ নামক সঞ্চারী ভাবের উদয় হয়, তার চরম অবস্থায় আত্মবিস্মৃতি হয়ে গেলে স্বপ্রেষ্ঠ তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি ঘটে, যা ও শ্লোকে বলা হয়েছে, যথা—“কৃষ্ণের কটাক্ষাদিতে আবিষ্ট চিত্তা কৃষ্ণবিহার তন্ময়তায় উন্মাদ দশা প্রাপ্তা অবলা গোপীমূর্তি সকল রসাস্বাদ-প্রৌঢ়িময়ী অবস্থা লাভ করত বলতে লাগলেন ‘আমি কৃষ্ণ’ আমার রমণীয় চলন ভঙ্গী দেখ” ইত্যাদি । তার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আত্মানুসন্ধান হলে যে অনুকরণ, তা প্রহ্লাদচরিতে বলা হয়েছে, “কখনও কখনও কৃষ্ণ-ভাবনাত্মকজন তন্ময় হয়ে কৃষ্ণের অনুকরণ করেন” । এখানেও বলা হয়েছে “কৃষ্ণের অনুকারিণী গোপী পুতনা-অনুকরণকারিণী গোপীর স্তন পান করতে লাগলেন” ইত্যাদি । এরও মন্দীভূত অবস্থায় আত্মানুসন্ধান প্রায় ফিরে এলে অচেতন তরুণ্যাদিকেও প্রশ্ন । বি° ২৪ ॥

২৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ততশ্চাত্তোহমাহঃ—পদানি ইতি ; পদচিহ্নানি ব্যক্তং ক্ষুটমেবৈতানি নন্দসুতোঃ পদানি লক্ষ্যন্তে । কৈঃ ? ধ্বজাদিভিঃ, হি প্রসিদ্ধৌ, ধ্বজাদীনি তত্র প্রসিদ্ধান্তেবেতার্থঃ । ধ্বজাদিযোগে হেতুঃ—মহাত্মনঃ পরমপুরুষোত্তমস্তেতার্থঃ । আদি-শব্দাদন্তাত্ম্যপি । তত্র পাদে ব্রহ্মনারদসংবাদে শ্রীকৃষ্ণমধিকৃত্য—‘ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে । দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ ॥ ধ্বজা পদ্ম তথা বজ্রমক্ষুশৌ যব এব চ । স্বস্তিকং চোদ্ধিরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ ॥ সপ্তাত্মানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম । ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চাঙ্কজকম্ ॥ অথরং মংগুচিহ্নঞ্চ গোপদং সপ্তমং স্মৃতম্ । ষোড়শঞ্চ তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষিসত্তম । জম্বুফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ’ ইতি ; ক্রমদীপিকায়াম্—‘মংগুশঙ্খ শারিদরকেতুং বাক্ষবজ্জৈঃ’ ইতি ; শ্রীগোপা-লতাপল্লভম্—‘শঙ্খধ্বজাতপত্রৈস্তে চিহ্নিতং চরণদ্বয়ম্’ ইতি ; আদিবারাহে মথুরামণ্ডল-মাহাত্ম্যে—‘যত্র কৃষ্ণেন সঞ্চরণং

কীড়িতং চ যথাস্থম । চক্রাঙ্কিতপদা তেন স্থানে ব্রহ্মময়ে শুভে ॥' ইতি ; এবং চক্র-শঙ্খাতপত্রৈরধিকৈরুপবিংশতি-
শিচ্ছানি ; স্কান্দে তু যচ্চক্রাদিষট্চক্রমাত্মকং, তত্তু শ্রীবিষ্ণুদাবাব । যত উক্তং ষোড়শচিহ্নপ্রসঙ্গ এব পাদে—
'অঙ্কাত্তোতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা কদা ! কল্যাণস্ত পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ ॥ দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারি
পঞ্চ চৈব চ । দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চন ॥' ইতি । তেবাং স্থাননিয়মো যথা তত্রৈব—'মধ্যে ধ্বজা তু
বিজ্ঞেয়া পদাং ত্র্যঙ্গুল মানতঃ । বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রতঃ ॥ যবোহপ্যঙ্গুষ্ঠমূলে স্ত্রাং স্বস্তিকং
বত্র কুত্রচিৎ । আদিং চরণমারভ্য যাবদ্বৈ মধ্যমা স্থিতা ॥ ত্র্যবদ্বৈ চোদ্ধিরেখা চ কথিতা পাদসংজ্ঞকে ॥ অষ্টকোণস্ত
ভো বৎস মানঞ্চাষ্টাঙ্গুলৈশ্চ তৎ । নিদিষ্টং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহ্মুনয়ঃ কিল ॥ দক্ষিণেতর-স্থানানি সংবাদামীহ
সাম্প্রতি ॥ চতুরঙ্গুলমানেন ত্র্যঙ্গুলীনাং সমীপতঃ । ইন্দ্রচাপং ততো বিছাদন্যত্র ন ভবেৎ কচিৎ ॥ ত্রিকোণং
মধ্যমিদিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিৎ । অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন তদ্ববেদক্চন্দ্রকম ॥ বিন্দুর্বে মংস্ত্রিহং আতন্তে বৈ নিরূপিতম ।
গোম্পদং দ্বিখরং জ্যেষ্ঠমাছাঙ্গুলিমানতঃ ॥' ইত্যেতল্লক্ষণং তত্রৈব—'পদ্মাকারা ধ্বজা প্রোক্তা প্রান্তে ত্রৈকোণিকানঘ'
ইত্যাদি । ব্যাখ্যায়তে চ—ত্র্যঙ্গুলমানতঃ মধ্যমাঙ্গুল্যগ্রাং তাবন্মানং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ, বশ্যমাণযুক্তেঃ ; 'পদমুদ্রাধো
ধ্বজং ধত্তে' ইতি স্কান্দসংবাদাচ্চ । যত্র কুত্রচিদিতি যথাশোভং বহুত্রেত্যর্থঃ । আদিং চরণমঙ্গুষ্ঠং তজ্জ্যোত্মোরস্তরালম্ ।
যাবন্মধ্যং মধ্যদেশং তাপদ্যাপ্য স্থিতা, তন্তস্তাষ্টকোণস্ত মানমষ্টাঙ্গুলৈর্জ্যেয়ম্ । অত্রতোহষ্টাঙ্গুলীঃ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ।
স্বরূপমানে স্থানাসমাবেশঃ । স চ চরণস্ত দৈর্ঘ্যে চতুর্দশাঙ্গুলপ্রমাণত্বং, বিস্তারে ষড়ঙ্গুলপ্রমাণত্বমিতি হয়শীর্ষমাংস্তাদি-
প্রসিদ্ধত্বাৎ । এতদনুসারেণ ত্র্যঙ্গুলমানত ইত্যপি ব্যাখ্যাতম্ । ব্যাখ্যাস্ততে চান্যত্র ইন্দ্রচাপত্বং নিশ্চয়ত্বাভাবদূর্বর্ণময়ত্বাচ্চ ।
চতুরঙ্গুলমানেনেতি তাবন্মানং পরিত্যাগত উক্ত, মধ্যমাঙ্গুল্যগ্রাং স্থিতবিন্দোরধঃস্থিতত্বাৎ । তথা দৈর্ঘ্যতোহপি জ্যেষ্ঠং,
শোভোপযোগাৎ । বিন্দুমধ্যনিদিষ্টং চরণমধ্যে স্থিতম্ । অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন ত্রিকোণস্তাধ ইত্যর্থঃ । তৎকোটিদ্বয়স্ত্রি-
ত্রিকোণগ্রাসিত্বাৎ । বিন্দুরূপপর্যায়ঃ । অয়ঞ্চ বাহ্যভ্যন্তরমণ্ডলদ্বয়াক্ষকঃ দ্বিরেখাস্ত্র সমন্বিতমিতি, তত্রৈব তল্লক্ষণোক্তেঃ ;
সর্বচ্ছিনানামুপরি বিন্দুঃ, মংস্ত্রিঃ সর্বচ্ছিনানামধঃ দ্বিখরং দ্বিখরং আছাদিন্দোদ্ব্যঙ্গুলমানত ইতি ইন্দ্রচাপাদধ ইত্যর্থঃ ।
পদ্মাকারা বস্ত্রতুল্যা, প্রান্তে ত্রৈকোণিকং পতাকাস্থানীয়ং যস্ত্রাং সা সপ্তম্যা অলুক্ । এতচ্চ ত্রৈকোণিকং দক্ষিণত
এব জ্যেষ্ঠম্ । বামত উর্দ্ধরেখোপহতেঃ । ষোড়শস্ত্রি চিহ্নং পাদদ্বয় এব জ্যেষ্ঠম্, অনিয়মেনোক্তত্বাৎ । জম্বুফলসমতয়া
নির্দেশেন তদ্বর্ণতদাকারময়মেব, তচ্চিহ্নং, ন তু রেখাকারম্ । চক্র-শঙ্খো তু—'দক্ষিণস্ত পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যাজঃ ।
তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলতন্তুমুখং দরম্ ॥' ইতি স্কান্দানুসারেণৈব জ্যেষ্ঠো । ছত্রস্ত্রি প্রাধাত্যাদক্ষিণচরণ এব, তত্রাপি
চিহ্নান্তরশৃঙ্গপ্রদেশত্বাচ্চক্রাধ এব জ্যেষ্ঠম্ । তাঙ্গাং তদর্শনপ্রকারশ্চায়াং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'বিলোক্যৈকং ভুবং গ্রাহ
গোপীগোপবরান্ধনা । প্লকচিতিসর্কাদী বিকাশিন্যনোংপলা ॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কাস্থরেখাবস্ত্রালি পশ্যত । পদাত্তোতানি
কৃষ্ণস্ত্রি লীলঙ্ক তগামিনঃ ॥' ইতি । জীঃ ২৫ ॥

২৫ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** ঐ পদচিহ্ন দর্শন করে ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর
বলতে লাগলেন—**পদ্যাবি—**শ্রীচরণচিহ্ন সমূহ । **বাস্তব—**স্পষ্ট রূপেই দেখা যাচ্ছে, এই সকল
নন্দপুত্রের শ্রীচরণচিহ্ন । **কিসের দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে ?** এরই উত্তরে, **ধ্বজাদিভিঃ—**ধ্বজাদি চিহ্ন
দ্বারা । **হি—**প্রসিদ্ধিতে, এ ধ্বজাদি চরণচিহ্ন লোকে প্রসিদ্ধই আছে । এই ধ্বজাদি থাকার হেতু
মহাস্বয়ং—এই নন্দপুত্র পরমপুরুষোত্তম । **'আদি'** শব্দে আরও অগাঢ় চিহ্নও আছে । **শ্রীপদ্ম-**
পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলেছেন—'হে বৈষ্ণবোত্তম ! আমি শ্রীকৃষ্ণের

চরণতলে ষোলটি চিহ্ন দেখেছি, দক্ষিণ চরণে—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, উর্ধ্বরেখা ও অষ্টকোণযুক্ত চিহ্ন—এই আটটি, আর বামচরণে ৭টি চিহ্ন, এখন বলছি শোন—ইন্দ্রধনু, ত্রিকোণ, কলস, অধ্বচন্দ্র, অম্বর (বিন্দু) মৎস্য ও গোম্পদ। দুই চরণে মোট চিহ্ন ১৫টি। হে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ! এবার ষোড়শ চিহ্নের কথা বলছি, শোন—চরণের যে কোন স্থানে জন্ম ফলের আকার একটি চিহ্ন আছে—সর্বমোট ১৬ চিহ্নের কথা এ পর্যন্ত বলা হল। অতঃপর ক্রমদীপিকায় চরণচিহ্ন এরূপ বলা হয়েছে—“মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজা, যব, পদ্ম ও বজ্র”। এখানে চক্র ও শঙ্খ অতিরিক্ত পাওয়া যাচ্ছে, আর শ্রীগোপালতাপনীতে—“শঙ্খ, ধ্বজ, আতপত্র” এখানে আতপত্র অর্থাৎ ছত্র অতিরিক্ত পাওয়া যাচ্ছে। আদিবরাহে মথুরামণ্ডল মহাত্ম্যে—‘হে শুভে! যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যথাস্থ্যে ক্রীড়া করেন, সেখানে চক্র পদচিহ্ন দেখা যায়’। এইরূপে পূর্বোক্ত ১৬ থেকে ‘চক্র-শঙ্খ-ছত্র’ এই তিন অধিক, সর্বমোট ১৯টি চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণতলে। স্কন্দপুরাণে যে মাত্র চক্রাদি ছয়টি চিহ্নের কথা পাওয়া যায়, তা শ্রীবিষ্ণু আদি সম্বন্ধে। কারণ পাদে ঐ ষোড়শ চিহ্ন প্রসঙ্গেই এরূপ বলা আছে, যথা—হে বিদ্বন্ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ! এই ১৬টি চরণচিহ্ন যদি কখনও দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, এতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু যদি দেখা যায় এই ষোল মध्ये দুই, তিন, চার, বা পাচটি চিহ্ন রয়েছে তবে বুঝতে হবে ইনি তাঁরই কোন অবতার।

এই চিহ্নগুলি পদতলে যে স্থানে ও নিয়মে আছে, তা সেখানেই পাদে বলা আছে, যথা—দক্ষিণ চরণতল : মধ্যদেশে ধ্বজা, মধ্যম আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে তিন আঙ্গুল নীচে ধ্বজার উপরে ‘পদ্ম’। (চরণতলের মাঝামাঝি) দক্ষিণ পাশে ‘বজ্র’ ও তার উপরে অঙ্কুশ। বৃদ্ধ আঙ্গুল মূলে ‘যব’। যাতে শোভা হয় এমন কোনও এক স্থানে ‘স্বস্তিক চিহ্ন’। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তজ্জ নীর মধ্যদেশ থেকে চরণের মাঝামাঝি পর্যন্ত ‘উর্ধ্বরেখা’। বৃদ্ধাঙ্গুলি অগ্রভাগ থেকে আট আঙ্গুল নীচে ‘অষ্টকোণ’। মুনিগণ কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণতলে চিহ্নসমূহের এরূপ স্থান নির্ণয় করে থাকেন। বাম চরণতল : শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণতলে আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে চার আঙ্গুলি নীচে ছিলারহিত, নানা বর্ণবিশিষ্ট ‘ইন্দ্রধনু’। চরণের মধ্যভাগে ‘ত্রিকোণ’। শোভা যাতে হয় এমন কোনও এক স্থানে ‘কলস’। ত্রিকোণের নীচে ‘অধ্বচন্দ্র’, যার দুই দিক ত্রিকোণের নীচের দুই কোণে সংলগ্ন। সমস্ত চিহ্নের উপরে ‘অম্বর’ এবং সর্বনিম্নে ‘মৎস্য’। অম্বর চিহ্নে একটি বাহু ও একটি অন্তর্মণ্ডল থাকে। ইন্দ্রধনুর নীচে দ্বিখরযুক্ত ‘গোম্পদ’। শ্রীকৃষ্ণের চরণ লম্বায় ১৪ আঙ্গুল, আর পাশে ছয় আঙ্গুল—হয়শীর্ষমাংসাদিতে ইহা প্রসিদ্ধ আছে। ‘জন্মফল সমতয়া’ নির্দেশ থাকায় বুঝা যাচ্ছে—জন্ম ফলের আকারও বর্ণময় চিহ্ন, শুধু রেখাকার নয়।

অবেষণরতা গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শনের কথা বিষ্ণুপুরাণে এরূপ বলা আছে—
“ভূমিতে চরণচিহ্ন দেখে কে'নও এক গোপী পুলকে রোমাঞ্চিত কলেবর ও উৎফুল্ল নয়নোৎপল
হয়ে বললেন, হে সখীগণ দেখ দেখ! লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের এই পদচিহ্ন সকল দেখ।” জী^০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণু টীকা : তদেং ত্রিবিধমুদ্গাদ নির্ব্যাং, তদন্তরৈবাকস্মাং কৃষ্ণস্ত পদচিহ্নাত্মালক্ষ্য সানন্দ-
বিতর্কমাহঃ,—পদানীতি। ধ্বজাদীনাম্ ধারণস্থানং প্রয়োজনং চোক্তং স্কান্দে,—“দক্ষিণস্ত পদাঙ্গুলমূলে চক্রং বিভক্ত্যজঃ।
তত্র ভক্তজনস্তারিষড়্ বর্গচ্ছেদনায় সঃ। ১। মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধাতৃচিত্তদ্বিরেকাণাং লোভনায়াতি-
শোভনাম্। ২। পদস্তাধো ধ্বজং ধত্তে সর্বানর্থজয়ধ্বজম্। ৩। কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনম্। ৪। পার্শ্ব-
মধ্যে'ঙ্গুশং ভক্তচিত্তেভবশকারিণম্। ৫। ভোগসম্পন্নায়ং ধত্তে যবমঙ্গু'পর্ষগীতি। ৬। বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্গুশো
বৈ তদগ্রত ইতি। তত্রৈব স্কান্দে,—কৃষ্ণমধিকৃত্যোক্তস্মাং কনিষ্ঠামূলে'ঙ্গুশস্তত্তলে বজ্রমিত্যাহঃ সাম্প্রদায়িকঃ
পার্শ্বাবঙ্গুশস্ত নারায়ণাদেজ্জের্যঃ। তদেবং চক্র-ধ্বজ-কমল-বজ্রাঙ্গুশ-যব ইতি ষট্ চিহ্নানি কৃষ্ণস্ত দক্ষিণে চরণেহাত্মাপি
চিহ্নানি বৈষ্ণবতোষণীদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে। অঙ্গুষ্ঠতজ্জ'নীসন্ধিমারভ্য যাবদধ্ধচরণমুদ্বরেখা। ৭। চক্রস্ত তলে ছত্রম্। ৮।
অধ্ধচরণতলে চতুর্দিগবস্থিতং ষষ্ঠিকচতুষ্টয়ম্। ৯। ষষ্ঠিকচতুঃসন্ধিষু জঘৃফলচতুষ্টয়ম্। ১০। ষষ্ঠিকমধ্যে'ষ্টকোণমিত্যে-
কাদশচিহ্নানি। ১১। তথা বামপদাঙ্গু'মূলতন্তমুখং দরং “সর্ববিছাপ্রকাশায় দধাতি ভগবানসা” বিতি। ১। মধ্য-
মামূলেহধ্বরমন্তর্বা'হমণ্ডলদ্বয়া'কম্। ২। তদধঃ পার্শ্বকুং বিগতজ্যম্। ৩। তদধো গোপদম্। ৪। তত্তলেত্রিকোণা
। ৫। তদভিতঃ কলসানাম্ চতুষ্টয়ং কাচিৎ ত্রিতয়ঞ্চ দৃষ্টম্। ৬। ত্রিকোণতলেহর্দ্ধচক্রোহগ্রা'বয়স্পৃষ্টত্রিকোণকোণদ্বয়ঃ
। ৭। তদধো মংস্তাঃ। ইত্যষ্টৌ মিলিষ্য উনবিংশতিঃ। বিঃ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণু টীকাবুদ : এইরূপে ত্রিবিধ উদ্গাদ বর্ণনা করবার পর অকস্মাৎ কৃষ্ণের
পদচিহ্নরাজি লক্ষ্য করে আনন্দের সহিত যে বিচার করতে লাগলেন, তাই বলা হচ্ছে, পদানি
ইতি। পদচিহ্ন ধ্বজাদির ধারণস্থান ও প্রয়োজন স্কান্দে এরূপ বলা আছে, যথা—দক্ষিণ পায়ের
বৃদ্ধাঙ্গুলি মূলে শ্রীকৃষ্ণ চক্রচিহ্ন ধারণ করেন। ইহা ধারণের প্রয়োজন হল, ভক্তজনের শত্রু
ষড়রিপু ছেদন। মধ্যম অঙ্গুলিমূলে অতিশোভন কমল চিহ্ন ধারণ করেন, ধাতা চিত্ত ভ্রমরকে
লুদ্ধ করার জন্ত। কমলের নীচে ধ্বজ (পতাকা) চিহ্ন ধারণ করেন, ইহা জীবের সর্ব-অনর্থজয়পতাকা।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মূলে বজ্র ধারণ করেন, ইহা ভক্তপাপ-পর্বত ছিন্নভিন্ন কারক। গোড়ালির মধ্যে
অঙ্গুশ, ইহা ভক্তচিত্ত-হস্তি বশকারী। বৃদ্ধ অঙ্গুলির গ্রন্থিচয়ে ভোগ-সম্পদময় ‘যব’ চিহ্ন ধারণ
করেন। এর দক্ষিণ পার্শ্বে বজ্র, আর অঙ্গুশ তার আগে। সেইখানেই স্কান্দে কৃষ্ণ সম্বন্ধেই
বলা হচ্ছে, কনিষ্ঠমূলে অঙ্গুশ, ও তার তলে বজ্র, এই আশয়ে গোড়ায় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা
বলে থাকেন গোড়ালিতে যে অঙ্গুশ চিহ্নের কথা স্কান্দে বলা হয়েছে তা শ্রীনারায়ণ সম্বন্ধে
প্রযোজ্য, এরূপ বুঝতে হবে। তা হলে এরূপ দাঁড়াল, কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে এই ছয়টি চিহ্ন আছে
চক্র-ধ্বজ-কমল-বজ্র-অঙ্গুশ-যব। অত্যা'ও যা চিহ্ন আছে, তা বৈষ্ণবতোষণী মতে লেখা হচ্ছে—
বৃদ্ধাঙ্গুল ও তজ'নীর সন্ধিস্থল থেকে আরম্ভ করে অধ্ধচরণ পর্যন্ত উদ্ব'রেখা, চক্রের তলে ছত্র

২৭। কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূত্ৰা ।

অংস-বাস্ত-প্রাকোষ্ঠায়াঃ কারণোঃ করিণা যথা ॥

২৮। অবসারাদিতো বৃতং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

যাস্মৈ বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামবয়দ্রহঃ ॥

২৭। অর্থঃ : করিণা (সহ গচ্ছন্ত্যাঃ) করেণোঃ (হস্তিভ্যাঃ) যথা (ইব) নন্দসূত্ৰনা (শ্রীকৃষ্ণেন সহ) যাতায়াঃ (গত্যায়াঃ) অংস-বাস্ত-প্রাকোষ্ঠায়াঃ (তেন শ্রীকৃষ্ণেন অংসে বাহুমূলে বাস্তুঃ প্রাকোষ্ঠায়াঃ বাহুঃ যস্যোঃ তস্যোঃ) কস্যাঃ এতানি পদানি চ (পদচিহ্নানি দৃষ্টান্তে) ।

২৮। অর্থঃ : ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ নৃনং (নিশ্চিতম্) অনয়া (স্তভগয়া) আরাধিতঃ ২৭ (যস্মাৎ) নঃ (অস্মান্) বিহায় গোবিন্দ প্রীতঃ (সন্) যাং (ভাগবতীং) রহঃ অদ্রহঃ ॥

২৭। মূলানুবাদ : হস্তিশ্রেষ্ঠের সহিত গমনকারিণী হস্তিনীর মতো নন্দসূত্রের সহিত গমনকারিণী কোন্ রমণীর-যে এই পদচিহ্ন সকল; তা তোমরা নিশ্চয় কর—কৃষ্ণ স্বয়ং যাঁর বাহু নিজস্বন্ধে স্থাপন করেছেন ।

২৮। মূলানুবাদ : (সেখানে রাধার সখীরা অন্তরঙ্গ বলে গভীর হয়ে থাকায়, প্রতি-পক্ষগণ আপাততঃ ছুঁখে অধীর হয়ে পড়ায়, তটস্থাগণের অভিনিবেশ অভাব হেতু প্রথমে স্তম্ভদগ্ধই বললেন—) সর্বদুঃখহারী স্বতন্ত্র শ্রীনারায়ণ নিশ্চয়ই ঐ ভাগবতী কতৃক আরাধিত হয়েছেন । যেহেতু গোবিন্দ আমাদের এই দূরে বনপ্রদেশে ত্যাগ করত একা তাঁকে নিয়ে আমাদের অগম্য নির্জন স্থানে গিয়েছেন ।

২৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তত্র সৰ্বা এবাহুঃ—কস্তা ইতি । অত্র স্ত্রীত্বজ্ঞানং তৎপাদানং লঘুত্বাৎ, নিম্নত্ব-তদুচিতাঙ্গ-লক্ষিতত্বাদিনা চ ইতি জ্ঞেয়ম্ । নন্দসূত্ৰনা ইতি পূৰ্ব্ববৎ, এতানি কস্তাঃ পদানি পরিচীয়াস্তামিতি শেষঃ । শ্রীভগবতা স্বাংসে তৎপ্রাকোষ্ঠ-ন্যসনং চ যতপি রসবিশেষণৈব, তথাপি রাত্ৰৌ স্থলন্ত্যাস্ত্যাস্ত্যঃ স্তম্ভগমনার্থং বলাদুদ্বৈ নয়নার্থঞ্চ ভবতি । অনেন তন্ত্ৰামধিকপ্রীতিঃ সূচিতা । তামেব দৃষ্টান্তেনাহুঃ—করেণোরিতি । তয়োরাপি কাম-মদেন প্রীত্যা তথৈব গমনাৎ ॥ জীঃ ২৭ ॥

২৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : সেখানে উপস্থিত গোপী সকল বলে উঠলেন— কস্যা ইতি—কোন্ রমণীর এ পদচিহ্ন, তা তোমরা নির্ধারণ কর । এ পদচিহ্ন যে কোনও রমণীর, পুরুষের নয়, এ জ্ঞান তাঁদের জন্মাল ঐ পদচিহ্ন সকলের আকারের ক্ষুদ্রতা এবং রমণীর হাক্ক অঙ্গোচিত মাটির অল্প গভীরতা থেকে, এরূপ বুঝতে হবে । নন্দসূত্ৰা ইতি—নন্দনন্দনের সহিত যাচ্ছে, এরূপ জ্ঞান জন্মাল পাশের পদচিহ্নে ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন থেকে । কোন্ রমণীর এ পদচিহ্ন তা তোমরা নির্ধারণ কর । অংস-বাস্ত—শ্রীকৃষ্ণ কতৃক নিজ কাঁধে এই রমণীর বাহু স্থাপিত । যদিও ইহা রসবিশেষ হেতুই, তথাপি রাত্রে পা পিছলে পড়পড় সেই রমণীর স্তম্ভে গমনের জন্ত ও তাঁকে বলৎকারে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্তও বটে—এর দ্বারা তাঁতে অধিক প্রীতি

সূচিত হইল। সেই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বলা হইছে—করণোরিতি। হস্তীর অনুগামিনী হস্তিনীর
ন্যায় কৃষ্ণসহিত গমনকরিণী কোন রমণীর ইত্যাদি। জী^০ ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণু টীকা : অংশতন্ত্বেতি। যন্তাঃ স্বল্পে নন্দমুখানা বামপ্রকোষ্ঠে তন্ত্বে ইত্যর্থঃ। বিঃ ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণু টীকাবুদাদ : অংশ-বাস্ত ইতি—যাঁর স্বল্পদেশে নন্দপুত্র তাঁর প্রকোষ্ঠঃ—
বামবাহ (কনুইর নীচ থেকে মনিবন্ধ পর্য্যন্ত) স্থাপন করেছে। বি^০ ২৭ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : তত্র সখীনামস্তরঙ্গম্মেন গাভীর্ধ্যাৎ, প্রতিপক্ষাণামাপাততো দুঃখব্যাপ্তত্বাৎ,
তটস্থানাঞ্চ তদনভিনিবেশাৎ, প্রথমং তন্ত্বে স্বহৃদ এবাহঃ—অনয়েতি। নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। হরিঃ সর্বদুঃখহর্তা
ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ। ঈশ্বরঃ ভক্তেষুপ্রদানসমর্থঃ স্বতস্ত্রোহপি বা। অনয়েব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ, ন ত্বস্মাভিঃ।
রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নাম-কারণঞ্চ দর্শিতম। তত্র হেতুর্গোবিন্দঃ নোহস্মান্ বিশেষেণ হিষ্টা দূরতো
নিশি বনান্তস্ত্যক্তা, তত্রাপি রহঃ অস্মদগম্যে একান্তস্থানে যামনয়ৎ, যদ্বা, সর্ব্বা অপ্যস্মান্ বিহায় যন্ গচ্ছন্নপি
যামেব রহোহনয়দিত্যর্থঃ ॥ জীঃ ২৮।

২৮। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকাবুদাদ : সেখানে ললিতাদি রাধার সখীগণ অন্তরঙ্গ হওয়া
হেতু রাধার চরণচিহ্ন চিনলেও গাভীর্ষ ধারণ করে রইলেন, প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি আপাততঃ
কিছুই বলতে পারলেন না দুঃখে অধীর হওয়া হেতু, তটস্থা গোপীগণ যাঁরা নিজ নিজ ভাবে
কৃষ্ণসেবা করে সুখী হন, কিন্তু রাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণের মিলন বিষয়ে অভিনিবেশ
শূন্য, তাঁরাও নীরব রইলেন, রাধার সুহৃদ্ পক্ষীয়া গোপীগণ, যাঁরা রাধাকৃষ্ণের মিলনে বাধা
সৃষ্টি করেন না, কিন্তু মিলন ঘটানোর জন্যেও চেষ্টিত নন, অতঃ মিলনে আনন্দ উপভোগ করেন,
তাঁরাই প্রথমে বললেন, অবয়া ইতি—এ ভাগ্যবতী কতক। বৃত্তং—নিশ্চয়ে বা বিতর্কে
হরিঃ—সর্বদুঃখহর্তা ভগবান্,—শ্রীনারায়ণ। ঈশ্বরঃ—ভক্তের মঙ্গল দানে সমর্থ, বা এ বিষয়ে তিনি
স্বতন্ত্রও বটে। অবয়্যারাধিতো—এর দ্বারাই আরাধ্য কৃষ্ণ বশীকৃত, আমাদের দ্বারা নয়।
'রাধয়তি' আরাধনা করেন, এইরূপে রাধা নামের কারণও দেখান হল। গোবিন্দ—['গাঃ'
তন্ত্বে ইন্দ্রিয়াণি রমণার্থ বিন্দতি] এই রাধার ইন্দ্রিয়সমূহ রমণের জন্য লাভ করেন—এই গোবিন্দ
পদের এইরূপ বিশ্লেষণেই এই রমণীদ্বারা কৃষ্ণের বশীকারের হেতু পাওয়া যায় ; তাই নঃ বিহায়
—আমাদিকে এই দূরে বনপ্রদেশে ত্যাগ করত তাঁকে একা নিয়ে এসেছেন, তাতে আবার নহঃ
—আমাদের অগম্য নির্জন স্থানে। অথবা, যন্তঃ—[যন্+নঃ] যন্ = গচ্ছন্ অপি অর্থাৎ চলে গেলেও।
—রাধা মানভরে রাস ছেড়ে চলে গেলেও তাকেই নিয়ে কৃষ্ণ নির্জন স্থানে গেলেন, আমাদের
সকলকে ত্যাগ করে। জী^০ ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্ণু টীকা : পদচিহ্নেরেব তাং শ্রীবৃষভাসুন্দরীনাং পরিচিত্যন্তরাশ্চস্তা বহুবিশগোপীজনসঙ্ঘটে
তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্য স্তন্ত্বে স্বহৃদস্তমামনিক্তিদ্ধারা তন্ত্বে সৌভাগ্যং সহর্ষমাছরনয়ৈব। নূনমিতি নিশ্চয়ে।
হরিভক্তজনদুঃখহর্তা, ভগবান্ নারায়ণ, ঈশ্বরো ভক্তাভীষ্টদানসমর্থ আরাধিতঃ। নত্বস্মাভিঃ যতো নো বিহায়েত্যাতি।
ততঃ রাধয়ত্যা রাধয়তীতি রাধা ইতি নামব্যক্তিভূব। মুনিঃ প্রযত্নেন তদীয় নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদাস্তচন্দ্রাৎ

স্বয়ং নিরেতি স্ম । কৃপা হু তস্তাঃ সৌভাগ্যভেৰ্য্যা ইব বাদনার্থম্ । যদ্বা, হে অনয়াঃ, অতিমহীয়স্যা তয়া সহ
বৃথৈব সাম্যাহঙ্কারাদনীতিমত্যাঃ নুনং হরিরয়ং রাধিতঃ । রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ, শকদ্ধাদিত্বাং পররূপম্ । ভগবান্
সুন্দরঃ কামাতুরঃ স্বকীর্তিপ্রখ্যাপকো বা । “ভগং শ্রীকামমাহাদ্রব্যবীৰ্য্যশত্রুর্কীর্তিষি” ত্যমরঃ । ঈশ্বরঃ যুগ্মান্ বঞ্চয়িতুং
সমর্থঃ । যদ্যস্মান্নো সুন্দরীবিহায় গোবিন্দঃ গাস্তস্য। ইন্দ্রিয়াণি রমণার্থং বিন্দতি বিন্দয়তীতি বা সং । তস্তাশ্চ
পদচিহ্নানি উজ্জলনীলমণিতট্টীকাদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে । বামচরণেহঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ । ১ । তন্তলে চক্রম্ । ২ । তন্তলে ছত্রম্
। ৩ । তন্তলে বলয়ম্ । ৪ । অঙ্গুষ্ঠতজ্জনীসন্ধিমারভ্য যাবদঙ্কচরণমুদ্বিগ্নেখা । ৫ । মধ্যমাতলে কমলম্ । ৬ । তন্তলে:
ধ্বজঃ সপাতকঃ । ৭ । তন্তলে বল্লী । ৮ । পুষ্পঞ্চ । ৯ । কনিষ্ঠাতলেহঙ্কুশঃ । ১০ । পাঞ্চবিদ্ব চন্দ্রঃ । ইত্যেকাদশঃ ১১ । দক্ষিণ-
চরণেহঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ । ১ । তন্তলে গদা । ২ । কনিষ্ঠাতলে বেদিঃ । ৩ । তন্তলে কুণ্ডলং । ৪ । তন্তলে শক্তিঃ ।
তজ্জগ্গাঙ্গুলিতলে পৰ্বতঃ । ৬ । পৰ্বততলে রথঃ । ৭ । পাঞ্চো মন্ত্রঃ । ৮ । ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা একোনবিংশতিঃ । বিং ২৮ ॥

২৮ । শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ : পদচিহ্নের দ্বারা সেই বৃষভানুন্দিনীকে চিনে তার সুহৃদপাক্ষের
ললিতাদি সখীগণ অন্তরে অন্তরে আশ্রিত হলেও সেখানে বহুবিধ গোপীজন-সংঘটে বাইরে যেন
চিনতে পারেন নি. এরূপ অভিনয় করতে করতে [অনয়া+আরাধিতো] এইরূপে তাঁর নামের
নিকৃতি দ্বারা তাকে বুঝিয়ে তার সৌভাগ্য সহর্ষে বলতে লাগলেন এই শ্লোকে । ব্রুবম্ ইতি
—নিশ্চয়ে । হরি—ভক্তজন-দুঃখহারী । ভগবান্—নারায়ণ । ঈশ্বর—ভক্তের অভিষ্টদানে সমর্থ
কৃষ্ণ ঐ ভাগ্যবতী দ্বারা আরাধিত হয়েছে, আমাদের দ্বারা নয় যাম্বো বিহায়—যেহেতু আমাদের
ত্যাগ করে একল তাকে নিয়ে পালিয়েছে । অতঃপর ‘আরাধিত হয়েছে’ এই বাক্যে ‘রাধা’ নাম
প্রকাশ করা হল । —[কৃষ্ণবাক্সাপ্তিরূপ করে আরাধনে । অতএব ‘রাধিকা’ নাম পুরাণে
বাখানে ॥] চৈ° চ°] ।

শ্রীশুকদেব অতি যত্নে বৃষভানুন্দিনীর নাম গৃহ্যাবে এখানে উচ্চারণ করলেন । কিন্তু অন্যত্র
দুন্দুভিষোষনাবৎ ‘রাধানাম’ নিজেই তাঁর মুখচন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে স্পষ্টরূপে রাধার কৃপা-
বৈভবে যথা—“গোবিন্দইপি শ্যামঃ পীতাম্বরঃ দ্বিভূজঃ”.....“দ্বৈপাশ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা ।”
—পুরুষবোধিনীর অথর্বোপনিষদ । আরও “দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।” —বৃহৎ
গৌতমীয়তন্ত্র । আরও “বামাঙ্গসহিতা দেবী রাধা বৃন্দাবনেশ্বরীতি ।” —কৃষ্ণোপনিষদ ।

অথবা, অবয়া—হে অনীতিপরায়ণ গোপীগণ ! অতি মহীয়সী তার সহিত বৃথাই তোমরা
সাম্য অহঙ্কার করে অনীতি করে বেড়াচ্ছ— নিশ্চয়ই হরি ব্যাপ্ত এই রাধাকে এখানে প্রাপ্ত
হয়েছে । ভগবান্—সুন্দর, কামাতুর বা স্বকীর্তিপ্রখ্যাপক । ঈশ্বরঃ তোমাদিকে বঞ্চনা করতে
সমর্থ । যাম্বো বিহায়—যেহেতু সুন্দরী আমাদের ত্যাগ করে গোবিন্দঃ—সেই রমণীর
ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ রমণের জন্য তৎপর হয়ে প্রীতঃ—সন্তুষ্ট চিন্তে একলা তাকে নিয়ে চলে গিয়েছে ।

শ্রীউজ্জলনীলমণি টীকানুসারে রাধার পদচিহ্ন দেওয়া হচ্ছে, যথা—বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলিমূলে
যব, তার তলে চক্র, চক্রের নীচে ছত্র, ছত্রের নীচে বলয় । বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তজ্জনীর সন্ধিস্থল

২৯। ধন্যা অহো অমী আলো গোবিন্দাজ্যাজ্ঞারণবঃ।

যাব, ব্রাহ্মাশৌ রমাদেবী দধুধ্বংসানুভবয় ॥

২৯। অময় : (হে) আলা: (সখা:) অমী গোবিন্দাজ্যাজ্ঞারণব: অহো ধন্যা: (ভবন্তি যত:) ব্রাহ্মাশৌ (ব্রাহ্মাহোশরৌ) রমাদেবী অঘনুভয়ে (বিচ্ছেদহুংখ অপনোদনায়) যান্ মুধ্ৰা' দধু: (ধারয়ামাস্)।

২৯। মূলানুবাদ : [অতঃপর অভিনিবেশ হলে তটস্থা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে বললেন—]

হে সখীগণ! অহো ধন্য শ্রীগোবিন্দের এই পদরজ! কারণ পূর্বে পৃথিমধ্যে ব্রহ্মা মহেশ্বর এবং লক্ষ্মীদেবী বিরহহুংখ দূর করার জন্ত উহা মন্তুকে ধারণ করেছিলেন।

থেকে আরম্ভ করে চরণের মাঝখান পর্যন্ত উর্ধ্বরেখা, মধ্যমা অঙ্গুলির নীচে পদ্য, তার তলে কুঞ্জের চিত্র সহিত পতাকা, এই পতাকার নীচে লতা ও পুষ্প। কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নীচে অঙ্কুশ। গোড়ালির নীচে অধ্বচক্র, এই একাদশটি চিহ্ন।

দক্ষিণ চরণের বুদ্বাঙ্গুলি মূলে শঙ্খ, শঙ্খের নীচে গদা, কনিষ্ঠাঙ্গুলি তলে বেদী, বেদীর তলে কুণ্ডল, তার তলে দেবীমূর্তি। তজ্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলির নীচে পর্বত, পর্বতের নীচে রথ, গোড়ালিতে মৎস্য—এই আটটি চিহ্ন। এই দক্ষিণ-বাম দুই চরণে মোট একবিংশতি চিহ্ন। বি° ২৮ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ততস্তটস্থা আহঃ—ধন্যা ইতি। অমী ইমে আলা ইতি সম্বোধনং, সমদুঃখেন প্রায়ঃ সর্বসামেকভাবে সর্বসামেব যুগপৎ সম্বোধনং চমৎকারাতিশয়াৎ। দধুরিতি অতীতনির্দেশো নিশ্চয়জ্ঞাপনার্থঃ। ব্রাহ্মাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমুহম্। রমায়ান্ত বিশেষণং তথাপি শ্রৈষ্ঠ্যবোধনার্থং যুগ্মোতি ভক্তিভরং বোধয়তি। অঘমপরাধো বিরহাদিহুংখং বা। ধন্যে হেতুর্গোবিন্দাজ্যাজ্ঞেতি, জ্ঞপাং জলুগিতি ষষ্টীলুক্ ছান্দসঃ। তৎসম্বন্ধেন ধন্যা ইত্যর্থঃ। অতএব যানিতি, অতো রেণবাহপি তৎসম্বন্ধেনাভেন ধন্যাঃ, বয়স্তু তদ-ভাবান্ততোহপি তুচ্ছা ইতি ভাবঃ। ইয়ঞ্চ তৎপাদরেখনাং মাহাত্ম্যভাবনা প্রেমকৃতৈব। প্রেমা হৃদপি মাহাত্ম্য ফোরয়তি, কিমূত সৎ? ততস্তদতিশয়স্ত তদতিশয়মেব। যথাভিত্তরতচারিতে—‘কিংবা অরে আচরিতং তপস্তপস্বি-তানয়া যদিমবনিঃ’ (শ্রীভা ৫।৮।২৩) ইত্যাদি গচ্চে তেন স্বয়ংপদস্পর্শেন পৃথিব্যা ভাগ্যং বর্ণিতম্ ॥ জী° ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : অতঃপর তটস্থা গোপীগণ বললেন—ধন্যা ইতি। অমী—‘ইমে’ এই। আলা—হে সখীগণ, সমদুঃখে দুঃখী হওয়া হেতু এঁদের সকলেরই প্রায় একভাব, তাই যুগপৎ সকলের সম্বোধন অতিশয় আশ্চর্য্যে। দধুঃ—অতীত কালস্মৃচক এই পদের নির্দেশ নিশ্চয়তা জ্ঞাপনের জন্ত। ব্রাহ্মাশৌরমাদেবী—এই তিনের মধ্যে ব্রহ্মা থেকে শিব, শিবের থেকে রমাদেবী শ্রেষ্ঠ। তথাপি রমা যে তিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তা বুঝাবার জন্য ‘দেবী’ বিশেষণটি দেওয়া হল। মুধ্ৰি—মন্তুকে ধারণ করলেন, এই পদে ভক্তির আতিশয্য বোঝান হয়েছে। অঘম্—অপরাধ, বা বিরহহুংখ। ধন্যা—এই পদরজ ধন্য হওয়ার কারণ গোবিন্দের চরণস্পর্শ পেয়েছে—অতএব পদরজ সকল ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মাথায় ধারণ করেন। এখানে ধনি হল, কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে এই রজও ধন্য, আমরা কেবল তার অভাবে রজ থেকেও তুচ্ছ, এই কৃষ্ণ-

৩০। তস্যা অম্বুনি নঃ ক্ষোভং কুর্ক্বেদ্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।

যৈকাপহৃত্য গোপীবাং রাহো ভুঙ্ক্তেদ্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।

৩০। অম্বুনি : তস্যাঃ (সুভগায়াঃ) অম্বুনি পদানি (পদচিহ্নানি) নঃ (অশ্বাকম্) উচ্চৈঃ ক্ষোভম্ (অতিশয়ং দুঃখং) কবন্তি। যা (সুভগা) একা গোপীনাং অচ্যুতধরং অপহৃত্য ভুঙ্ক্তে।

৩০। মূলানুবাদঃ [প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবল্যাং বললেন—] সেই কামিনীর পদচিহ্ন সকল আমাদের মহা দুঃখ জন্মাচ্ছে; কারণ সে গোপী সাধারণের ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরাযুত চুরি করত নিজ'নে একা ভোগ করছে।

পদরেণুর মাহাত্ম্য ভাবনা গোপীদের প্রেমকৃতই। প্রেমা মাহাত্ম্যাহীন বস্তুতেও মাহাত্ম্য স্ফূর্তি করায়, যেখানে মাহাত্ম্য আছে সেখানে যে করাবে তাতে বলবার কি আছে? অতঃপর প্রেমার অতিশয্যে মাহাত্ম্যেরও অতিশয় স্ফূর্তি হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত আদিভরতের যুগশিশু প্রেম—“এই ধরণী কি তপস্যা করেছিল, যেহেতু এই হরিশিশুর চরণচিহ্নে সুশোভিত হয়ে দ্বিজগণের যজ্ঞস্থানরূপে পরিণত হয়েছে।”—(শ্রীভা^০ ৫.৮.২৩)। জী^০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্ণু টীকা : তটস্থপক্ষাঙ্ক তদ্রানবদধানাঃ কৃষ্ণপদান্যোবালক্ষ্যাহঃ,—ধন্য ইতি, ব্রহ্মাচ্চা অঘনুভয়ে বিচ্ছেদদুঃখাপনোদনায় যান্ যুগ্মা দধুরিত্যপরাহে গোষ্ঠাগমনসময়ে কৃষ্ণসহচরবালকৈঃ প্রত্যহং তে স্বর্গাদবক্হ কৃষ্ণপাদধূলিগ্রাহিণো দৃশ্যন্তে এব। যদ্ব্যক্যতে—“বন্দ্যমানমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈ”রিতি। বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে ইতি চ। বয়স্তু লজ্জয়ৈব যক্কর্তুং ন শক্লুমন্তেনৈবৈতাবদধং প্রাপ্নুম ইতিঃ ভাবঃ। বি^০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদঃ যাদের পূর্বশ্লোকে অবধানশূন্য বলা হল, সেই তটস্থাগণ অতঃপর কৃষ্ণপদচিহ্ন সকল চোখে পড়তেই বলে উঠলেন—ধন্য ইতি। ব্রহ্মাদি অঘনুভয়ে—বিচ্ছেদদুঃখ দূর করার জন্য যাব্—যে পদরজ মস্তকে ধারণ করেছিলেন—অপরাহে সহচর বালকদের সহিত গোষ্ঠ থেকে আগমন সময়ে প্রত্যহ ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে দেখা যায়, স্বর্গ থেকে নেমে এসে কৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ করতে। যথা—৩৫।২২ শ্লোকের উক্তি—“পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণের দ্বারা তাঁর পদবন্দন।” এইরূপে দেখা যাচ্ছে সকল দেবতা কৃষ্ণ পদধূলির বন্দনা করে থাকেন, আমরাই কেবল লজ্জায় উহা ধারণ করতে সমর্থ নই, এতেই তাবৎ পাপপঙ্কে ডুবে যাচ্ছি একরূপ ভাব। বি^০ ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ^০তো^০টীকা : প্রতিপক্ষা আহঃ—তস্যা ইতি। উচ্চৈরধিকং, ক্ষোভং অতিদুঃখম্, অপহৃত্যেতি একাকিৎসন রহসি ভোগাৎ। যদ্বা চৌর্ধেণ তয়া মায়াবিষ্টা নীতত্বাদেব সোহৃশান্ বিহায়াত্রাগতঃ, অন্যথা কথামাগচ্ছেদিতি ভাবঃ। গোপীনাং সামান্যতঃ সর্বাসাম্, অশ্বাকমেব ধনমিতি পাঠঃ কচিৎ। স চ প্রায়ঃ সর্বস্বমিতি তেষাং ব্যাখ্যামভীক্ষ্য। রহ ইতি পাঠস্ত সর্বত্র। অচ্যুতস্য তাং ত্যক্তরাহন্যত্র কাপ্যগচ্ছতোহধরমিতি ॥ জী^০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ^০তো^০ টীকানুবাদ : প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণ বললেন—তস্যা ইতি। উচ্চৈঃ—অধিক, ক্ষোভং—দুঃখ। অপহৃত্য—একা একা নিজ'নে ভোগের জন্য

৩১। ব লক্ষ্যান্তে পদান্নাত্র তস্যা বৃথং তৃণাক্লবঃ ।

খিদিয়সুজাতাজিহ্নুতলাম্বান্নিবো প্রেমসীং প্রিয়ঃ ॥

৩১। অর্থঃ : অত্র তস্যাঃ পদানি (পদচিহ্নানি) ন লক্ষ্যন্তে নূনং (নিশ্চিতং) প্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৃণাক্লবৈঃ খিদিয়সুজাতাজিহ্নুতলাং (খিদিয়ন্তী সূজাতে সূক্ষ্মারে অজিহ্নুতলে যস্যঃ তাং) প্রেমসীম্ উন্নিয়ো (স্বল্পম্ আরোপিতবান্)।

৩১। মূলানুবাদ : [রাধাসখী ললিতাদি বললেন—ওহে মৎসরতারূপ মহারোগগ্রস্তা গোপীগণ! ছুঃখ করো না]

এখানে আর সেই রমণীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। [ললিতাদির প্রতি অগ্র সখীরা বললেন] মনে হয় এখানে প্রিয় কৃষ্ণ ছ বাছতে জড়িয়ে কোলে তুলে প্রেমসী রাধাকে নিয়ে গিয়েছে—তঁার সূক্ষ্মার চরণতলের ব্যথা তঁার অসহ্য হয়ে পড়ায়।

অপহরণ করেছে গোপীদের ধন কৃষ্ণাধরসুধা। অথবা, সেই মায়াবিনী চুরি করে নেওয়া হেতুই প্রিয়তম আমাদের ত্যাগ করে এসেছে। অথবা সে আসবে কেন, একরূপ ভাব। গোপীবাং—এই পদ গোপীসামান্যকে উদ্দেশ্য করেই ব্যবহৃত হয়েছে—অর্থাৎ গোপী সকলের অধরসুধা। ‘ধনম্’ একরূপ পাঠও কচিৎ দেখা যায়। স্বামিপাদ এই ‘ধনম্’ পাঠ নিয়েই তার ব্যাখ্যায় ‘ধনম্’ পদের অর্থ ‘সর্বস্ব’ করেছেন। পাঠ সর্বত্রই ‘রহ’। অচ্যুত—এই পদ ব্যবহারের ধ্বনি হচ্ছে—যিনি এই রমণীকে ত্যাগ করে কখনও অগ্রত্বে কোথাও যান না, সেই অচ্যুতের অধর। জী^০ ৩০

৩০। শ্রীবিষ্ম টীকা : প্রতিপক্ষসখ্য আহন্তস্তা ইতি। উচৈঃ জনয়ন্তি। গোপীনাং সর্বাসামেবাম্বাক্ষ ভোগ্যামচ্যুতধরমেকৈব রহশ্চোরয়িত্বা ভুঙ্তে তয়েব কামিত্বা কেনাপি কর্মগৈনং বশীকৃত্যাম্ভান্ প্রেমবতীন্ত্যাজয়িত্বা কৃষ্ণ এতাবদ্ভ্রমানীত ইতি ভাবঃ। বি^০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিষ্ম টীকানুবাদ : ক্ষোভং উচৈঃ কুব্ধন্তি—মহাভুঃ জন্মাচ্ছে। গোপীবাং—আমাদের নকল গোপীরই ভোগ্য অচ্যুতের অধর চুরি করে এনে সেই কামিনী নিজ’নে একাই পান করছে—কোন, অনিবচ’ণীয় সূক্ষ্মত বলে কৃষ্ণকে বশীকৃত করত সেই প্রেমবতী আমাদের ত্যাগ করিয়ে এতাবৎ দূরে নিয়ে এল, একরূপ ভাব। বি^০ ৩০ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : ন লক্ষ্যন্ত ইতি মৎসরোক্তিত্বাৎ স্বল্পমারোপিতবান্ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। অত্র তান্ দৃষ্টেতি তদসংপৃক্তান্ দৃষ্টেত্যর্থঃ। যদ্বা, সথ্যোহপ্যাহনে’তি। সখীবাংকাত্বাদেব খিদিয়দিত্যাদি প্রেমসীমতিশয়েন তৎপ্রীতিবিষয়ামিত্যর্থঃ। অত উন্নিয়ো হস্তাভ্যামক্ষে বিধায় নিত্য ইত্যর্থঃ। জী^০ ৩১ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : ব লক্ষ্যান্তে ইতি—সেই রমণীর পদচিহ্ন তো আর দেখা যাচ্ছে না—এ মৎসরোক্তি হওয়া হেতু ‘উন্নিয়ো’ পদের স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করলেন, ঐ রমণীকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আরও তঁার ব্যাখ্যায় ‘তান্ দৃষ্টা’ পদের অর্থ করলেন—রাধার চরণচিহ্নের সহিত অমিশ্রিত শুধু কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখে। অথবা ‘ন লক্ষ্যন্তে ইতি’ সখী-

৩২। ইমানাধিকময়ানি পদানি বহতো বধুম্ ।

গোপাঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ।

অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পাহতায়মহাস্বরা ॥

৩২। অর্থঃ : (হে) গোপাঃ, বধুম্ বহতঃ ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ কৃষ্ণস্য অধিকময়ানি ইমানি পদানি (পদচিহ্নানি পশ্যত অত্র পুষ্পাহতোঃ মহাস্বরাঃ (কৃষ্ণেন) কান্তা অবরোপিতা (ভূমৌ অবতারিতা অভবৎ)।

৩২। স্নানাবাদ : [ওহে গোপীগণ ! বিচার বিবেচনা না করেই কথা বলছ-যে। পদচিহ্ন না-দেখা যাওয়াটাই তো আমাদের অধিক দুঃখদায়ক, এরূপ কথার সূচনা করে প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবল্যাदि বললেন—]

হে গোপীগণ। দেখ দেখ, বধুবাহী, ভারাক্রান্ত, কামুক কৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল এখানে মাটির গভীরে ঢুকে গিয়েছে। দেখ দেখ এখানে পুষ্পচয়ন মানসে প্রিয়াকে কোল থেকে নামিয়েছে বিদগ্ধশিরোমণি কৃষ্ণ।

গণের বাক্যও হতে পারে—সখী-বাক্য বলেই 'স্বকোমল পদতল ব্যথিত' কথার মধ্যে এরূপ সমবেদনার ভাব। প্রেমসীম—তঁার অতিশয় প্রীতির বিষয়, তাই উল্লিখ্যো— দু হাতে জড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে চললেন, এরূপ অর্থ। জী^০ ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিম্ব টীকা : ভো মৎসরমহারোগগ্রস্তাঃ, মাখিদ্যত নাত্র তস্যাঃ পদানি সজ্জীতি তস্যাঃ প্রিয়সখা আহঃ—নেতি। তাঃ প্রত্যেব সহর্ষাপাঙ্গমন্যাঃ সখ্যা নীচৈঃ সখিতর্কমাঃ,—নুনমিতি। উন্নিন্যে ভূজাভ্যামুদগৃহ্য স্বক্ আরোহয়ামাসেত্যর্থঃ। যতঃ প্রেমসীং অতিপ্রীতিবিষয়ত্বাচ্চরণতল খেদস্যাসহতাৎ, ইহ খলু তৎসখীনামুভয়বিধং সুখং। তস্যাস্তাদৃশসৌভাগ্যদর্শনোখং বিপক্ষাণাং তাদৃশদৃশদর্শনোখং চেতি জ্ঞেয়ম্। বি^০ ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিম্ব টীকানুবাদ : ওহে মৎসরতারূপ মহারোগগ্রস্তা গোপীগণ। দুঃখ করো না। এখানে আর সেই রমণীর পদচিহ্ন নেই, এই আশয়ে রাধার প্রিয়সখী ললিতাদি বললেন—ন ইতি। এখানে আর রাধার পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এই ললিতাদির প্রতিই আবার অত্র প্রিয় সখীরা আনন্দের সহিত বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে আস্তে আস্তে বিতর্কের সহিত বললেন—নুনং ইতি। মনেহয় উল্লিখ্যো— দুই বাহুদ্বারা নিজ বক্ষে উঠিয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ করে নিয়ে গিয়েছেন, প্রেমসীং—প্রেমসীকে, কারণ অতি প্রীতি বিষয় হওয়া হেতু তাঁর স্নকুমার চরণতলের ব্যথা অসহ্য হল তাঁর। এ বিষয়ে রাধার সখীদের উভয়বিধ সুখ হল—এক তো রাধার তাদৃশ সৌভাগ্য-দর্শনোখ সুখ, আর বিপক্ষগণের তাদৃশ দুঃখ-দর্শনোখ সুখ। বি^০ ৩১ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : অথ প্রতিপক্ষাঃ সান্বয়মাঃ—ইমানীতি। হে গোপা ইতি বিদগ্ধা-ভিষ্মাভিরেতল্লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। কামিনঃ কেবলকামপরতন্ত্রস্ত, ন তু প্রেমরাসবিদগ্ধস্যেত্যর্থঃ। পুনঃ সখা আহঃ—অত্রেত্যর্কম্। মহাস্বরা বিদগ্ধশিরোমণিনেত্যর্থঃ। তদেতৎ সান্বয়পণ্ড্য কচিন্ন দৃশ্যতে চ, অতো নাক্ষঃ কৃতঃ। জী^০ ৩২ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈ^০ ভো^০ টীকানুবাদ : অতঃপর প্রতিপক্ষ। গোপীগণ অসুয়ার সহিত বলছেন, ইমানি ইতি। এই দেখ এখানে ভারাক্রান্ত কামী কৃষ্ণের এই পদচিহ্ন সকল। গোপা! —হে গোপীগণ! এই সন্মোহনের ধ্বনি, তোমরা বিদগ্ধ, লক্ষণের দ্বারা বুঝতেই পারছ ইত্যাদি। কামিনঃ—কৃষ্ণ কেবল কামপরতন্ত্র, কিন্তু প্রেমরস বিদগ্ধ নয়। পুনরায় সখীগণ বললেন—অত্র ইতি অর্ধশ্লোক। মহাত্মনাঃ—বিদগ্ধশিরোমণি কৃষ্ণের। এই অর্ধপদ ক্বচিৎ দেখা যায়, কাজেই পৃথক সংখ্যা না করে, এই ৩২ এর মধ্যেই দেওয়া হল। জী^০ ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিম্ব টীকা : ভো অসমীক্ষ্যভাষণাঃ, মাখিততেতি কিং ক্রপে তৎপদানাং দর্শনাদপ্যদর্শনমতি-
দুঃখাকরমণ্ডপ্রাণানামদর্শনং সম্ভাবয়তীতি ত্তোতয়ন্তাঃ প্রতিপক্ষা আহঃ,—ইমানীতি। বধূমিত্যুপনীতেনাপি কৃষ্ণেন
বনেহত্র সা স্বধুরেব কৃতেতি ভাবঃ। অতএব ভারাক্রান্তস্য গৃহস্থাঃ খলু কলত্রভারাক্রান্তা ইত্যন্ততো ভ্রমন্ত্যেবেতি
ভাবঃ। কামিনঃ নতু প্রেমিণঃ, প্রেমবতী নামপ্যস্মাকং ত্যাগাদিত্যত এব কাম এব তং তাং বাহয়েদগুণা ব্রজেন্দ্রকুমারো
হুতিসুকুমারঃ কিং গোপালিকায় বাহনো ভবেদिति ভাবঃ। পুনঃ সখ্য আহঃ,—অত্রৈতি। মহাত্মনা বিদগ্ধশিরো-
মণিনেত্যর্থঃ। যদ্বা, মহে তৎপ্রসাধনোৎসবে আত্মা মনো যশ্চ তেন। পুষ্পহেতোঃ পুষ্পার্থং অবরোপিতেশোক-
বৃক্ষোহয়মস্তাঃ পাদস্পর্শং প্রাপ্য সত্ত্বঃ পুষ্প্যতি। যথাহমেতৎপুষ্পরিমাং প্রসাধয়েয়মিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। অতএব
মহাত্মনা মহাবুদ্ধিমতা। বি^০ ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিম্ব টীকানুবাদ : হে অসমীক্ষ্যভাষণী গোপীগণ! দুঃখ করো না, এসব কি
বলছ? বিচার বিবেচনা না করেই কথা বলছ-যে। সেই রমণীর পদচিহ্ন দর্শন থেকে অদর্শন
বেশী দুঃখকর, ইহা আমাদের প্রাণসমূহেরই অদর্শন ঘটিয়ে দিচ্ছে যেন, এরূপ কথার সূচনা করে
প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবল্যাди বললেন—ইমানি ইতি—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল ভূমিতে অধিক
অধিক ঢুকে গিয়েছে। বধূষ,—বিবাহিতা না হলেও এই বনে কৃষ্ণ তাঁর সহিত নিজ বধুর মতই
ব্যবহার করেছেন, এরূপ ভাব। অতএব ভারাক্রান্তস্য কৃষ্ণ ভারাক্রান্ত হয়ে ঘুরছিলেন, যেমন
না কি গৃহস্থগণ স্ত্রীপুত্র ভারে আক্রান্ত হয়ে ইত্যন্তঃ ঘুরে বেড়ায়, এরূপ ভাব।

কামিনঃ—প্রেমবতী আমাদের ত্যাগ করা হেতু বুঝাই যাচ্ছে, কৃষ্ণ কামুক, প্রেমিক নন।
অতএব কামপরতন্ত্র হয়েই সেই রমণীকে বহন করেছে, অথবা অতি সুকুমার ব্রজেন্দ্রকুমার কি
গোপালিকার বাহন হতে পারে, এরূপ ভাব। পুনরায় সখীগণ বললেন—অত্র ইতি এই স্থানে
শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কান্তাকে কোল থেকে নামিয়েছেন। মহাত্মনা—বিদগ্ধশিরোমণি, বা কান্তার
প্রসাদন-উৎসবে ‘আত্মা’ মন যার সেই কৃষ্ণ পুষ্পহেতোঃ—পুষ্পের জন্য অবরোপিতা—এখানে
কান্তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন—এই বুদ্ধিতে, এই সন্মুখের অশোক বৃক্ষ কান্তার পাদস্পর্শ
পেয়ে সত্ত্বই ফুলে ফুলে ভরে উঠবে, আর আমি এই ফুলে প্রিয়াকে সাজাবো—তাই তো বলি
প্রিয়তম আমাদের মহাবুদ্ধিমান। বি^০ ৩২ ॥

৩৩। অত্র প্রসূবাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রিয়সা কৃতঃ ।

প্রপদাক্রমণে এত পশ্যাতাংসকলে পদে ॥

৩৪। কেশপ্রসাদবৎ ত্বত্র কামিনীঃ কামিনী কৃতম্ ।

তাণি চূড়য়তা কান্তান্নপবিষ্টমিহ ক্রমম্ ॥

৩৩। অর্থঃ : অত্র প্রিয়সা (প্রিয়ৈণ কৃষেন) প্রিয়ার্থে প্রসূবাবচয়ঃ কৃতঃ (যতঃ) প্রপদাক্রমণে পাদাগ্রাভ্যাং উচ্চকুস্থম্ অবচয়ার্থং আক্রমণং যযোঃ (তে) অসকলে (অর্দ্ধমগ্নে) এত পদে (পাদাক্ষৌ) পশ্যত ।

৩৪। অর্থঃ : অত্র কামিনী (কৃষেন) কামিনীঃ কেশ প্রসাদবৎ কৃতং, তু (ভিন্ন উপক্রমে) ইহ (অগ্নিন্ স্থানে) কান্তাং (অধিকৃত্য) চূড়য়তা (শিরোভূষণং কুর্বতা কৃষেন) ক্রম উপবিষ্টঃ ।

৩৩। মূলানুবাদ : এই এখানে প্রিয়াকে অলঙ্কৃত করার জন্য কৃষ্ণ অশোক-শাখায় পুষ্প চয়ন করেছেন, দেখ-না নাগালের বাইরে উচ্চশাখায় চয়নের জন্য পায়ের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই পদচিহ্ন অসম্পূর্ণ রূপে দেখা যাচ্ছে ।

৩৪। মূলানুবাদ : (কৃষ্ণের দুই জাহুর মাঝখানে উপবিষ্ট সেই রমণীর পদচিহ্নে লক্ষ্য পড়ায় বিপক্ষগণ পুনরায় বললেন—) অহো কামুক কৃষ্ণ এখানে সেই কামিনীর চুল বেধে দিয়েছে । আরও পূর্বচয়িত কুসুমরাজিতে প্রিয়ার চূড়া বেধে দেওয়ার জন্য এখানে সে বসেছিল নিশ্চয় ।

৩৩। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : অথাগাঃ সখ্য আহঃ—অত্র প্রসূনেতি । প্রিয়সা অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্রী, পূর্বত্র লিঙ্গমাহঃ—প্রপদেত্যর্ধেন । পদে ইতি । প্রতি পুষ্পবৃক্ষমিতি শেষঃ, অতএব বহুব্ধ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘পুষ্পা-বচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্ । যেনাগ্রাক্রান্তিমাভাণি পদাভ্যত্র মহান্বনঃ ॥’ ইতি । জী^০ ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : অতঃপর অন্তঃসখীগণ বললেন—অত্র প্রসূন ইতি । এখানে প্রিয়ার জন্তে প্রিয় পুষ্পচয়ন করেছেন । (প্রিয়সা—অতিশয় প্রীতিকারী (কৃষ্ণের দ্বারা)) । এই পুষ্পচয়ন যে করেছেন তার চিহ্ন বলা হচ্ছে অর্ধগ্লোকে, প্রপদা ইতি—পায়ের পাতার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে এত—প্রতি পুষ্পবৃক্ষ তলে এইরূপে দাঁড়ালেন, অতএব ‘এত’ (এই সকল) বহুবচন প্রয়োগ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বহুবহু পদচিহ্নের কথাই বলা হয়েছে, যথা—“শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনেক পুষ্পচয়ন করেছিলেন, ইহা নিশ্চয় ; যেহেতু এ স্থানে সেই মহাবীর পায়ের পাতার চিহ্ন বহুবহু দেখা যাচ্ছে।” জী^০ ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীবিষ্ণু টীকা : অত্রাশোকশাখায়াং প্রসূনান্যবচয় ইত্যত এবাত্র প্রসূনানি ন সন্তীতি ভাবঃ । কিঞ্চিদ্রশাখায়া হস্তাপ্রাপ্যায়াঃ পুষ্পাবচয়নার্থং প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌণিগদন্দনং যতন্তে পদে অতএব অসকলে সম্পূর্ণয়োস্তয়োভূবি চিত্রাদর্শনাৎ । বি^০ ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ : এখানে প্রিয়ার জন্য অশোক শাখায় কৃষ্ণ পুষ্প-চয়ন করেছেন, তাই এখানে নীচের দিকে আর পুষ্প নেই, একরূপ ভাব । কিঞ্চিৎ উপরের হাতের নাগালের বাইরের শাখায় পুষ্প-চয়নের জন্য প্রপদাক্রমণে পদে—পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা মাটিতে ভর

৩৫। রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারাম্যৈপাখণ্ডিতঃ।

কামিন্যাং দর্শয়ন্ দৈব্যাং স্ত্রীণাম্ভব দুরাত্মতায় ॥

৩৫। অর্থঃ : স্বাত্মরতঃ (স্বতন্ত্রঃ) আত্মারামঃ অখণ্ডিতঃ (স্ত্রীবিভ্রমৈঃ অখণ্ডিতচিত্তঃ কৃষ্ণঃ) কামিন্যাং দৈব্যাং স্ত্রীনাং চ এব দুরাত্মতাং দর্শয়ন্ (দর্শয়িতুন্) তয়া (সহ) রেমে (বিহারং চকার)।

৩৫। মূলানুবাদ : শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! নিজেতেই পূর্ণকাম ও স্বরূপানন্দ আবেশে তৎপর হয়েও অবিচ্ছিন্ন ভাবে সেই রমণীর প্রেমবশ কৃষ্ণ তাঁর সহিত রতিসুখ ভোগ করলেন—কামিগণের দৈব ও স্ত্রীগণের দৌরাভ্য দেখাবার জন্ম।

করে দাড়িয়েছিলেন; অতএব অসকালে—ভূমিতে সেই পদের অসম্পূর্ণ চিহ্ন মাটিতে দর্শন হচ্ছে। বি^০ ৩৩ ॥

৩৪। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : গর্তকাথ্য-মালা-খণ্ডপতনং দৃষ্টা পুনর্বিপক্ষা আহঃ—কেশেতাৎকেন। তু-শব্দে ভিন্নোপক্রমে, হীতি পাঠে নিশ্চয়ম্। প্রসাধনপ্রয়োজনং সূচয়ন্তি—কামিন্যাঃ কামিনেতি, কামক্ৰীড়াসুখার্থ-মিত্যর্থঃ। তাদৃশোপবেশং দৃষ্টা সখ্যাস্বাছঃ—তানীত্যত্বেন। চূড়য়তেতি জ্ঞানস্ব স্বদেশে তাদৃশবেশস্ত প্রায়শো দৃষ্টেতি জ্ঞেয়ম্। জী^০ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : খোঁপার মালা মাটিতে পড়ে আছে দেখে বিপক্ষাগণ পুনরায় বললেন—কেশ ইতি অর্থশ্লোকে। ‘তু’ শব্দ ভিন্ন উপক্রমে অর্থাৎ অত্র কথা আরম্ভে। নিশ্চয়ার্থে ‘হি’ পাঠও কোথাও কোথাও দেখা যায়। প্রসাধনের প্রয়োজন নির্দেশ করতে গিয়ে কামিন্যাঃ কামিনী—‘কামীকৃষ্ণ কামিনীর’ এরূপ বাক্য প্রয়োগ থেকে বুঝা যাচ্ছে কামক্ৰীড়া সুখই প্রয়োজন এই প্রসাধনের। চুল বাঁধার ভঙ্গীতে বসার চিহ্ন দেখে সখীগণ বললেন—তানি ইতি এই অর্থশ্লোকে—সেই কুসুমের দ্বারা কামিনীকে চূড়য়তা চূড়াবতী করেছেন অর্থাৎ কামিনীর চূড়া বেঁধে দিয়েছেন। ব্রজে রাধার তাদৃশ চূড়াবন্ধনে কৃষ্ণের বসার ভঙ্গী লুপ্ত দেখেছেন গোপীগণ, তাই বসার চিহ্ন দেখেই অনুমান করতে পারলেন। জী^০ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিষ্ম টীকা : কৃষ্ণজায়ন্তরূপবিষ্টায়ান্তস্তাশিচ্ছং দৃষ্টা পুনর্বিপক্ষা আহঃ—কেশানাং প্রসাধনং অত্রত্য বনদেবতা দত্তকঙ্কতিকয়েতি বুদ্ধ্যতে। কামিন্যাঃ নতু প্রেমবত্যাঃ স্বসখীরপি বঞ্চয়িত্বা কামুকং নীত্বা রহো গতত্বাং। কামিনা নতু প্রেমবতা প্রেমবতী নামপ্যাম্মাং বিরহপীড়ানন্তসন্ধানাং। ততশ্চ তানি তৈঃ প্রসূনৈঃ কেশৈর্বা কান্তাং কামিনীং চূড়য়তা নক্ষণা পৌরুষং ব্যঞ্জয়িত্ব চূড়াবতীং কুর্ষতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টমিতি রহঃ কেলিবর্ত্তাপ্যতৃদ্বিতি ভাবঃ। বিম্বতোলুগিতি মতুপো লুক্। বি^০ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিষ্ম টীকানুবাদ : কৃষ্ণের জন্মের মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট সেই রমণীর পদচিহ্ন দেখে বিপক্ষাগণ পুনরায় বললেন—শ্রীকৃষ্ণ এখানে বসে সেই রমণীর চুল বেঁধে দিয়েছেন—এখানকার বনদেবতার দেওয়া চিরুণি দিয়ে এ কাজ হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে কামিনী—এ রমণী কামুকী, প্রেমবতী নয়; কারণ নিজ সখীদেরও বঞ্চনা করে কামুককে নিয়ে নিজের স্থানে

চলে গিয়েছে। **কাষ্মিণী**—কৃষ্ণ কামী, প্রেমবান্, নয়—কারণ প্রেমবতী আমাদের বিরহপীড়ার
অনুসন্ধান পর্যন্ত করল না। চুল বাধার পর **ভাবি**—সেই ফুলের দ্বারা বা চুলের দ্বারা
চুড়ত। —কৌতুকে পুরুষ-পুরুষ যাতে দেখায় তার জন্ত চুড়াবতী করেছে তাঁর প্রিয়াকে কৃষ্ণ।
এই স্থানে নিশ্চয়ই বসেছিলো রহঃ—নিজ্জনে, কেলিবর্তাও হয়েছিল, এরূপ ভাব। বি^০ ৩৪ ॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা** : তদেবং শ্রীগোপীজনমুখেনৈব তয়া সহ তল্লীলাং প্রশস্ত স্বয়মপি
প্রশংসতি—রেমে ইতি। স্বৈঃ স্বাংশরূপৈবৈভবৈবৈকগ্নীয়-লক্ষ্যাদিভির্গোষ্ঠসম্বন্ধিপ্রেয়সাদিভিঃ হেতুভিন্নপরাপেক্ষারহিততয়া
তত্তদংশিনি আত্মনি স্বস্থিরেব রতঃ স্বেনৈব পূর্ণকাম ইত্যর্থঃ। তাদৃশোহপি তথা আত্মারামঃ স্বরূপানন্দাংশ-তৎপর
ইত্যর্থঃ। তাদৃশোহপি তয়া হেতুনা রেমে, তত্তদনাদৃত্য নন্দতি স্ম। তত্র হেতুঃ—তয়েত্যর্থঃ। তচ্ছবস্ত
বক্তৃবুদ্ধিস্ব-বৈলক্ষণ্যাব্যঞ্জকত্বাৎ সর্বাধিকতৎপ্রেমাশ্রয়বিষয়রূপয়েত্যর্থঃ। রেমে তয়া চাতুর্যত ইতি পাঠে আত্মারাম শব্দেন
পৌনরুক্ত্যাপাতাৎ তৎপূর্ণকামাত্মকত্বাদেবাত্মরত ইতি লভ্যতে। চ-শব্দশ্চ যথা তয়া তস্য রমণং তাভির্বিবর্তিকৃতম্
তথা রেমে চ ইতি বোধয়তি। তদেবমপি পূর্ববদেব বিবক্ষিতম্। নহু তাভিলক্ষ্যাদিভিঃ প্রেয়সাদিভিরপি তস্য
রমণং দৃষ্টতে, তত্রাহ—অখণ্ডিতঃ, অনয়া হেতুনা যথা ততন্ততঃ খণ্ডিতঃ স্ম। স্বপতে: সকাশাৎ খণ্ডিতানায়িকা-
বদ্ব্যননা বিচ্যুতঃ স্ম। তথা সকাশাৎ লক্ষ্যাদিভিঃ ‘তুভিন’ কদাচিদপীত্যর্থঃ। অতঃ প্রেমনির্জিতত্বাদেনেব তস্য
স্বং সর্বং সমর্পিতমিতি স্মৃতিতম্। তচ্চ প্রিয়জনপ্রেমবশত্বং তস্য মহানৈব গুণ ইতি পূর্বং বহুশো লিখিতং,
শ্রীভাগবতায়তে চ বিবৃতম্। তদেবং তাদৃশালম্বনত্ব-প্রেমবশত্ববিহীনাঃ কামিনঃ কামিত্বশ্চ স্বমহিমা পরাস্ততরা দর্শিতা
ইত্যাহ—কামিনাং দর্শয়মিতি। অত্র কামিনামিতি, মলয়ুত্রাদিতয়াপরিণামিভিন্নরজলাদিভিস্তর্পমাণো যো দেহস্তত্বর্পণে-
চ্ছারূপকামস্বভাবানাং, ন তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহতয়া স্বতন্তুপ্তানাং, ন তু বা প্রিয়জনতর্পণমাত্রস্বত্বলক্ষণপ্রেমস্বভাবানামিত্যর্থঃ।
তেষাং দৈন্ত্যং দুর্গতত্বম্, তথা স্ত্রীণামপি মলয়ুত্রেত্যাदিলক্ষণানাং, ন তু তস্তাপি রমণহেতুত্বগতসচ্চিদানন্দেত্যাদি-
লক্ষণানামিত্যর্থঃ। তথা চ তাঙ্গাং তদ্বিরোচনযোগ্যতা বক্ষ্যতে, ‘তাভির্বিধূতশোকভিঃ’ (শ্রীভা ১০।৩২।১০) ইত্যাদিনা।
তদন্তস্ত্রীণাং দুর্গতাতাং তাদৃশ-দুর্গতনায়কঃ বশীকৃত্য হর্ষগর্বা-দি-দুষ্টিস্বভাবতামিত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীকৃষ্ণীদেব্যা—‘ওক-
শাক্ষরোমনথকেশ-’ (শ্রীভা ১০।৬০।৪৫) ইত্যাদিনা। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্তাং তাবদৈলক্ষণ্যমুক্তমেব। ‘যা তে পদাঙ্কম্’ ইত্যাদৌ
তদৈলক্ষ্যাত্মভবযোগ্যাশ্চ কাশিচদেব তদ্বিলক্ষণা এব ভবন্তীতি চ জ্ঞাপিতম্। তদেবং তেষাঞ্চ দৈন্ত্যং তাঙ্গাং
দুর্গতাতাং দর্শয়মিতি ‘দর্শয়দ্বিপূজয়ং রমাবজ্রমুল্লসতি ধৃতলাঙ্ঘনম্’ ইতিবৎ; ‘সৎ-সরসিজোদর-শ্রীমুখা’ (শ্রীভা ১০।
৩১।২) ইতিবচ্চ। বাগ্ভঙ্গ্যা স্বতন্তুগ্নিক্ষীতিশয় এব প্রতিপাদিতঃ, ন তু বুদ্ধিপূর্বিকা তেন তদর্শনা সতি
স্বাত্মরতত্বাদিকে কামিদৈন্ত্যাদি-দর্শনার্থমুপহাসক-জনবতদনুকরণনপি ন ঘটত ইত্যত্থা তু ন ব্যাখ্যাতম্। ভক্তপ্রেম-
বশত তু ‘নাহমাগ্নানমাশাসে’ (শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইত্যাদিষু বহু সন্মতৈব। জী^০ ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা** বাদ : শ্রীশুকদেব এই প্রকারে শ্রীগোপীজনের মুখে শ্রীরামধার
সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলার প্রশংসা করবার পর নিজ মুখেও প্রশংসা করছেন—
রেমে ইতি। স্বাস্থ্যরত - ‘স্বৈ’ স্বাংশরূপ বৈভব বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী প্রভৃতি ও ব্রজসম্বন্ধী
প্রেয়সী প্রভৃতির কারণে অপর কিছুই অপেক্ষা রহিত হওয়া হেতু সেই উভয়ের অংশী ‘আত্মনি’
নিজেতেই ‘রত’ অর্থাৎ নিজেতেই পূর্ণকাম। আবার এরূপ হয়েও আত্মারামঃ স্বরূপানন্দ

আবেশে তন্ময়। একরূপ হায়ও সেই রমণীর কারণে দ্রোম—রমণ করলেন অর্থাৎ আনন্দ লাভ করলেন, সেই রমণীর কারণে লক্ষ্মী প্রভৃতি ও ব্রজপ্রেয়সীদের অনাদর করে, শ্লোকের ‘তয়া’ (‘সেই রমণী’) শব্দটিতে বক্তা শ্রীশুকদেবের বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য প্রকাশক হওয়া হেতু এখানে অর্থ আসছে, সেই রমণী সর্বাধিক কৃষ্ণপ্রেমাশ্রয়-বিষয় রূপা। ‘রেমে তয়া চাত্তরত’ একরূপ পাঠান্তর আছে, ‘আত্মরত’ অর্থ—আত্মারাম করলে পুনরজ্জি এসে যাওয়ায় অর্থ আসছে, কৃষ্ণ পূর্ণকাম হওয়া হেতুই স্বতঃতুষ্ট। এপার্ঠের ‘চ’ শব্দে অর্থান্তর হয়, তা এইরূপ—সেই রমণীর সহিত কৃষ্ণের রমণ পূর্বপূর্ব শ্লোকে গোপীরা যেরূপ বিচার করেছেন, রমণও সেই প্রকারই হয়েছে। বক্তব্যও পূর্বের মতই এখানে। বা যদি বলা যায়, সেই লক্ষ্মাদি ও অগ্ন্যত্র ব্রজপ্রেয়সীগণের সহিতও তো কৃষ্ণের রমণ দেখা যায়, এরই উত্তরে অখণ্ডিত—রাধার সহিত রমণ হল অখণ্ডিত অর্থাৎ এই রাধার জন্ত যেরূপ লক্ষ্মাদি সেই সেই প্রেয়সীর নিকট থেকে ছেদ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নিভপতির নিকট থেকে খণ্ডিতা নায়িকা যেরূপ মনে মনে বিচ্যুত হয়ে যান, কখনও সেরূপ হন না কৃষ্ণ, রাধার নিকট থেকে লক্ষ্মাদির হেতু। অতএব এখানে স্মৃতিত হচ্ছে, কৃষ্ণ রাধার প্রেমে পরাজিত হওয়া হেতু নিজের সর্বস্ব রাধাকে সমর্পণ করেছেন। কৃষ্ণের এই যে প্রিয়জনপ্রেমবশত, এ তাঁর মহান্ গুণই। এ সম্বন্ধে পূর্বে বহু লেখা হয়েছে—শ্রীভাগবতায়ুতেও বিবৃত আছে। এইরূপে দেখা যাচ্ছে, রাধার এতাদৃশ প্রেমা যে কৃষ্ণ ‘স্বতঃতুষ্ট’ প্রভৃতি হলেও বশীভূত হয়ে থাকেন, কৃষ্ণেরও এতাদৃশ প্রেমা যে এর কাছে তাদৃশ আত্মারামতা গুণও তুচ্ছিকৃত হয়ে যায়। তাদৃশ আলম্বনহ ও প্রেমবশহ বিহীন কামিনী ও কামিগণকে বৃক্ষমহিমায় পরাজয় প্রাপ্ত রূপে দেখান হল। এই আশায়ে বলা হচ্ছে, এই সংসারের কামিদের দৈন্ত্র্য দেখিয়ে। এখানে কামিগণাং—মলমূত্রাদি রূপে পরিণাম প্রাপ্ত ও অন্ন-জলাদি দ্বারা তৃপ্তি প্রাপ্ত যে দেহ, তারই তৃপ্তি বিধানের ইচ্ছারূপ কামস্বভাব বিশিষ্ট সাংসারিক লোকের দৈন্ত্র্য—দুর্গতি দেখিয়ে। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ হওয়া হেতু যঁারা স্বতঃতুষ্ট তাঁদের কথা নয় এখানে। কিন্তু প্রিয়জনের তৃপ্তি বিধানেরই যারা স্বস্তি মানে, তাদৃশ প্রেমিকদের কথাও নয় এখানে। তথা স্ত্রীগণাং—উপযুক্ত মলমূত্রাদি দোষে দোষিত স্ত্রীগণের দৌরাভ্য দেখিয়ে। ‘স্ত্রীগণাং’ পদে সেই রমণীর অর্থাৎ রাধার কথা হচ্ছে না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই রমণে প্রসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি লক্ষণা ব্রজদেবীদের কথাও হচ্ছে না। তাঁদের যে কৃষ্ণের বিশেষ প্রীতি জন্মানোর যোগ্যতা আছে, তা পরেও বলা হয়েছে, যথা—“শ্রীকৃষ্ণ বিগতশোক গোপীগণে পরিবৃত হয়ে সর্বাধিক শোভাপ্রাপ্ত হন।” - (শ্রীভা^০ ১০.৩২।১০)। অতএব অত্র স্ত্রীদেরই অর্থাৎ যারা তাদৃশ দুর্গত নায়ককে বশীভূত করে হর্ষ-গর্বাদিতে মত্ত হয়ে যায়, সেই সাংসারিক দুঃস্বভাবের স্ত্রীদেরই কথা হচ্ছে এখানে। শ্রীকৃষ্ণদেবী এদের কথাই বলেছেন, যথা—“যে স্ত্রীলোক হে কৃষ্ণ তোমার পদকমলমধুর ভ্রাণ

পায়নি, সেই রমণীই চর্ম-শূক্ষ-রোম-নখাদি যুক্ত শবতুল্য শরীরধারী পুরুষধর্মকে স্বামী জ্ঞান করে।”—(শ্রীভা° ১০।৭।৪৫)। এই ৭।৪৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের তাবৎ বিলক্ষণতাই বলা হল। আরও এই শ্লোকে “যে স্ত্রীলোক হে কৃষ্ণ তোমার পদকমলমধুর ভ্রাগ পায় নি” ইত্যাদি কথায় কৃষ্ণের তাবৎ বিলক্ষণতারই অনুভবযোগ্য। কোনও কৃষ্ণবৎ বিলক্ষণা রমণী যে রয়েছে, তাও জানানো হল। সুতরাং এইরূপে কামিদের হৃগতি ও স্ত্রীদের দৌরাগ্ন্য দেখিয়ে কৃষ্ণ রমণ করলেন, এই যে কথাটা, এ বুঝে নিতে হবে উদ্ধৃত এই শ্লোকানুসারে, যথা ‘দর্শয়দ্বিধুপরাজয়ং’ এবং ‘সংসরসিজোদর’—(শ্রীভা° ১০।৩।৩২) অর্থাৎ গোপীগণ বলছেন—“হে সন্তোষ-রসাদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, হে অভীষ্টপ্রদ, আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী। তুমি উৎফুল্ল কমলের গর্বহারী নেত্র দ্বারা আমাদের বধ করছ ” একথা কৃষ্ণের প্রতি দৌরাগ্ন্য নয়, ইহা মহাভাবময়ী ব্রজগোপীদের মুখে অপূর্ব রসোদগার, কৃষ্ণের প্রতি সুখ-সেবা, যার আশ্বাদনে কৃষ্ণ আনন্দ-বিভোর। এই শ্লোকে বাগ্ভঙ্গীতে কৃষ্ণের সেই সেই রূপগুণাদি স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছে, ইহা কিছু বুদ্ধি-প্রণোদিত নয়। কৃষ্ণ যদি সত্যই দৌরাগ্ন্য দেখতেন, তবে স্বাত্মরত-আত্মারাম তার পক্ষে কামিদৈন্যাদি দেখানোর জন্য উপহাসাম্পদ সাংসারিক জনের মতো সেই অনুকরণও হতো না। অশ্রুপ্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে না। কৃষ্ণের ভক্তপ্রেমবশতঃ বহু শ্লোকসম্মত, যথা “যাঁদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্যসম্পত্তির অভিশাষ করি না।”—(শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইত্যাদি। জী° ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিংশ টীকা : তদেব গোপীনামুক্তিভিরেব তস্তাঃ সৌভাগ্য্যতিশয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মপি তমুপপাদয়তি,—রেমে ইতি। আত্মারামোহপি তয়া সহ রেমে। তত্র হেতুঃ স্বাত্মরতঃ তয়া সহ শোভমানমাত্মনো রমণং যস্য সঃ। আত্মারামতয়াং তথা সুখং ন তস্য ভবেৎ যথা তয়া সহ রমণ ইত্যর্থঃ। “চাত্মরত” ইতি পাঠে আত্মারামশব্দেন পৌনরুক্ত্যাপাতাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। চ এবার্থে। তন্মৈব সহ আত্মনা যত্নেন রতং রমণং যস্য সঃ। “আত্মা যন্তো ধৃতিবুদ্ধি”রিত্যমরঃ। আত্মারামতয়াং তাদৃশসুখলাভাভাবাদেব তাবান্ যত্ন ইতি ভাবঃ। নহু তর্হি তস্তা পূর্ণত্বং প্রগল্ভমত আহ,—অখণ্ডিতঃ, তদপি পূর্ণ এব নতু খণ্ডিতঃ তস্তাহ্লাদিনীশক্তিহেন স্বরূপভূতত্বাদিতি ভাবঃ। হ্লাদিনীশক্তিহেতুপি সর্বাহ্লাদদারো যঃ প্রেমা তস্তাপি পরমাবধির্ষো মহাভাবস্তদ্রূপত্বাদেব হেতোর্ভগবত আত্মারামহেন হ্লাদমাত্ররমণাদপি হ্লাদমহাসারভূতয়া তয়া সহ রমণস্তাধিক্যমন্ত্যেব। যদুক্তং তস্মৈ,—“হ্লাদিনী বা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তির্বরীয়সী। তৎসারভূতা রাধেমিতি। মহাভাবস্তদ্রূপেয়ং শুণৈরতিবরীয়সী”তি। ততশ্চ আত্মারামোহপি তয়া সহ স্বাত্মরতঃ, স্বাত্মরতোপ্যখণ্ডিতঃ পূর্ণ এব রেমে ইত্যর্থঃ। তেন চ ভগবত্তদ্বানভিজ্ঞানাং প্রাকৃতবিবেকানাং হিতঞ্চ তেভ্যঃ স্ববিলাসতত্ত্বস্ত গোপনঞ্চ চকারেত্যাহ,—কামিনামিতি। কামবশেঃ স্ত্রীবশেষে ন ভাব্যমিতি লোকান্ শিক্ষয়ামাসেত্যর্থঃ। কামবশত্বে সতি পুমাংসো দীনাঃ স্থাদৈত্বে চ সতি স্ত্রিয়ো দুরাত্মানঃ স্মরিত্যর্থো ভগবান্ ভগবৎপ্রেমসী চ প্রমাণয়তি যতন্তে ইত্যন্ততো জল্পন্ত উজ্জ্বলপ্রেমরসতত্ত্বগোপনস্ত হেতবো বভূবুরিতি ভাবঃ। তথা দর্শয়ন্তেব প্রেমরসতত্ত্বঞ্চ গোপয়মিতি চৈব শকাভ্যামেক ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বা, কামিনাং সমক্ষে দৈন্যং দর্শয়ন্তু “আত্মবগ্নততে জগ”দিতি ত্রায়েন যে কামিনস্তঃ দীনমেবাশ্রয়ন্তু যশ্চ স্ত্রিয়ঃ কামিতস্তাং

দুরাশ্রানমেবাপশ্যন্তঃ প্রযোজকীভবনিত্যর্থঃ। যদ্বা, কামিনাং দৈন্ত্যং দর্শয়নমিতি কামিভিঃ সুরতপ্রার্থনাদিনা দীনৈর্ভ-
বিতব্যম্। স্ত্রীভিস্ত্রাসন্নত্যা দুরাশ্রভির্ভবিতব্যমিতি দর্শয়ন্ রসিকজনান্ জ্ঞাপয়ন্। এবমেব রসপোষো নানুখেতি
ভাবঃ। বি^০ ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীবিষ্ণু দীকানুবাদ :** এই প্রকারে গোপীগণের উক্তি দ্বারাই রাধার সৌভাগ্যাতিশয় দেখাবার পর শ্রীশুকদেব নিজের কথায়ও তা প্রতিপাদন করছেন, রোমে ইতি শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হয়েও শ্রীরাধার সঙ্গে রমণ করেছিলেন। কারন তিনি হলেন স্বাত্মরতঃ—রাধার সহিত শোভমান আত্মার সহিত ‘রতঃ’ রমণকারী। আত্মারামতাকে তাঁর তেমন সুখ হয় না, যেরূপ হয় রাধার সহিত রমণে। এখানে “তয়া চাত্মরতঃ” পাঠও আছে কোথাও কোথাও—এই পাঠে ‘আত্মরতঃ’ পদের অর্থ যদি আত্মারাম করা যায়, তবে পুনরুক্তি দোষ আসে, তাই এরূপ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে, যথা— ‘চ’ এবং ‘তয়ৈব’ রাধার সত্বিতই ‘আত্মনা’ যত্নে ‘রতঃ’ রমণকারী। —[আত্মা যত্ন ধৃতি বুদ্ধি—অমর]—আত্মারামতায় তাদৃশ সুখ হয় না বলেই তাবৎ যত্ন, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এরূপ হলে তো কৃষ্ণের অসুখতার প্রশঙ্গ এসে যেতে পারে, এরই উত্তরে, এরূপ হলেও অখণ্ডি তঃ—পূর্ণ, খণ্ডিত নন; কারণ রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি হওয়া হেতু তাঁর স্বরূপভূত। [রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমান ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ লীলারস আত্মাদিতে ধরে দুইরূপ]—(১৫^০৮^০আ^০ ৪/৯৭-৯৮)। রাধা হ্লাদিনী শক্তিরূপে সদা একইরূপে থেকেও লীলায় সর্ব হ্লাদের সার যে প্রেম, সেই প্রেমেরও পরম অবধি যে মহাভাব, তদ্রূপ হওয়া হেতু কৃষ্ণের আত্মারামতা গুণে হ্লাদমান্বের সহিত যে রমণ তার থেকেও হ্লাদমহাসারভূতা রাধার রমণে অধিক সুখ হয়। তত্বে এরূপ উক্তি আছে, যথা— “হ্লাদিনী নামে যে মহাশক্তি আছে, তা সর্বশক্তি শ্রেষ্ঠ। তার সারভূতাই হলেন মহাভাবস্বরূপ। এই শ্রীরাধা, গুণে অতি শ্রেষ্ঠ।” সুতরাং আত্মারাম হয়েও ‘স্বাত্মরতঃ’ অর্থাৎ রাধাসহ রমণে যত্নপর, এরূপ হয়েও তিনি পূর্ণই—এই কৃষ্ণ রাধাসহ রমণে প্রবৃত্ত হলেন। এই রমণের দ্বারা ভগবত্ত্ব অনভিজ্ঞ প্রাকৃত বিবেকীগণের হিত করলেন এবং তাদের নিকট থেকে নিজ বিলাস-তত্ত্ব গোপন করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কামিণ্যামিতি - কামিদিগের দৈন্ত্য এবং স্ত্রীদের দুরাত্মতা দেখাবার জন্য তাঁর সহিত রমণ করেছিলেন— কামপরবশ ও স্ত্রীবশীভূত জনদের ইহা বুদ্ধিতে আসে না, তাই তাদের শিক্ষাপ্রদান করলেন, এরূপ অর্থ—কামের বশীভূত হলে, পুরুষ দীন হয়, এরা দীন দশায় পড়লে স্ত্রীগণ দৌরাভ্যা আরম্ভ করে। এই বিষয়টি ভগবান্ কৃষ্ণ ও তার প্রেমসীবর্গ নিজ আচরণ দ্বারা লোকের প্রত্যয়ের মধ্যে আনলেন, আরও এ নিয়ে ইতস্ততঃ জল্পনা-কল্পনা করতে করতে উজ্জলপ্রেমরসতত্ত্ব গোপনের হেতুও হলেন এই গোপীগণ। স্ত্রীণাং চ—এখানে ‘চ’ পদের ব্যাখ্যা এইরূপ করতে হবে, যথা—কামিদের দৈন্ত্য এবং স্ত্রীদের দুরাত্মতা দেখাবার জন্য ‘চ’ এবং প্রেমরসতত্ত্ব গোপন করার জন্য। অথবা, কামিণ্যাং ইত্যাদি—

৩৬। ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চক্রার্গাপ্য। বিচেতসঃ।

যাং গোপীমতয়ং কৃষ্ণা বিহায়াব্যাঃ স্ত্রিয়া ঘবে ॥

৩৭। সা চ ঘবে তদাভবং বরিষ্ঠং সর্বযোষিতাম্।

হিহা গোপীঃ কামযানা যাম্যসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥

৩৬-৩৭। অন্বয় : (অথেষ্টর গোপীকৃততল্লীলাবর্ণনমুপসংহরতি ইত্যেবমিতি) ইত্যেবং (ভগবল্লীলাঃ পরস্পরং দর্শয়ন্ত্যঃ বিচেতসঃ (বিগত চিত্তাঃ) তাঃ গোপ্যঃ চেষ্টাঃ। কৃষ্ণঃ অস্ত্রাঃ স্ত্রিয়াঃ বিহায়াবনে যাং গোপীঃ অনয়ং সা চ তদা অসৌ প্রিয়ঃ কামযানাঃ গোপীঃ হিহা মাম্ (এব) ভজতে (ইতি হেতোঃ) আভবং সর্ব-যোষিতাং (মধ্যে) বরিষ্ঠং মেনে।

৩৬-৩৭। মূলানুবাদ : [৩৬ শ্লোকের সমগ্রটাই শ্রীধর-শ্রীজীবপাদের অসম্মত কিন্তু শ্রীবিষ্ণুনাথ শ্রীবলদেবের সম্মত বলে এর অনুবাদ দেওয়া হল।]

এই প্রকারে গোপীগণ চৈতন্যহীন হয়ে পরস্পর পদচিহ্ন সকল চিনাতে চিনাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অত্র গোপীদিকে ত্যাগ করে যাকে নিজের বনে নিয়ে এসেছিলেন তিনি মনে করলেন—

কামোন্মত্ত হয়ে আগত গোপীসকলকে ত্যাগ করত সেই দয়িত একমাত্র আমারই প্রণয়ী হয়ে আমার সেবা করছে,—এরূপ ভাবনা থেকে তাঁর নিজেকে সকল গোপীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে হল, গর্বের উদয় হল তারও চিত্তে।

কামিদের সম্বন্ধে দৈন্য দেখিয়ে কৃষ্ণ রমণে প্রবৃত্ত হলেন, যে সকল কামী কৃষ্ণকে দীনবৎ দেখে ও যে সকল কামপরতন্ত্র শ্রী শ্রীরাধাকে ছুরাছুর মত দেখে—‘আভবং মন্যতে জগৎ’ ন্যায় অনুসারে, সেই তাদেরই প্রযোজক কর্তা হয়ে রমণে প্রবৃত্ত হলেন।

অথবা কামিণ্যাং ইত্যাদি—কামিরা সুরত প্রার্থনায় দীন হবে, আর স্ত্রীগণ তাতে অসম্মতি প্রকাশে ছুরাছুরা হবে, ইহা রসিকজনদের জানিয়ে প্রবৃত্ত হলেন। এই এই প্রকারেই রস পোষক হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এরূপ ভাব। বি^০ ৩৫ ॥

৩৬-৩৭। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : অত্রৈত্যেবমিতি পত্নাঙ্কদ্বয়ং তেষামসম্মতং, পূর্বোক্তে সতি রেমে তয়েত্যস্ত শুকোক্তিস্বাসঙ্গতঃ; উত্তরোক্তে সতি সা চেতি মাত্রোখ্যাপনাসঙ্গতঃ। তদেবং তয়োস্তং প্রেমাং প্রশস্ত প্রকৃতং তাদৃশং তদ্বিলাসময়ং মানং তৎপ্রদাদনাদিকমপি তৎপোষণার্থং বর্ণয়তি—সা চেতি সপাদত্ৰয়দ্ব্যভ্যাম্; সা চ তদা মেনে ইত্যনেন পূর্বং তাস্থ মধ্যে বর্তমানায়্যাপি তস্তাস্তাদৃশো মদো নাসীদানীমেব জাত ইতি লভ্যতে। তচ্চেবং তাদৃশভাবে হি তাসাং দ্বিধা মানাবস্থা সম্ভবতি—কাস্তৈকক্ষুরণে হর্ষাদিপ্রচুর-স্থায়িময়ী, কথঞ্চিদন্যক্ষুরণে গর্ষাদিপ্রচুরস্থায়িময়ীতি। অতস্তস্মা গাঢ়াছুরাগপ্রাধান্যেন তদৈকক্ষুর্ময়ী হৃৎকালং ব্যাপ্য হর্ষাদিমধ্যেব জাতা। সম্প্রতি কথঞ্চিদাছে জাতে তু বরেনিতি। আভবরিষ্ঠং হেতুঃ—গোপীঃ সর্বং এব, তত্রাপি কামযানা কামায়মানা অপি হিহা, অদৌ অনির্বচনীয়বিচিত্র মাহাত্ম্যঃ পরমস্বতন্ত্রোহতিদূর্ভ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি প্রিয়ঃ মদেকপ্রেমকর্তা সন

ভজতেহুর্বর্ততে। অত্রাশ্রুতশ্রুণেহপি গোপীনামেব স্মৃতিং তু পূর্বাস্থিবা সামান্যস্মীণামিত্যেতদংশেহপি বৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্ ॥ জী^০ ৩৬-৩৭ ॥

৩৬-৩৭। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : (৩৬) ‘ইতি এবং’ অর্থাৎ ‘এইরূপে পদচিহ্ন সকল দেখাতে দেখাতে গোপীগণ ভ্রমণ করতে লাগলেন’—এই অর্থ শ্লোক শ্রীস্বামিপাদের সম্মত নয়। কারণ এই শ্লোকের সংযোগ ‘কেশপ্রসাদনং’ ইত্যাদি ৩৪ শ্লোকের সহিত। ‘ইতি এবং’ ৩৬ শ্লোকের প্রথম চরণ যদি তাঁর সম্মত হত, তবে ‘রেমে তয়া’ (৩৫) শ্লোকের শ্রীশুকের উক্তির সহিত অসঙ্গতি এসে যেত। আর (৩৬) ‘যাং গোপীং’ ‘কৃষ্ণ যে গোপীকে নিয়ে এসেছিলেন’ এই দ্বিতীয় চরণ যদি তাঁর সম্মত হত, তবে তাঁর ৩৭ শ্লোকের টীকায় (৩৫) শ্লোকের ‘শ্রীগাং তুরাঅতাম্’ মাত্র বলবার পরই (৩৬) শ্লোকের ‘যাং গোপীং’ বাদ দিয়ে ৩৭ শ্লোকের ‘স চ’ মেনে বলা অসঙ্গত হত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পুরো ৩৬ শ্লোকটিই স্বামিপাদের অসম্মত তাই এর ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে ৩৭ শ্লোক ‘স চ মেনে’ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—

এইরূপে রাধাকৃষ্ণ যুগলের প্রেমের প্রশংসা করবার পর এই প্রেমের পোষণের জন্য বাস্তবিক পক্ষে যা সেই প্রেমেরই বিলাসময় অবস্থা, সেই ‘মান’ ও কৃষ্ণ কতৃক সেই মানের প্রসাদনাদি বর্ণিত হচ্ছে—‘স চ মেনে তদা’ তখন তাঁর নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হল, নিজ ‘ন’ স্থানে একলা এনে কৃষ্ণ যখন তাঁর সহিত রমণ করলেন,—এতে বুঝা যাচ্ছে, অত্যাশ্রিত গোপীদের মধ্যে গর্ব থাকলেও রাধার মধ্যে পূর্বে তাদৃশ গর্ব ছিল না, এখনই ইহা জাত হল। এর মধ্যেও আবার তাদৃশ ভাবে তাঁদের মানাবস্থা ছাপ্রকার হয়ে থাকে— (১) একমাত্র কাশ্মুরই স্মরণে গর্বাদিপ্রচুর-স্থায়িময়ী। (২) কথঞ্চিং অশ্রবস্ত স্মরণে গর্বাদিপ্রচুর-স্থায়িময়ী। এর মধ্যে শ্রীরাধার মধ্যে জাত হয়, গাঢ়ানুরাগের প্রাধান্য হেতু একমাত্র কৃষ্ণস্মৃতিময়ী বহুকাল ব্যাপে হর্ষাদিময়ী ‘মান’। সম্প্রতি একটু বাহ্য হল নিজেকে রাধার সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হল নিজ শ্রেষ্ঠত্বে হেতু—সকল ব্রহ্মদরীকে তাগ করত প্রিয় একমাত্র আমাকেই সেবা করছে—এর মধ্যেও আবার কাম্যব্যাঘাঃ—এই সকল গোপী কামোন্মত্ত হয়ে তাঁর নিকট আগত—এরূপ হলেও তাঁদের ত্যাগ করে আসো—সেই দয়িত, এই পদের ধ্বনি—ইনি বিচিত্র মাহাত্ম্য, পরম স্বতন্ত্র, অতি তুল্য। এরূপ হলেও প্রিয়ঃ—একমাত্র আমার প্রেমকর্তা হয়ে ভজতে—আমার সেবা করছে। এখানে শ্রীরাধার চিতে কথঞ্চিং অশ্রুত স্মৃতি কালেও গোপীদেরই স্মৃতি হয়, কিন্তু অশ্রুত গোপীদের হায় সামান্য স্ত্রীদের স্মৃতি হয় না—এখানেই শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য। জী^০ ৩৬-৩৭ ॥

৩৬-৩৭। শ্রী বিশ্ব টীকা : বুধভানুন্দিন্যাঃ সর্বধিকমুজ্জলরসস্ত সন্তোগমংশং নির্বর্ণ্য বিপ্রলভমংশমপি বর্ণয়িতুং তদ্বীজমুখাপন্নতি যামিতি। সা চেতি। পূর্বে গর্বাঃ সৌভগমদযুক্তা আসন্নধুনা সা চ। তত্র হেতুঃ হিত্যেতি। কাম্যব্যাঘাঃ কাম্যমানাঃ। যদ্বা, কামো যানমাগনসাধনং যসাং তাঃ। অতএবান্যগোপীসৌভাগ্যহেতুকো যঃ পূর্বমান উদ্ধৃতঃ সৌহপি নিঃশেষেণৈব শান্তঃ। বি^০ ৩৬-৩৭ ॥

৩৮। ততো গত্ত্বা বনোদ্দেশং দৃষ্টা কেশবমব্রবীৎ।

ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥

৩৮। অর্থঃ : ততঃ (অভিমানাং সা) বনোদ্দেশং (বনপ্রদেশং গত্ত্বা দৃষ্টা (গর্বিতা সতী) কেশবং অব্রবীৎ (উবাচ) অহং চলিতুং না পারয়ে (অতঃ) যত্র তে মনঃ (তত্র) মাং নয়।

৩৮। মূলানুবাদ : অতঃপর সেই কামিনী বনপ্রদেশে গিয়ে গর্বিতা ভাবে কেশবকে বললেন, আমি যে আর চলতে পারছি না, তোমার যেখানে মন চায় আমাকে পূর্ববৎ বয়ে নিয়ে চল!

৩৬-৩৭ ॥ শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ : বৃষভানুন্দিণীর সর্বাধিক উজ্জলরস-সন্তোষাংশ বর্ণনা করবার পর বিপ্রলম্বাংশও বর্ণন করবার জন্ম তার বীজের কথা উঠাচ্ছেন—যায়, ইতি—অন্য গোপীগণকে বনে ত্যাগ করে যে গোপীকে কৃষ্ণ এই নিজনে নিয়ে এসেছেন। সা চ—সেই গোপী, নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেন। এখানে এই ‘সা চ’ পদের ধ্বনি হল পূর্বে সকল গোপীই সৌভাগ্যমদযুক্তা ছিলেন, অধুনা এই রাধাও সৌভাগ্যমদযুক্তা হলেন। এর হেতু—কামবেগে সমাগতা গোপীদিগকে ত্যাগ করে একলা তাকেই সেবা করছেন। কামযাতা—কামবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্ম আগতা গোপীগণ, বা কাম ‘বাহন’ আগমন সাধন যাঁদের সেই গোপীগণ। অতএব অন্য গোপীর সৌভাগ্য হেতু রাধার পূর্বে যে মান হয়েছিল, সেও নিঃশেষে শাস্ত হয়ে গেল। বি° ৩৬-৩৭ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ততো বরিষ্ঠং মন্যতাহনন্তরং বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহ গমনক্রমেণাগ্রতো গত্ত্বা দৃষ্টা গর্বিতা সতী কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে প্রথ্যাতি তম্, অতএবাব্রবীৎ। কিম্? তদাহ—‘ন পারয়ে’ ইতি। বহু-পরিভ্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যাজময়ী হেতুব্যঞ্জনা। নহু মুঞ্চে তাভ্যো দূরমগ্রে স্থানান্তরং হৃৎ গন্তব্যমিতি চেতত্রাহ—নয়েতি। পূর্ববদন্ধে নিধায় স্বমেব নয়েত্যর্থঃ। জী° ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : ততো—নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবার পর বনোদ্দেশং—বনপ্রদেশবিশেষে গত্ত্বা—কৃষ্ণের সহিতই চলতে চলতে সম্মুখে গিয়ে দৃষ্টা—গর্বিতা হয়ে কেশবকে বললেন, কেশব—এ পদের ধ্বনি, তাঁর চুল বেঁধে দিয়েছে, অতি অন্তরঙ্গ, তাই তাঁকে বললেন। কি বললেন? এরই উত্তরে ন পারয়েহহং—বহু ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, তাই আর চলতে পারছি না, এ কারণটি হল ছলনাময়ী। এর উত্তরে কৃষ্ণ যেন বললেন, ওহে মুঞ্চে! তোমার কি অন্য গোপীদের থেকে দূরে সম্মুখে যাওয়ার ইচ্ছা? এরই উত্তরে শ্রীরাধা যেন বললেন, নয়—পূর্বের ছায় কোলে করে তুমি নিয়ে চল। জী° ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিষ্ণু টীকা : বনস্তোংকৃষ্টপ্রদেশং গত্ত্বা কেশবং কেশান্ বয়মানং প্রাকৃতনন্দ্যছোতকচূড়াম্মোচয়ন্ত্যা-স্তস্তাঃ বিচিত্রবেণীজেন প্রথ্যন্তঃ অতএব দৃষ্টা স্বাধীনকান্তায়া দর্প এব রসমাবহতীতি ভাবঃ। চলিতুং ন পারয়ে ইতি বহুবচনভ্রমণোথো মে প্রমোহভূদ্বিতি ভাবঃ। নহু, মুঞ্চে তাভ্যো দূরমগ্রে হৃৎ স্থানান্তরং গন্তব্যমিতি চেতত্রাহ—নয়েতি। পূর্ববদন্ধাং বহনিত্যর্থঃ। নহু, কিমগ্রিমপ্রদেশে অন্যজন দুষ্প্বেশং কুঞ্জান্তর্গতং পুষ্পতল্লং ত্রাং নয়ামি, কিম্বা পৌষ্পান্তরণার্থং পুষ্পোচ্চানং তত্রাহ,—যত্র তে মন ইতি। বি° ৩৮ ॥

৩৯। এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ ক্লম্ব আকৃহ্যতামিতি ।

ততশ্চাত্তদধৈ কৃষ্ণঃ সা বধূবল্লভপাত ॥

৩৯। অর্থঃ : ততঃ কৃষ্ণঃ [প্রিয়াম্] এবম্ উক্তঃ (সন্মম) স্বন্ধে আকৃহ্যতাং [তয়া] ইতি প্রিয়াম্ আহ, ততঃ (তস্তাং স্বন্ধরোহণোত্তয়াং সত্যং সঃ) অস্তদধৈ (ততশ্চ) সা বধূঃ অদ্বতপ্যত (অতুতপ্তবতী) ।

৩৯। মূলানুবাদ : শ্রীরাধার এইরূপ স্বাধীনভর্তৃকা-ভাবোচিত কৃত্রিম লাস্যাদিময় নর্মবচন শুনে কৃষ্ণ নিজেও রসিকতা করে অন্তর্হিত হলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

এরূপ বললে কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়াকে বললেন, কাঁধে উঠে বস। কৃষ্ণ কিন্তু কাঁধে না নিয়ে অন্তর্হিত হলেন। কৃষ্ণদর্শনৈক জীবনা সেই বধু তখন মুহুমুহু বিলাপ করতে লগলেন।

৩৮। শ্রীবিম্ব টীকানুবাদ : বানোদ্ধশং—বনের ‘উৎ’ উকৃষ্ট প্রদেশে গিয়ে (কেশবকে বললেন)—কেশবং—কেশ বেধে দেন যিনি—পূর্বের অশিষ্ট কৌতুকসূচক চূড়া খুলে দিয়ে বিচিত্র বৌরূপে কেশ বেঁধে দিলেন, অতএব দৃষ্টা—গর্বিত হলেন—স্বাধীন কান্তার গর্বই রসাবহ হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। গরবিনী রাধা কেশবকে বললেন, চলতে পারছি না—বহু বনভ্রমণে আমার পরিশ্রম হয়েছে, এরূপ ভাব। যদি বলা লয়, হে মুগ্ধে! সন্মুখে দূরে আমার হৃদয় স্থানান্তরে তোমাকে যেতে হবে, এরই উত্তরে নয় ইতি নিয়ে যাও-না, তবে পূর্ববৎ বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কৃষ্ণ যেন বলছেন, আচ্ছা বলতো তোমাকে কি সন্মুখের বনপ্রদেশে অন্যজনের দৃষ্টিবশ্যে কুঞ্জমধ্যস্থ পুষ্পশয্যায় নিয়ে যাব, কিম্বা ফুলের আভরণের জন্য ফুল বাগানে নিয়ে যাব, এরই উত্তরে, তোমার যেখানে মন চায় সেখানে নিয়ে যাও। বি^০ ৩৮ ॥

৩৯। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : তদেব তস্তাঃ স্বাধীনভর্তৃকাভোচিতং কৃত্রিমালস্যাদিময়ং নর্মচনং শ্রদ্ধা স্বয়মপি সনর্শ্ববাস্তবিত ইত্যাহ—এবমিতি পাদত্রয়েণ। স্বন্ধে মদংস আকৃহ্যতামিত্যাহ, ইদঞ্চ নর্মণৈব প্রিয়ামিত্যুক্তেঃ। তথাহি—‘যোহন্যমুখে দুর্বাদঃ প্রিয়তমবদনে স এব পরীহাসঃ। ইতরেক্তনজো ধূমঃ সোহয়মগুরুসম্ভবো ধূমঃ ॥’ ইতি। যদ্বা, ‘স্বন্ধঃ প্রকাণ্ডে কায়ে চ বাহুল্যসমূহয়োঃ’ ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ; কায়ে, স চ যুক্তত্বাদবক্ষোভাগ ইতীদমপি নর্শ্বৈব। ততস্তদনন্তরং, স্বর্থে চকারঃ ভিন্নোপক্রমে, অস্তদধৈ চ ইতি সমুচ্চয়ে বা, তস্তাঃ সকাশাদপান্ত-দ্বানেশ্বিনীধাপগমাং সপত্নীনামৈকমতামপি প্রয়োজনং জ্ঞেয়ম্। পূর্বান্তদ্বানেশ্বিনী তদপি চিকীর্ষিতমিতি এবমেকয়ৈব ক্রিয়য়াহনৈকদুর্ধটিকসম্পাদনে পরমাচতুরী দর্শিতা। অহো ‘উপধুপরি বুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ’ ইতি ভাবঃ। তদেব সন্তোগোচিতাং স্বাধীনভর্তৃকায়ময়ীং প্রেমপরাকাষ্ঠাং দর্শয়িত্বা সনর্শ্বণ্যপি বিপ্রলম্বে পরমদৈন্ত্র্যমোহাঙ্কিকাং তৎপরাকাষ্ঠাং দর্শয়ন্তুংপ্রাশস্ত্যমেব সূচয়তি—সেতি সপাদেন। সা তদর্শনৈকজীবনা, অদ্বতপ্যত মুহূর্বিল্লাপ। জী^০ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : এইরূপে শ্রীরাধার স্বাধীনভর্তৃকা-ভাবোচিত কৃত্রিম লাস্যাদিময় নর্মবচন শুনে কৃষ্ণ নিজেও রসিকতার সহিত অন্তর্হিত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, এবম্ ইতি। শ্রীরাধা এরূপ বললে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বললেন কাঁধে উঠে বস—‘প্রিয়াম্’

এই পদের প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে রসিকতাতেই কথাটা বলা হল, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—‘যা অনামুখে ছুঁবাদ, তাই প্রিয়তম বদনে পরিহাস।’—নিভু নিভু আগুন ‘যা ধূম, তাই অগুরু জাত হলে ধূপ।’ অথবা, বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে, ‘স্কন্ধ’ শব্দে কায়, বাহুমূল ও সমূহ—এখানে ‘কায়’ শব্দে বক্ষই সমীচীন—কৃষ্ণ প্রিয়াকে বললেন, আমার বুকে চড়ে বস—ইহাও রসিকতাই। ততঃ—অতঃপর। চ—‘তু’ ভিন্ন উপক্রমে অন্তর্দাপে চ কৃষ্ণ ‘তু’ কিন্তু আসলে কাঁধে বা কোলে না নিয়ে অন্তর্হিত হলেন। বা চ—সমুচ্চয়ে, এই অন্তর্ধানের প্রয়োজন, অন্যান্য গোপীগণের ঈর্ষা অপগম। এর দ্বারা সপত্নী গোপীগণের পরস্পর ঐক্যমত স্থাপন এরূপ জানতে হবে। পূর্বে যে অন্তর্ধান করেছিলেন, তাতেও ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপে এখানে এক কাজেই অনেক ছুঁটি ফল সম্পাদনের দ্বারা পরমচাতুরী দেখান হল। অহা সকল বুদ্ধির উপরে উপরে ঈশ্বরের বুদ্ধি বিচরণ করে থাকে।’ এরূপ ভাব। এইরূপে সম্ভোগাচিত স্বাধীনভক্ত কা-ভাবময়ী প্রেমপরাকাষ্ঠা দেখাবার পর পরিহাস হেতু বিপ্রলভেও যে পরমদৈত্য মোহাঙ্গিকা প্রেমপরাকাষ্ঠা, তা দেখিয়ে প্রেমের প্রশংসাই প্রকাশ করলেন—স্বা ইতি—কৃষ্ণদর্শনৈক জীবন। রাধা অমৃতপাত—মুছা ছ বিলাপ করতে লাগলেন। জী^০ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিষ্ণু টীকা : ততচ্চ কৃষ্ণেন মনস্তেবং বিচারিতম্। অহা অনয়া স্বাভাবিকঃ স্বধর্মঃ পরিত্যক্ত এব। নহি সন্নায়িকা পুপ্ততল্ল প্রতি স্বনয়নে বচসা নায়কায় সম্মতিং দত্তে। যদি চানয়া বাম্যরূপস্বধর্মস্তান্ত্রান্তদা ময়াপি সন্নায়িকেন সংভুক্তকান্তান্ত্রবর্তিত্বলক্ষণে দাক্ষিণ্যময়ঃ স্বধর্মস্তান্ত্রব্য এব। নহি দ্বয়োরেব দাক্ষিণ্যে বাম্যে বা রসঃ সুরসঃ শ্রাং নচাত্ৰ রসিকলোকৈরহ দৃশ্যীয়ঃ। রসো হি নায়িকাপ্রকান্তপরিপাটীক এব সাধুভবৎ। কিঞ্চ, মহাপ্রেমবত্যা অস্তা মদ্বিপ্রলভজনিতদশাবিশেষ দিদৃক্ষা সাক্ষাদেব যা চিরং মে বর্ততে সাপ্যেতদবসরে পূর্ণা ভবিষ্যতি মৎসংল্লেশজনিতমস্তাঃ সৌভাগ্যাধিকং তাভিরহুভূতমেব। মদ্বিল্লেশজনিতামপি প্রেমোদ্রেক পরমাধিব্যঞ্জিকাং দশামসা-ধারণীং দৃষ্ট্বা তাঃ পরমচমৎকারসিন্ধুনিমগ্না ভবন্তু অস্তা মদ্বিরহবাড়বানলজালায়া অগ্রে তাসাং মদ্বিরহো দীপদহনায়িতো ভবতু। ততশ্চাস্তাঃ পূর্ণতমাত্মাং সম্ভোগবিপ্রলভাত্মাং শৃঙ্গাররসোহপ্যন্ত পূর্ণতমম্বাপজ্ঞাতাম্। অস্তাপি বিরহে মৎসম্পাদিতে সর্ববিরহোপশান্ত্যনন্তরং সর্বসামৈকমত্যে স্মৃতি বিধিৎসিতোহন্ত রাসোহপি সেৎশ্রুত্যাথাত্তে তৎসদ্বরঙ্গিণা ময়া তাসাং মানোহন্ত সর্বথৈব দ্রুপশম ইত্যাদীনি বহুনি প্রয়োজনানি পর্যালোচয়ন্ সহস্বেবাত্ত্বিংসুরাহ,—স্কন্ধ ইতি। অন্তর্দধে তত্রৈব স্থিতা তাং পশ্যমপি তন্নয়নগোচরতাং জহাবিত্যর্থঃ। অত্র নয় মাং যত্র তে মন ইতি বদন্ত্য। বুধভানুন্দিত্তা মনস্তেবং বিচারিতম্। বিলাসশ্রমবনবিহারশ্রমখিনীয়া মম ক্ষণং জুঘুপ্সা বর্ততে অস্তাপি স্বাপাভাবেনৈব সর্বরজনীযাপনমকল্যাণমসুখোদর্কমেব অতঃ পুপ্ততল্ল নয়তি চেন্নয়তু আবাং তত্র জুঘুপ্সাব ইত্যন্তস্ত্রাসসম্মতিন কৃতা। তত্র ভগবতস্তদন্তঃকরণবিজ্ঞতা প্রেমরসময়লীলাশব্দৈব তিরোধাপিতা তন্তলীলা—সিদ্ধার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অমৃতপাত মুছবিলাপ। বি^০ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ : শ্রীরাধা এরূপ বললে কৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ বিচার করলেন— এ তো দেখছি, তার স্বাভাবিক স্বধর্ম বামা-লজ্জাদি পরিত্যাগ করল—সং নায়িকা কখনও নায়কের পুপ্তশয্যায় নিয়ে যাওয়ার কথায় মুখে সম্মতি দেয় না। যদি

৪০। হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্রাসি মহাভুজ।

দাস্যাস্তু রূপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিষ্ম ॥

৪০। অর্থঃ : হা নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ, মহাভুজ, ক্রাসি, ক্রাসি (কৃত্রগতো ভবসি হে) সখে, তে (তব) দাস্যাস্তু রূপণায়াঃ (দীনায়াঃ) মে (মম) সন্নিধিঃ দর্শয় ভবৎসামীপ্যং প্রদর্শয়)।

৪০। শ্রীলালুবাৎ : হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হা মহাভুজ! তুমি কোথায়? হে সখে! এই দীনা দাসীকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।

এ বাম্যরূপ স্বধর্ম ত্যাগ করল, তবে আমিই বা কেন-না সৎনায়কের অনুসরণে সংভুক্ত কান্তার অনুগমনরূপ দাক্ষিণ্যময় স্বধর্ম ত্যাগ করব? ইহাই এখন আমার কর্তব্য। নায়ক-নায়িকা দুজনেই যদি দাক্ষিণ্য বা বাম্যভাব ধারণ করে, তবে রস সুরস হয় না। এখানে স্বধর্ম ত্যাগে আমি রসিকলোকের কাছে দোষভাগী হবো না। রস সুরস হইয়া নায়িকাগত ভাব পরিপাটি অবলম্বনেই। আরও মহাপ্রেমবতী রাধার মদ্বিরহ-জনিত-দশাবিশেষ দেখবার ইচ্ছা, যা আমার হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভাবেই চিরকাল রয়েছে, তাও এই অবসরে পূর্ণ হবে। আরও আমার আলিঙ্গনে রাধার যে সৌভাগ্যাধিক্য, তা গোপীগণের তো অনুভূতই আছে। আমার বিরহে রাধার যে প্রেমোদ্রেক হয়, তা পরম মনঃপীড়া ব্যঞ্জিকা অসাধারণী দশা, এখন সেই দশা দেখে গোপীগণ পরমচমৎকার সিন্ধুতে নিমগ্ন হোক। এই রাধার মদ্বিরহ-বাড়বানলজ্বালার কাছে তাঁদের মদ্বিরহজ্বালা দীপদহনের মতো তুচ্ছ হয়ে যাক। অতঃপর রাধার পূর্ণতম সন্তোগ ও বিপ্রলম্ব দ্বারা শৃঙ্গার রসও আজ পূর্ণতমতা প্রাপ্ত হোক। আমার কৌশলে এই রাধার বিরহ সম্পাদিত হলে—রাধা ও অত্যাশ্রিত গোপী সকলের একই বিরহ দশা হলে—তৎপর সকল গোপীমধ্যে আমার আবির্ভাবে যুগপৎ সকলেরই বিরহের উপশমের পর সকলের মতের সমতা লাভ করলেই সঙ্কলিত আজকের রাস নিষ্পন্ন হতে পারে। অন্যথা রজিয়া আমি যদি এখন রাধার সহিত একত্র হয়ে অন্যান্য গোপীদের নিকট উপস্থিত হই, তা হলে তাদের মান কোন প্রকারেই উপশম হবে না—ইত্যাদি বহু প্রয়োজন পর্যালোচনা করে সহসা অন্তর্ধান করার ইচ্ছা করে বললেন—স্বন্ধ ইতি। অর্থাৎ আমার স্বন্ধে চেপে বস। ‘হে কৃষ্ণ! আমাকে যথা ইচ্ছা তথা নিয়ে চল,’ এই উক্তিকারিণী বুধভানুসুন্দিনীর মনের বিচার ধারাটি এরূপ—বিলাসশ্রমে ও বনবিহার-শ্রমে অত্যন্ত কাতর আমার ক্ষণকাল ঘুমানোর ইচ্ছা হচ্ছে, প্রাণপ্রিয়তমেরও বিনা ঘুমে সারারাত কাটানো অকল্যাণ দুঃখদ হওয়ার সম্ভাবনা; অতএব পূষ্পশয্যায় নিতে চান যদি, নিন্-না, আমরা তথায় ঘুমাবো, তাই এ বিষয়ে অসম্মতির কি আছে। রাধার অন্তঃকরণের ভাব সম্বন্ধে কৃষ্ণের বিজ্ঞতা প্রেমরসময় লীলাশক্তিই তিরোধান করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সেই লীলা নির্বাহের জগুই, এরূপ বুঝতে হবে। অনুতপাত—মূর্খমূর্খ বিলাপ করতে লাগলেন। বি° ৩৯ ॥

৪০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : বিলাপমেবাহ—হা নাথেতি । হা খেদে, আৰ্ত্তিসম্বোধনে বা ; ততশ্চ সৰ্বত্রৈব যোজ্যম্ । নাথ স্বামিতয়া পালক, রমণ কান্তোচিতসুখপ্রদ, প্রেষ্ঠ মদ্বিষয়কতদুচিতপ্রেমবিস্তারক ! ক্বাসি ? এবমেবং ময়ি স্নিগ্ধোহপি সংপ্রত্যেকাকী ক বর্তনে ? হা হা তদজ্ঞানেন মম চিত্তং ক্ষুভ্যতীতি ভাবঃ । বীপ্স্যতিবৈয়গ্ৰেণ পুনরালিঙ্গনাদিনিজসৌভাগ্যস্মারকেণ নিজরসোদীপক-তদঙ্গবিশেষসৌন্দর্য্য-স্মরণেন মুহুন্তীবাহ—মহাভুজ্যেতি । পুনরতি-দৈন্তেনাহ—দাস্যা ইত্যাদি । তত্রৈব কিং পুনরপি মমালিঙ্গনাদিলাভায় মমাবাসং যুগয়সি ? ইত্যশঙ্ক্য নহি নহীত্যাহ—সখে, দত্তনিজসাহচর্য্যসৌভাগ্যসন্নিধিং নিজসন্নিধানমপি দর্শয় জ্ঞাপয় মাত্রম্ । সাহচর্য্যদানেন ভবতৈব জনিতব্যসনানি সম্প্রতি তত্র মা গুল্লামি, কিন্তু ত্বমত্র বিতুষ ইতি মনসাপি নিশ্চয়তঃ স্বস্থা ভবেয়মিতি ভাবঃ । তত্র হেতুঃ—দাস্যাঃ সখ্যাদাবযোগ্যয়াঃ, কিন্তু তাদৃশক্লেশরূপয়ৈব বলাহুংপাদিত-স্বদেকগ্রন্থানুকূল্যতাৎপর্য্যয়া ইত্যর্থঃ । তত্রাপি ক্লেশায়াঃ, তদিদং দুঃখং সোঢ়ুমশক্তায়াঃ পরিহর্ন্তুঞ্চাজানত্যা ইত্যর্থঃ । অতো ন ময়ি বঞ্চনা কার্য্যা, নাপি নিজানুতাপবীজং বপ্তব্যমিতি ভাবঃ । ঔদার্য্যনামা চানুভাবোহয়ম্ ; যথোক্তম্ —ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহঃ সর্কীবস্থাংগতং বুধাঃ’ ইতি । ততশ্চ সা বিমূহ হস্ত ভূমাবপত্য ইতি জ্ঞেয়ম্, অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ । জী° ৪০ ॥

৪০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : সেই বিলাপ করুপ, তাই বলা হচ্ছে—হা নাথ ইতি । হা—খেদে, বা আৰ্ত্তি-সম্বোধনে । ‘হা’ শব্দটি অতঃপর সর্বত্রই যোজনীয়, হা রমণ, হা প্রেষ্ঠ, এইরূপ । নাথ—স্বামিরূপে পালক । রমণ কান্তোচিত সুখপ্রদ । প্রেষ্ঠ—মহাভাবময়ী আমার প্রতি যতটা প্রেম বিস্তার করা উচিত ততটাই বিস্তারক । ক্বাসি—এই তো কোলে করে কত আদরে নিয়ে এলে, এখন তুমি কোথায় লুকিয়ে পড়লে । হায় হায় তা না জানতে পেরে আমার মন কাতর হয়ে পড়ছে, এরূপ ভাব । অতি ব্যগ্রতায় ছবার ‘ক্বাসি’ বললেন । পুনরায় আলিঙ্গনাদি নিজ সৌভাগ্য স্মারক নিজ রসোদীপক কৃষ্ণাঙ্গবিশেষ স্মরণে যেন মুগ্ধ হয়ে বললেন—মহাভুজ ইতি । পুনরায় অতি দৈন্যে বলছেন দাস্যা ইত্যাদি—হে সখে ! এই দীনা দাসীকে তোমার নিকট নিয়ে যাও ! যদি বলা যায়, অহো পুনরায় কি আমার আলিঙ্গন লাভের জন্য আমার আস্তানা খুঁজে বেড়াচ্ছ ? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে বলছেন—না, মোটেই না । তুমি নিজেই তোমার আলিঙ্গন সৌভাগ্য দিয়েছিলে, এখন তাও চাই না, এখন কেবলমাত্র তোমার নিজ নৈকট্যও দর্শয়—জ্ঞানাবে তো । আলিঙ্গন দানে তুমি নিজেই আমাদের আসক্তি জন্মিয়েছিলে, এখানে আর সেই আসক্তির পথে পা বাড়াতে চাই না, কিন্তু তুমি এখানে কাছেই আছ, এটুকু মনে নিশ্চয় করতে পারলেই শান্তি পাই, এরূপ ভাব । এখানে হেতু দাস্যাঃ—আমি যে তোমার দাসী, সখী হওয়ারও অযোগ্য ; কিন্তু তাদৃশ তোমার কৃপাই বলাৎকারে আমার ভিতরে এমন ভাব জন্মিয়েছে যে আমার জীবনের তাৎপর্যই হয়ে পড়েছে একমাত্র তোমারই সুখানুকূল বিধান করা, এরূপ অর্থ । কৃপণায়াঃ—কাতর, অতএব এই দুঃখ সইতেও পারছি না, ফেলতেও জানি না, এরূপ অর্থ । অতএব আমাকে বঞ্চনা করা উচিত নয়, নিজের বুকে অনুতাপ-বীজ বপন করাও উচিত হবে না, এরূপ ভাব । এই কাতরতা ‘ঔদার্য্য’ নামক

প্রেমানুভাব। —এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—‘সর্বাবস্থগত বিনয়কে পণ্ডিতগণ উদার্য বলে।’ অতঃপর শ্রীরাধা মুচ্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, একরূপ বৃথাতে হবে, কারণ পরবর্তী ৪১ শ্লোকে ‘মোহিতাম্’ অর্থাৎ মুচ্ছার কথাই বলা আছে। জী^০ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিষ্ণু টীকা :** বিলাপমেবাহ—হা নাথেনি। স্বদ্বিযোগমহায়িনা দহমানাদিস্মাদেহান্মে প্রাণাঃ সম্প্রতি নিঃসৃতপ্রাণাঃ যত্নেনাপি ময়া রক্ষিতুং ন শক্যন্তে এবান্ত স্বমেব নাথো অতো দর্শনং দত্ত্বা শীঘ্রমেতান্ রক্ষতি ভাবঃ। ন চৈয়াং রক্ষাং অহং স্বার্থমেব প্রার্থয়ে, কিন্তু স্বদর্থমেবেত্যাহ—হে রমণেনি। সর্ব্বা অপ্যন্তা গোপীন্ত্যক্তা রমণস্বখবিশেষার্থ যামেতাবদ্রুং রহঃ সমানৈষীন্ত্যন্তা ময়ি মৃত্যামেব রতিস্বখমন্ত্রালভমানো মাং স্বরংস্বমপি দুঃখেন বিলাপিস্যসীতি ভাবঃ। নবস্ত্ব মদুঃখং তেন তব কিং? তত্রাহ,—হে প্রেষ্ঠেনি। তব মৎপ্রেষ্ঠ-স্বাদীয়ং তদুঃখং কোটিগুণীভূয় মযেব ভবিষ্যতি। মৎপ্রাণকোটিনির্মজ্জনীয়পাদাজননথরৈকদেশস্ত তব তদুঃখমহং মতাপি সোচুং ন পারসিধ্যামি অতঃ কৃপয়া সন্নিধায় তদেব দুঃখং দূরীকুর্বিষতি ভাবঃ। নহু, যদি নিঃসৃতপ্রাণা এব প্রাণান্তদা তানহমপি কথং নিবর্ত্তয়িতুং প্রভবিষ্যামি তত্রাহ,—হে মহাভুজেনি। তদুজস্ত মৃতসঞ্জীবনৌষধস্ত অশ্রমাত্রৈণৈব স্বস্তস্বশীতলীভূতে দেহেহস্মিন্ প্রাণাঃ স্বয়মেবাগত্য স্বাস্থ্যন্তীতি ভাবঃ। নহু মাং বিনা স্বস্ত গতিমেব জানামি চেম্মহারাজকুমারং পরমস্বকুমারমাদরণীয়ং মাং “নয় মাং যত্র তে মন ইত্যাদিষ্টবতী কিমকোপয়ন্তত্র সকাঙ্ক-বৈয়গ্রমাহ দান্তান্তে কৃপণায়া মে ইতি। তদানীং বিলাসশ্রমনিদ্রানস্তাভিভূতয়েব দীনয়া ময়া তথোক্তং ক্ষমস্ব মাকুপ্যেতি ভাবঃ। কিক্ষাযোগ্যায়াপি ময়া সহ স্বমেব দৃঢ়ং যৎ সখ্যমকরোন্তেনৈব তথাহমবোচমিত্যাহ,—হে সখে ইতি। হে প্রিয়ে, তর্হি প্রসন্নোহভূবং মৎসমীপমেহীতি চেৎ সম্প্রত্যহুতাপদুঃখেনাঙ্কামি, ত্বং ক বর্ত্তসে ইতি ন পশ্যামীত্যাহ,—দর্শয় সন্নিধিমিতি। এতাবদেব বিলাপ্য বিরহোদঘূর্ণাবশাৎ সংযুহ ভূমাবপতদিতি জ্ঞেয়ম্। অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ। বি^০ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিষ্ণু টীকাবুলাদ :** শ্রীরাধার সেই বিলাপ বলা হচ্ছে—হা নাথ ইতি—হে কৃষ্ণ তোমার বিয়োগ-মহাদাবায়িতে দহমান এই দেহ থেকে আমার প্রাণসমূহ সম্প্রতি নিঃসৃত প্রায়, যত্নেও ধরে রাখতে পারছি না। তুমিই এ-প্রাণসমূহের নাথ; অতএব বাটতি দর্শন দিয়ে এদের রক্ষা কর। একরূপ ভাব। মনে করো না, আমার নিজের স্বার্থে এদের রক্ষা করার প্রার্থনা করছি, কিন্তু তোমার স্বার্থেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হে রমণ ইতি—এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, অতঃ সকল গোপীকে তাগ করেও রমণস্বখবিশেষের জন্ত যাকে এতদূরে নির্জনে নিয়ে এসেছ, সেই আমি মরে গেলে একরূপ রতিস্বখ অতঃ লাভ করতে না পেরে আমাকে স্মরণ করে তুমিও দুঃখে বিলাপ করবে। পূর্ব্বপক্ষ, হোক-না আমার দুঃখ, তাতে তোমার কি? এরই উত্তরে, হে প্রেষ্ঠ ইতি—তুমি আমার প্রেষ্ঠ হওয়া হেতু তোমার এই দুঃখ আমাতে কোটিগুণ হয়ে বাজবে—আমার প্রাণকোটি নির্মজ্জনীয় তোমার পাদাজননথরের একদেশের সেই দুঃখ আমি মরে গেলেও সহ্য করতে পারব না। অতএব কৃপা করে সামিপ্য দান করে সেই দুঃখ দূরীভূত কর, একরূপ ভাব। পূর্ব্বপক্ষ, আচ্ছা প্রাণ যদি নিঃসৃতপ্রায়ই হয়ে থাকে, তবে তাদিকে আমিই-বা কি করে ফিরাতে পারব? এরই উত্তরে, হে মহাভুজ ইতি—তোমার বাহুযুগল মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ, তার

৪১। অস্বিচ্ছান্ত্য ভগবতো মার্গঃ গোপ্যাংবিদূরতঃ ।

দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষাংমোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ।

৪১। অর্থঃ : শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণ) মার্গঃ অস্বিচ্ছান্ত্যঃ (অস্বেষয়ন্তঃ) গোপ্যাঃ অবিদূরতঃ (বিদূরতোহপি) প্রিয়বিশ্লেষাং (কৃষ্ণবিরহাৎ) মোহিতাং সখীং দদৃশুঃ ।

৪১। মূলানুবাদঃ : শ্রীশুকদেব বললেন—এদিকে গোপীসকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গমন-পথ খুঁজতে খুঁজতে অনতি দূরেই প্রিয়বিরহহৃৎখে মূচ্ছিতা সখীকে দেখতে পেলেন ।

স্পর্শমাত্রেই এ দেহ স্তম্ভ শীতল হয়ে যাবে—সেই দেহে তখন প্রাণ সকল নিজে নিজেই এসে বসে যাবে, এরূপ ভাব । পূর্বপক্ষ, যদি জানই আমাকে ছাড়া তোমার গতি এরূপই হবে, তা হলে পরম-সুকুমার আদরনীয় মহারাজকুমার আমাকে কেনই-বা আদেশ করলে ‘যথায় তোমার মন চায়, নিয়ে যাও’—বুঝা কেন রাগিয়ে দিলে? এরই উত্তরে, সকাঙ্ক ব্যগ্রতায় বলছেন—আমি তোমার দীনা দাসী, আমাকে সামীপ্য দান কর । তখন বিলাসশ্রমজনিত নিদ্রা-আলসে জড়ীভূত হয়েই দীনা আমি সেরূপ বলেছিলাম—আমাকে ক্ষমা কর, রাগ কর না, এরূপ ভাব । আরও অযোগ্য হলেও আমার সহিত তুমি যে দৃঢ় সখিত্ব স্থাপন করেছ, সেই জোরেই এরূপ আমি বলেছি, এই আশয়ে শ্রীরাধা বললেন হে সাধে ইতি—কৃষ্ণ যেন বললেন, তোমার কথায় আমি প্রসন্ন হলাম, হে প্রিয়ে, কাছে এস—এর উত্তরে, হে কৃষ্ণ তুমি যদি চাইলে, তবে এই আসছি—অহো পারছি কৈ, এখন যে অনুতাপ-হৃৎখে আমি অন্ধ, কোথায় তুমি আছ, তা বুঝতে পারছি না, তাই বলছি—তোমার সামীপ্য দান কর । এত পর্যন্ত বিলাপ করতে করতেই বিরহ-উদঘূর্ণা বশে মূচ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, এরূপ বুঝতে হবে—পরবর্তী শ্লোকে ‘মোহিতাম্’ এরূপ উক্তি থাকায় এরূপ ব্যাখ্যা করা হল । বি° ৪০ ॥

৪১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অবিদূরতো নাতিদূরত ইত্যর্থঃ, অতিদূরে ব্যবধানসম্ভাবাৎ, রাকেশশোভা-বিজয়ী শোভা বিশেষেণ দূরেহপি দর্শনসম্ভবাৎ । দুঃখিতামতএব মোহিতাং মূচ্ছিতাং, সমদুঃখভাবনয়া বিশেষতন্তুয়া একাকিণ্যা অপি পরিত্যাগদর্শনেন স্তত্রারামীর্ষাপগমাদৈকমত্যাচ্চ সখীমিত্যুক্তং, কিন্তু নিজসখীনামত্র প্রেমাবেশবিশেষো জ্ঞেয়ঃ । জী° ৪১ ॥

৪১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : অবিদূরত—অনতিদূরে—দূরে বটে, কিন্তু বেশী দূরে নয় —কারণ অতি দূরে হলে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব, আবার শ্রীরাধার পূর্ণচন্দ্রের শোভাবিজয়ী শোভাবিশেষ হেতু দূরেও দর্শন সম্ভব । দুঃখিতা, অতএব মোহিতা—মূচ্ছিতা । সমদুঃখ ভাবনায়, বিশেষতঃ শ্রীরাধা একাকিনী হলেও তাকে যে পরিত্যাগ, তা দর্শনের দ্বারা ঈর্ষা চলে যাওয়ায় গোপীসাধারণ সকলে একমত হয়ে যাওয়া হেতু ‘সখী’ উক্তি হল এখানে ; শ্রীরাধার নিজ সখীদের কিন্তু প্রেম-আবেশবিশেষ জাত হল । জী° ৪১ ।

৪২। তয়া কথিতমাকর্ণ্য মাতপ্রাপ্তিঞ্চ মাপ্রবাৎ।

অবমানঞ্চ দৌরাভ্যাঃ বিশ্বময়ং পরমং যযুঃ ॥

৪২। অর্থঃ : তয়া কথিতং মাধবাং মানপ্রাপ্তিঃ দৌরাভ্যাং অবমানঞ্চ আকর্ণ্য পরমং বিশ্বময়ং যযুঃ।

৪২। মূলানুবাদঃ : মুচ্ছার অপগমে সেই রমণীর মুখে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পরের ঘটনা শুনবার পর মাগব থেকে সম্মান প্রাপ্তির কথা ও গর্বরূপ নিজ দৌরাভ্যা হেতু প্রিয়তম কতৃক পরিত্যাগরূপ অপমানের কথা শুনে গোপীগণ বিস্মিত হলেন।

৪১। শ্রীবিশ্ব টীকা : অবিচ্ছিন্নতাঃ অবেশয়ন্তঃ বিদূরতোহপি দদুশরিতি তস্থা বিদ্যুতুল্যকান্তিমিত্বাং সখীমিতি তস্যাস্তাদৃশ দশাদর্শনেন বিপক্ষাণামপি তত্র স্নেহোদয়াৎ। কিঞ্চ, উজ্জলরসস্য স্বভাব এবায়াং যৎ কান্তস্য কান্তামাত্র বিযুক্তস্বৈ জ্ঞাতে সতি কান্তানামীর্ষাদ্বেষাদ্যভাবঃ। পরম্পরস্নেহবন্ধঞ্চ যদুক্তং—“অতএব হি বিশ্লেষে স্নেহস্তাসাং প্রকাশত” ইতি। বি° ৪১ ॥

৪১। শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ : অবিচ্ছিন্নতাঃ—অবেশণ করতে করতে। বিদূরতঃ—অতি দূরে হলেও দেখতে পেলেন, রাধার কান্তি বিদ্যুৎ তুল্য উজ্জল হওয়া হেতু। [‘অবিদূরতঃ’ পাঠও আছে]। সখীম্—বিপক্ষ-সপক্ষ সকল গোপী সম্বন্ধেই ‘সখী’ পদের ব্যবহারের কারণ—রাধার তাদৃশ বিরহবেদনাহত দশা দর্শনে চন্দ্রাবল্যাদি বিপক্ষ গোপীগণেরও তাঁর প্রতি স্নেহের উদয়। আরও উজ্জলরসের স্বভাবই এই যে সমুদয় কান্তা থেকে কান্তের বিচ্ছিন্নতা জানাজানি হলে সপক্ষ-বিপক্ষ সব কান্তারই ঈর্ষাদ্বেষ চলে যায়, পরম্পর স্নেহবতী হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি—“অতএব বিরহই তাঁদের হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ বাইরে প্রকাশ করে দেয়। বি° ৪১ ॥

৪২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অতএব চ তয়া কথিতমাকর্ণ্যেতি রোদনসংজ্ঞাপ্রাপণপ্রশান্তরমিতি জ্ঞেয়ম্। কথিতম্—কথং ভবতীভ্যো বিচ্ছিন্না বভূবাহমিতি নাজ্ঞাসিৎ, কিন্তু দূরত এবাভ্যাহুসন্ধানমকার্ষমিত্যাदिপ্রকারক সর্বং বৃত্তমাকর্ণ্য তত্রাপি মাধবাং নুনং লক্ষ্মাপি রমণতয়া স্পৃহণীয়াং সর্বগুণাদিসম্পত্তেঃ পতুর্বা তস্যাং স্বতএব পরম-সৌভাগ্যলাভলক্ষণাং সম্মানপ্রাপ্তিঞ্চাকর্ণ্য তত্রৈব গর্বলক্ষণমিজদৌরাভ্যাং পরিত্যাগলক্ষণমবমানং চাকর্ণ্য-বিশ্বমিত্যা-দিকোহর্থঃ। অত্র তু দৌরাভ্যা-শব্দপ্রয়োগস্তদৈক্যবচনানুবাদাৎ, বস্তুতস্ত—শ্রীকৃষ্ণাদ্দূরে আত্মা দেহো যস্যঃ, দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো বা যস্যঃ, সা দূরাভ্যা তয়া ভাবে দৌরাভ্যাং, তস্মাদদূরবিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। পরমং বিশ্বমিত্যাদিকস্ত তয়া কথিতমিত্যাदिনা ত্রয়েণাপ্যর্থশ্চ, তৎসহিতান্তদ্বাদি-সর্বতচ্চরিতস্ত স্বসহিত-তচ্চরিতাদপি দুর্বিতর্ক্যত্বাৎ। তত্রাপি তাদৃশমানপ্রাপ্তেঃ শ্বেযু পরঃ কোটিষপ্যদৃষ্টচরত্বাৎ। তত্র চ সতি তস্তামপ্যবমানস্ত পরমাসম্ভবাদিতি। জী° ৪২ ॥

৪২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : তয়া কথিতমাকর্ণ্য—শ্রীরাধা কতৃক কথিত ঘটনা শুনে, শ্রীরাধার রোদন, মুচ্ছাপ্রাপ্তি প্রভৃতির কারণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন সখীগণ। তার উত্তরে শ্রীরাধা বলতে লাগলেন, কি করে তোমাদের থেকে আমি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম, তা জানি না। কিন্তু দূরে এসেই আমার আত্মাহুসন্ধান ফিরে এল—ইত্যাদি প্রকার সব কিছু ঘটনা শুনে, আরও সেই কথার মধ্যে মাপ্রবাৎ—যিনি রমণরূপে ‘মা’ লক্ষ্মী দেবীরও স্পৃহণীয়, অথবা সর্বগুণাদি সম্পত্তিবিশিষ্ট সেই কৃষ্ণ থেকে স্বতঃই পরমসৌভাগ্য লাভরূপ সম্মান প্রাপ্তির কথা, আরও দৌরাভ্যাং গর্বরূপ নিজ দৌরাভ্যা হেতু কৃষ্ণ কতৃক পরিত্যাগ-

রূপ অবমানের কথা শুনে বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন গোপীগণ। এখানে ‘দৌরাভ্যা’ শব্দের প্রয়োগ শ্রীরাধার দৈন্ত্যবচনের ভাব প্রকাশের জন্মই করা হয়েছে। আসলে দৌরাভ্যা নয়। বাস্তবিক পক্ষে—শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে ‘আত্মা’ দেহ যে রমণীর, বা ‘আত্মা’ শ্রীকৃষ্ণ দূরে যে রমণীর, সেই হল দৌরাভ্যা—এই দৌরাভ্যার ভাবই হল দৌরাভ্যা। অর্থাৎ কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে পরে থাকাই তাঁর প্রতি দৌরাভ্যা। বিস্ময়ং ইত্যাদি—শ্রীরাধার কথা শুনে গোপীগণ পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন। তাঁরা যা শুনলেন তাতে সবই অদ্ভুত ব্যাপার—(১) অহো গোপীদের চোখের সম্মুখেই কৃষ্ণের সহিত রাধার কি করে অন্তর্ধান হলো—সর্বলীলামুকুটমণি কৃষ্ণের এই অন্তর্ধান প্রভৃতি লীলা আমাদের নিজের নিজের সহিত যে লীলা, তার থেকে দুর্বিতর্ক (২) আমাদের শতসহস্রকোটি গোপরমণীর মধ্যে কাকেও রাধার মতো এত সম্মান পেতে দেখা যায়নি—এও আশ্চর্যই বটে। (৩) একরূপ সম্মান দিয়েও আবার তাকেই অপমান, এ যে অতি অসম্ভব—এই তিন কারণেই তারা বিস্মিত হলেন। জী^০ ৪২ ॥

৪২। শ্রীবিষ্ম টীকা : ততশ্চ সখীভিরত্যাচারোদনে ব্যজনাদিপরিচর্যয়া যত্নতন্ত্বেপ্রবোধে সম্পাদিতে সতি অগ্নি প্রিয়সখি, স্ববৃত্তান্তঃ কথ্যতামিতি তাভিঃ পৃষ্টয়া তয়া কথিতং অগ্নি প্রিয়সখ্যঃ কথং ভবতীত্যোহবিচ্ছিন্নাহমভূবমিতি মুক্তাং পরতন্ত্রা নাজ্ঞাসিৎ, কিন্তু মানপ্রাপ্তিরবমানশ্চ দৌরাভ্যাদেবেতি নিশ্চিনোমি। যুস্মান্ পরঃসহস্রাঃ প্রেমবতীরবমত্য স্ববিরহানলেন জালয়িত্বা মহামেকসৈ যৎ সৌভাগ্যং দত্তং ইদং তস্য দৌরাভ্যং তং দুর্লীলমহারাজপুত্রং প্রতি বরাকপি মুক্তা “ন পারয়েহং চলিতুং নয় মাম্” ইতি যদবোচ এতত্তু মমৈব দৌরাভ্যং যত এতাবান্ অবমানঃ প্রাপ্ত ইত্যুভয়থাপি মে মহামনোজ্ঞঃখমেবেতি। স্বকান্তে তাস্থ স্বশিষ্ণুঃ ক্রমেণাত্ময়া বিনয়দৈন্ত্যানি ব্যঞ্জিতানি। অত্র শ্রীমদ্বুনীজ্ঞে দৌরাভ্যাকপ্রয়োগস্ত তস্যা বচনানুবাদাদেব। বস্তুতন্ত্বে শ্রীকৃষ্ণং দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণে বা যস্যঃ সা দৌরাভ্যা তস্যা ভাবো দৌরাভ্যং তন্মাদ্বিল্পেবাদিতার্থঃ। বিস্ময়ঃ পরমঃ যদুরিতি প্রিয়সখি, ভবত্যাঃ সৌভাগ্য-মুচিতমেব নাত্র তস্য দৌরাভ্যং রতিপ্রান্তায়াঃ স্বাধীনভক্ত্যকাস্তব কান্ত প্রত্যাজ্ঞাপনমপি ন দৌরাভ্যং প্রত্যুত রসাবহমেব। কিন্তুকুলনায়কেন সংভুক্তকান্তায়া যদাজ্ঞোল্লঙ্ঘনমেতাদৃশ দুর্বস্থা প্রাপঞ্চ্য এতদেব রসপ্রতিকূলং দৌরাভ্যাব্যঞ্জকং হস্ত হস্ত মহারসিকশেখরস্য মহাপ্রেমবতো দয়ানিধেস্তস্য কথমেব চিকীর্ষিতমভূদिति পরমং বিস্ময়ং প্রাপুঃ ॥ বি^০ ৪২ ॥

৪২। শ্রীবিষ্ম টীকানুবাদ : অতঃপর সখীগণেয় উচ্চক্রন্দন ও ব্যজনাদি পরিচর্য্যরূপ যত্নে শ্রীরাধার জ্ঞানের সঞ্চার হলে গোপীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—অগ্নি প্রিয় সখি! তোমার খবর বলতো, একরূপে তাঁদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীরাধা বললেন—হে প্রিয় সখিগণ! অহো কি করে তোমাদিগের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম, তা মুক্তা পরতন্ত্রা আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু এটুকু নিশ্চয়রূপে বুঝতে পারছি, আমার যে এই মান ও অপমান প্রাপ্তি, তা আমাদের উভয়ের দৌরাভ্যা বশতঃই হয়েছে। সহস্র সহস্র প্রেমবতী তোমাদের স্ববিরহানলে জালিয়ে এক আমাকে যে সৌভাগ্য দান, এ কৃষ্ণের দৌরাভ্যা, আর সেই দুর্লীল মহারাজপুত্রের প্রতি ক্ষুদ্র হয়েও আমি যে বললাম “আমি চলতে পারছি না—তোমার মন যথায় চায় নিয়ে যাও আমাকে।” এ আমার দৌরাভ্যা, যেহেতু এতটা অপমান পেলাম—এইরূপে উভয় প্রকারেই আমার মহামনো-

৪৩। তাতাংবিশনু ববং চক্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিত্যাব্যতে ।

তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃত্তুঃ স্থিয়ঃ ॥

৪৩। অর্থঃ : ততঃ স্থিয়ঃ যাবৎ চক্রজ্যোৎস্না বিভাব্যতে (প্রকাশতে, তাবৎ) বনম্ অবিশনু (কৃষ্ণ-
দেষণায় প্রবিষ্টাঃ) ততঃ তমঃ প্রবিষ্টঃ (তমসি প্রবিষ্টঃ কৃষ্ণ) আলক্ষ্য (পদচিহ্নাদিনা বিতর্ক্য) নিববৃত্তুঃ (নিবৃত্তাঃ
বভূবুঃ) ।

৪৩। মূলানুবাদ : (অতঃপর অতি উৎকণ্ঠায় গোপীগণ সখীহস্ত অবলম্বনে চলমান
রাধার সহিত পুনরায় অধেষণে প্রবৃত্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে)

অতঃপর যতদূর পর্যন্ত বনদেশে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোয় সব কিছু দেখা যাচ্ছিল ততদূর
পর্যন্ত বনে ঢুকে গিয়ে কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন গোপীগণ। অতঃপর ঘোর অন্ধকার গহন বনে
প্রবিষ্ট কৃষ্ণের গতিবিধি পদচিহ্নাদি দ্বারা সঠিক ভাবে বুঝতে না পেরে তাঁরা খোঁজায় নিবৃত্ত হলেন ।

দুঃখ জাত হয়েছে, যা নিজকাস্ত কৃষ্ণের সম্বন্ধে অসূয়া, গোপীদের সম্বন্ধে বিনয় ও নিজের সম্বন্ধে
দৈন্যরূপে বাজনা বৃত্তি দ্বারা অভিযুক্ত। এখানে শ্রীশুকদেব যে দৌরাভ্যা শব্দ প্রয়োগ করলেন,
তা তো শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ মাত্র (পাখী পড়ার মত)। আসলে তো এই ‘দৌরাভ্যা’ শব্দের
অর্থ এইরূপ, যথা—শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে আত্মা (দেহ) যে রমণীর বা দূরে আত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) যে
রমণীর, সেই দুরাভ্যা। এই দুরাভ্যার ভাব হল দৌরাভ্যা— অর্থাৎ কৃষ্ণের বিচ্ছেদ মাত্রই দৌরাভ্যা।

বিন্ময়ং পরমং যমুঃ—অতিশয় বিম্মিত হলেন—হে প্রিয়সখি, তোমাকে যে সৌভাগ্যদান
তা তো তার পক্ষে উচিতই হয়েছে, এ তার দৌরাভ্যা নয়, আর রতিশ্রান্তো স্বাধীনভক্ত কা
তোমার পক্ষে কাস্তের প্রতি যে আদেশ দেওয়া, তাও দৌরাভ্যা নয়, প্রত্যুত এ রসাবহই।
কিন্তু অনুকূল নায়কের পক্ষে সংভুক্ত কাস্তার যে আন্তর লঙ্ঘন ও এতাদৃশ দুরাবস্থা প্রাপ্তি
করানো, ইহাই রসপ্রতিকূল দৌরাভ্যা বাজক। হায় হায় মহারসিকশেখর মহাপ্রেমবান দয়ানিধি
তাঁর কি করে এ প্রকার আচরণ হল—এতেই পরমবিন্ময় লাভ করলেন। বি^০ ৪২ ॥

৪৩। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকাঃ ততঃ পরমবৈয়গ্র্যেণ সখীভিদভাবলম্বনয়া তয়ৈব সহিতাঃ
পুনরপ্যধেষ্যামাহুরিত্যাহ—তত ইতি। যাবদ্বনং ব্যাপ্য জ্যোৎস্না বিভাব্যতে লক্ষ্যতে, তাবদ্বনমবিশনু প্রবিশু
তমধেষ্যামাহুরিত্যর্থঃ। তমসি মহাগহনগতে প্রবিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণ পদচিহ্নাদিনা বিতর্ক্য ততস্তদ্বাদ্বনান্নিবৃত্তাঃ; তথা চ
বিষ্ণুপুরাণে—‘প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিববৃত্তুঃ শশাঙ্কস্ত নৈতদ্বীধিতিগোচরঃ।’ ইতি। স্থিয়
ইতি স্বীণামন্ধকার-বন-প্রবেশনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাদিদ্ধনিক্ত স্বভাবতয়া নিজদয়িতস্ত স্বেভ্য এবাপন্নতয়া তত্র
প্রবিষ্টোহয়মিতি বিতর্কিতম্; তস্ত তস্মাৎ দুঃসংসার-স্থলান্নিক্রমণায় ব্যগ্রা সত্য ইত্যর্থঃ। হরোরিতি পাঠোহত্র কেষাঞ্চিন্নতঃ
স চ টীকাকৃতামসম্মতো লক্ষ্যতে। তত ইতি পুনরুক্তেঃ সমাধানার্থং তত ইত্যন্যেব হরেরদেষণাদিতি ব্যাখ্যানাৎ
অনুগা তত ইত্যস্যা প্রাগ্বিশেষণাযোগ্যতা স্যাৎ, হরন্তত ইত্যন্বয়ান্তর্ভাবং চ ॥ জী^০ ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ :** অতঃপর অতিশয় উৎকণ্ঠা হেতু গোপীগণ সখীদের হাত ধরে চলমান রাধার সহিত পুনরায়ও অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— তত ইতি । যতদূর পর্যন্ত বনদেশে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোয় বিভাব্যতে—সব কিছু দেখা যাচ্ছিল ততদূর পর্যন্ত বনে প্রবেশ করে কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন—অতঃপর ঘোর অন্ধকার গহন বনে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের গতিবিধি পদচিহ্নাদি দ্বারা সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে গোপীরা নিবৃত্ত হলেন । শ্রীবিষ্ণুপুরাণের উক্তি—“চাঁদের আলো পড়েনি, এমন গহন বনে প্রবেশ করে গিয়েছেন কৃষ্ণ, পদচিহ্নও আর দেখা যাচ্ছে না, কাজেই এ স্থান থেকেই হে সখীগণ তোমরা ফিরে চল ।” স্তম্ভঃ— (এই পদের ধ্বনি) যেহেতু জীলোকের পক্ষে অন্ধকার বনে প্রবেশ করা অসাধ্য । শঙ্কাকুল স্নিগ্ধ স্বভাব হওয়া হেতু গোপীগণ বিচার করলেন, পিছে তাঁরা ধরে ফেলে এই ভয়েই কৃষ্ণ এই বনে ঢুকে গিয়েছেন—কাজেই তাঁরা ব্যগ্র হয়ে পড়লেন, এ এক গহন বন, যাতে চলাফেরা হুঃখসাধ্য । এর থেকে কৃষ্ণ যাতে বেরিয়ে আসেন তার জন্তই তাঁরা নিবৃত্ত হলেন পিছে পিছে ধাওয়া করা থেকে । দ্বিতীয় চরণের ‘ততঃ’ পাঠ স্থানে কারুর কারুর সম্মত পাঠ হল ‘হরেঃ’, কিন্তু টীকাকার শ্রীস্বামিচরণের এ-পাঠে সম্মতি নেই বুঝা যায়, কারণ তিনি দ্বিতীয় চরণের এই ‘ততঃ’ পাঠ ধরেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুনরুক্তির সমাধানের জন্ত তার টীকায় ‘ততঃ’ পদের অর্থ করলেন ‘হরেঃ অন্বেষণাৎ’ অর্থাৎ এই হরির অন্বেষণ থেকে (গোপীগণ নিবৃত্ত হলেন) ॥ জী^০ ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিষ্ণু টীকা :** ততশ্চ বৈয়গ্র্যেণ সখীদত্তহস্তাবলম্বনয়া তন্না সর্হৈব তান্তমন্বেষয়ামাস্তুরিত্যাহ,— তত ইতি ॥ চন্দ্রেজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে লক্ষ্যতে ইতি পূর্ণিমারজত্বামপি নিবিড়বৃক্ষচ্ছায়াবশাদেব তমঃ । যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—“প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে । নিবর্ত্তকঃ শশাঙ্কস্য নৈতদ্বীথিতি গোচর” ইতি । বস্তুতস্ত হংহো খেদসিদ্ধিনিমগ্নাঃ সখ্যা ঘনঃ শ্রামতমেহস্মিস্তমসি ঘনশ্রামবপুষঃ তমস্তদবলোকনশঙ্কয়ৈব প্রলীনীভূয় স্থিতং মা সঙ্কোচয়ত যত্র যত্র যুগং যাস্যথ ততস্ততোহন্ত্রৈব স পলায়িত্বাত ইত্যলমতিস্কুমারশরীরস্য তস্য শ্রমোৎপাদনব্যব-সায়েনেতি বিমৃশ্চৈব নিববৃত্তুরিতি । বি^০ ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ :** অতঃপর সখীদত্ত-হস্ত-অবলম্বিনী রাধার সহিতই গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— তত ইতি । চন্দ্রের জ্যোৎস্না যে পর্যন্ত বন আলো করে ছিল, সব কিছু দেখা যাচ্ছিল— এতে বুঝা যাচ্ছে পূর্ণিমা রজনীতেও নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া বশেই বন কিছুদূর পর থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল—যা বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, যথা—“শ্রীকৃষ্ণ গহন বনে প্রবেশ করেছেন, এখানে চন্দ্রালোক পড়ছে না, তাঁর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, অতএব তোমরা এখান থেকেই ফিরে চল ।” অন্ধকার বলে ফিরে চললেন, এতো বাইরের কথা— আসলে তো এরূপ মনোভাবই ফিরে চললেন, যথা—অহে খেদসিদ্ধি-নিমগ্না

৪৪। তন্ময়ক্কাস্তদালাপান্তদ্বিচেষ্টাস্তদাভিকাঃ ।

তদগুণানুবাদে গায়ন্ত্যো নাস্ত্যাগারানি সম্বন্ধঃ ।

৪৪। অর্থঃ : তন্ময়ক্কাস্তদালাপাঃ (তন্ময়ৈব মনো যাসাং তাঃ) তদালাপাঃ (শ্রীকৃষ্ণচরিত আলাপরতাঃ) তদ্বিচেষ্টাঃ (শ্রীকৃষ্ণং আচরণরতাঃ) তদাভিকাঃ তদগুণান্ এব গায়ন্ত্যঃ (সত্য) নাস্ত্যাগারানি সম্বন্ধঃ ।

৪৪। মূলানুবাদ : (গোপীগণ শ্রীহরির খোঁজ থেকে নিবৃত্ত হলেন বটে, কিন্তু গহনবনে তাঁর সুকোমল চরণতলে ব্যথার ভয়ে অতি দুঃখে মগ্না হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—) তখন গোপীগণ হয়ে পড়লেন কৃষ্ণমনা, কৃষ্ণবিষয়ে আলাপাচারিনী, কৃষ্ণের জন্তু বিশেষ চেষ্টাবতী ও কৃষ্ণাবিষ্টা ; এই ভাবাবিষ্টাগণ তখন গান করতে করতে নিজেকেও ভুলে গেলেন, গৃহের কথা আর বলবার কি আছে ।

সখীগণ ! তোমাদের দেখে ফেলার ভয়ে এই অতিশ্যাম গাঢ় অন্ধকারে তাঁর ঘনশ্যাম দেহ লুকিয়ে ফেলে অবস্থিত আছে, এঁকে কুণ্ঠায় ফেলো না, যেখানে যেখানেই তোমরা যাবে, সেখান থেকেই এ পালাবে—এইরূপে তোমাদের চেষ্টা অতি সুকুমার তাঁর শরীরের শ্রম-উৎপাদনেই দাঁড়াবে । এরূপ বিবেচনা করত গোপীগণ নিবৃত্ত হলেন । বি° ৪৩ ॥

৪৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ততশ্চ ততো নিবৃত্তান্ত প্রবিষ্টস্ত তন্ত 'ব্যথতে ন কিংখিং কুর্পাদিতিঃ' (শ্রীভা ১০।৩।১১) ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা দুঃখশঙ্কয়া পরমদুঃখমগ্না বভূবুরিত্যাহ—তন্ময়ক্কাস্তদালাপাঃ (শ্রীকৃষ্ণচরিত আলাপরতাঃ) তদ্বিচেষ্টাঃ (শ্রীকৃষ্ণং আচরণরতাঃ) তদাভিকাঃ (তদগুণান্ এব গায়ন্ত্যঃ) নাস্ত্যাগারানি সম্বন্ধঃ । তদগুণানুবাদে গায়ন্ত্যো নাস্ত্যাগারানি সম্বন্ধঃ । তদগুণানুবাদে গায়ন্ত্যো নাস্ত্যাগারানি সম্বন্ধঃ । তদগুণানুবাদে গায়ন্ত্যো নাস্ত্যাগারানি সম্বন্ধঃ ।

৪৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : গোপীগণ শ্রীহরির খোঁজ থেকে নিবৃত্ত হলেন বটে, কিন্তু গহনবনে তীক্ষ্ণ কঙ্করাদিতে তার সুকোমল চরণকমলের ব্যথার ভয়ে পরমদুঃখমগ্না হয়ে গেলেন— এই আশয়ে বলা হয়েছে, তন্ময়ক্কাস্তদালাপাঃ ইতি । তদগুণানুবাদে—তাদৃশ বিদ্ববল্ল স্থানে প্রবিষ্ট কৃষ্ণেই মন যাদের, অতঃপর তাদৃশ কৃষ্ণ বিষয়েই আলাপ—তীক্ষ্ণ কঙ্করাদির আঘাত জনিত দুঃখ-স্মরণময় সংলাপ যাদের, অতঃপর কৃষ্ণের জন্তুই বিচেষ্টাঃ—বিশেষ চেষ্টা, অথ বাস্তব তাঁর বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় বনের চতুর্দিকে পরিক্রমারূপ চেষ্টা যাদের, অদাভিকা—অতঃপর সেই কৃষ্ণেই 'আগ্না' অর্থাৎ যত্ন যাদের সেই তাঁদের মতো ভাবাবিষ্টা গোপীগণ । তদগুণানুবাদে—লুকিয়ে যাওয়া কারণে বিপন্ন হয়েও গোপীদের মধ্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণের তাদৃশ বশীভাবময় কুপাদি লক্ষণ গুণাবলীই ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হল, নিজেদের পরিত্যাগাদি রূপ দোষাবলী নয় গায়ন্ত্যঃ—গান করতে লাগলেন, গান করে কৃষ্ণকে গুণাতে লাগলেন, নাস্ত্যাগারানিসম্বন্ধঃ নিজেকেও ভুলে গেলেন, গৃহের কথা আর বলবার কি আছে ? এরূপ অর্থ । জী° ৪৪ ॥

৪৫। পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।

সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাজ্জিতাঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে রাসকীড়ায়াং শ্রীভগবদ্বল্লভঃ নাম ত্রিশোঃধ্যায়ঃ ॥

৪৫। অর্থঃ : সমবেতাঃ তদাগমনকাজ্জিতাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ (কৃষ্ণভাবনাযুক্তাঃ ব্রজরমণ্যঃ পুনঃ কালিন্দ্যাঃ পুলিনং আগত্য কৃষ্ণং জগুঃ।

৪৫। মূলানুবাদ : (কৃষ্ণ করুণাই একমাত্র তাঁর দর্শনের কারণ, সেই করুণা তাঁর নামসম্বন্ধীর্ণনে লাভ হয়; এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে প্রকাশ করার জন্য—) কৃষ্ণ ভাবনাময়ী গোপীগণ পুনরায় তাঁদের প্রথম মিলন-স্থান যমুনাপুলিনে ফিরে এসে প্রিয়তমের আগমন আকাঙ্ক্ষায় সকলে একসঙ্গে কৃষ্ণনাম সম্বন্ধীর্ণন করতে লাগলেন।

৪৪। শ্রীবিষ্ণু টীকা : তন্মনস্কর্ষেনৈব পূর্ববদুদ্ভাদশ মাল্যে তদালাপাঃ, “দুষ্টো বঃ কচ্চিদস্থে”তিবতমালা-পন্ত্যঃ। উদ্ভাদশ মধ্যস্থে তদ্বিচ্ছেদাঃ “কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎস্তন” মতিবৎ তদ্বিচ্ছেদামনুভবতঃ। উদ্ভাদশ প্রৌঢ়স্থে তদাশ্রিতাঃ “কৃষ্ণোহং পশ্যত গতি” মতিবদাশ্রিত্যুত্তে তন্ময়ীভূতাঃ। পূর্বসংস্কারবশাদেব গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমুবেতিবৎ তদগুণা-বেতিতি। বি^০ ৪৪ ॥

৪৪। শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ : শ্রীকৃষ্ণবিষ্ট চিত্ততায় পূর্ববৎ উদ্ভাদদশা নরম পড়লে তদালাপাঃ—কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলাপ, যথা “হে অশ্বখাদি বৃক্ষগণ তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখেছ।”—উদ্ভাদের মধ্য দশায় তদ্বিচ্ছেদাঃ—শ্রীকৃষ্ণলীলানুসরণ, যথা “কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী কোনও গোপী স্তনপান করলেন।”—উদ্ভাদের পূর্ণদশায় কৃষ্ণাশ্রিতা কোনও গোপী বললেন—“আমি কৃষ্ণ, আমার গমনভঙ্গী দেখ।”—এই মতো আত্মভোলা গোপীগণ কৃষ্ণময়ী হয়ে পূর্বসংস্কার বশেই “উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণগান করতে লাগলেন”—৪ শ্লোক—এই মতোই এ শ্লোকেও কৃষ্ণগুণগান। বি^০ ৪৪ ॥

৪৫। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকা : ততস্তত্রাপি শৈস্তস্মাবরোধশঙ্কয়া সর্বমপি তদব্ধেগমার্গং পরিত্যজ্য সর্বাসাং সমেতানামস্মাকং নিকটমিদং নির্বাবধানতয়া দূরপ্রসরবচ্ছকং, তদেব লীলাপুলিনং গতানাং দৈত্বোপালম্ভা-দিয়মুচ্চৈর্গানাকলয স্বয়মেব করুণয়া শ্রীকৃষ্ণস্তরিতমাগমিষ্যতীতি তং ভাবয়মানাস্থা চক্রুরিত্যাহ—পুনরিতি, পুনঃ পুলিনাগমনে হেতুঃ—কৃষ্ণভাবনাঃ। জী^০ ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীজীব বৈ^০ তো^০ টীকানুবাদ : যদি আমরা বনের চতুর্দিকের রাস্তায় তাকে খুঁজে বেড়াই, তবে সেও তাঁর পক্ষে এক অবরোধ সদৃশই হবে, এরূপ আশঙ্কায় গোপীগণ ভাবলেন খোঁজা-খোঁজি ছেড়ে দিয়ে আমরা যমুনাপুলিনে যাই-না কেন, যে স্থান সমবেত আমাদের সকলের নিকটে হবে এবং খোলামেলা হওয়া হেতু শব্দ যেখান থেকে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়বে।

সেখানে গিয়ে আমরা দৈত্যউপলম্বাদিময় উচ্চ গান গাইতে আরম্ভ করি না কেন, যা শুনে কৃষ্ণ করুণায় নিজেই সত্ত্বর আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হবেন—এরূপ ভেবে তাঁরা তাই করলেন, এই আশয়ে, পুনঃ ইতি। পুনরায় পুলিনাগমনে হেতু কৃষ্ণভাবনা। জী^০ ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিষ্ণু টীকা** : হস্ত হস্ত যত্র তদধেষণার্থং যামস্ততস্ততঃ স পলায়িষ্যতে, তস্মাদনপর্যটনকষ্টং কিং তস্যোৎপাদয়িষ্যামস্তদ্বিচ্ছাং বিনা স ন লভ্যে। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য” ইতি শ্রুতিং প্রমাণীকৃত্য ইব তদর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুস্তৎকারুণ্যে চ তৎসঙ্কীর্ণনমেব হেতুরিতি সিদ্ধান্তং প্রকাশয়ন্ত্য ইব পূর্বং যত্র তেন সঙ্গতিরাসী-
ভদেব স্থানমাজগ্মুস্তমেব জগুরিত্যাহ,—পুনরिति। বি^০ ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিষ্ণু টীকানুবাদ** : হায় হায় যেখানেই তাঁর অধেষণের জগ্ম যাব সেখান সেখান থেকেই সে পালাবে, কাজেই কেন তার বনপর্যটন-কষ্ট জন্মাব—তাঁর ইচ্ছা বিনা তাঁকে পাওয়া যায় না। “তিনি যাকে করুণা করে দর্শন দান করেন, তিনিই তাকে পান” এই শ্রুতিবাক্য যেন প্রমাণ করার জগ্মই তার দর্শনে তার করুণাই হেতু—আর এই করুণা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণনেই লাভ হয়—এই সিদ্ধান্তই যেন প্রকাশ করে পূর্বে যেখানে তার সঙ্গ লাভ হয়েছিল, সেই যমুনা-পুলিনেই সকলে এসে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণন করতে লাগলেন। [পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণনম্ ॥]
বি^০ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণি কৃত দশমে-ত্রিংশ

অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

—*)%:(*)—

